দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-৩৬২ ॥ ২৯ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ১৬ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৯ শাওয়াল ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ঢাকার তাপমাত্রা দেখে সারা দেশের বিদ্যালয় বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত নয় : শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা বিবেচনা করে সারা দেশের বিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানসিকতা পরিহার করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী। গতকাল রোববার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর। তাপপ্রবাহের মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পাঁচটি জেলায় তাপমাত্রা ৪০ এর পর্যায়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

থাইল্যান্ড সফর শেষে আজ দেশে ফিরবেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থাইল্যান্ডে ৬ দিনের সরকারি সফর শেষে আজ সোমবার দেশে ফিরবেন। থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিনের আমন্ত্রণে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সফরে বুধবার তিনি দেশটিতে পৌঁছান। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ২৬ এপ্রিল গভর্নমেন্ট হাউজে থাভিসিনের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। এরপর দুই প্রধানমন্ত্রী পরে ভিসা অব্যাহতি, জ্বালানি, পর্যটন ও কাস্টমস বিষয়ে সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) আলোচনা বিষয়ে ৫টি দ্বিপক্ষীয় নথিতে সই প্রত্যক্ষ করেন। থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে শেখ হাসিনা তার এই সফরকে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'এই সরকারি সফর আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাইলফলক হয়ে থাকবে। যা

২-এর পাতায় দেখুন

৩৭ ডিগ্রি তাপমাত্রায় 'ফিলস লাইক' ৪৫ ডিগ্রি কেন?

তীব্র গরমে চরম অস্বস্তিতে আছে সারা দেশের মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : তীব্র গরমে চরম অস্বস্তিতে আছে সারা দেশের মানুষ। অতীতের তুলনায় এবার এপ্রিল মাসে সবচেয়ে দীর্ঘসময় ধরে টানা তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। বেশিরভাগ মানুষ গুগল সার্চ ইঞ্জিনের সহায়তায় তাপমাত্রা দেখেন। তবে গুগলে তাপমাত্রা দেখার সময় দুই রকম তথ্য সামনে আসায় প্রশ্ন জাগছে জনমনে। নির্দিষ্ট এলাকার তাপমাত্রা জানতে সার্চ করলেই বিরাজমান তাপমাত্রা বড় করে দেখানো হচ্ছে। বড় অক্ষরে লেখা ওই তাপমাত্রার নিচে ছোট করে লেখা থাকে 'ফিলস লাইক'। যেটি মূলত অনুভূত হওয়া তাপমাত্রা নির্দেশ করে। কোনো এলাকায় তাপমাত্রা যদি ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়, তবে 'ফিলস লাইক'-এ তার চেয়ে তিন থেকে চার ডিগ্রি বেশি দেখানো হয়। অর্থাৎ প্রকৃত তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি হলেও গরম অনুভূত হয় ৪০ বা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো। যেমন, এ প্রতিবেদন লেখার সময় দুপুর ১টায় ঢাকায় ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দেখায় গুগল সার্চ ইঞ্জিন। সেখানে 'ফিলস লাইক'-এ দেখাচ্ছিল ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রশ্ন হলো এমনটি কেন হয়? বিষয়টি জানতে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঙ্গে কথা বলে। আবহাওয়াবিদ খো. হাফিজুর রহমান বলেন, আমরা যেভাবে তাপমাত্রা রেকর্ড করি তাতে 'ফিলস লাইক' বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ, আমরা সরাসরি রোদের মধ্যে তাপ মাপি না। আমরা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত পদ্ধতিতে তাপমাত্রা রেকর্ড করি। স্বীকৃত পদ্ধতি হলো স্টিভেনসন স্ক্রিনের মাধ্যমে তাপমাত্রা রেকর্ড করা। সে পদ্ধতিতে থার্মোমিটার থেকে বাতাসের তাপমাত্রা নেওয়া হয়। তিনি বলেন, যদি আমরা সরাসরি রোদের তাপমাত্রা রেকর্ড করতাম, তাহলে প্রকৃত

তাপমাত্রা আরও বেশি হতো। রোদে গেলে যেটা 'ফিল' হচ্ছে সেটাকেই গুগল 'ফিলস লাইক' বলছে। এছাড়া বর্তমানে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। এজন্য গরমে বেশি অস্বস্তি অনুভূত হচ্ছে। জানতে চাইলে আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির বলেন, আবহাওয়া অধিদপ্তরের মাঠে কিছু স্টিভেনসন স্ক্রিন স্থাপন করা আছে। আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থার শর্তপূরণ করে স্টিভেনসন স্ক্রিনের মাধ্যমে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। এই স্টিভেনসন স্ক্রিনের ভেতরে থার্মোমিটার থাকে। এই থার্মোমিটার থেকেই আমরা বাতাসের তাপমাত্রা নিয়ে দিনের ওই সময়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নির্ধারণ করি। তিনি বলেন, স্টিভেনসন স্ক্রিনের ভেতরে বাতাস যায় কিন্তু রোদ যায় না। থার্মোমিটারের গায়ে সরাসরি রোদ না পড়লেও বাতাসের তাপমাত্রাটা যায়। এই পদ্ধতিতেই সারাবিশ্বে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। ব্রিটেনের আবহাওয়া অফিসের তথ্য বলছে, 'ফিলস লাইক' তাপ মাপা হয় কোনো এলাকার সম্ভাব্য তাপমাত্রার পূর্বাভাস, ওই এলাকার আর্দ্রতা এবং বাতাসের গতিবেগ অনুযায়ী। আর তাপমাত্রা বলতে বোঝায় কোনো নির্দিষ্ট এলাকার বাতাসের তাপমাত্রা। কিন্তু রাস্তাঘাটে বের হলে যে তাপ অনুভূত হয় সেখানে বাতাস ছাড়াও আরও কিছু বিষয়ের প্রভাব থাকে। সে কারণে মূল তাপমাত্রার চেয়ে বেশি গরম অনুভূত হয়। সেটাকেই 'ফিলস লাইক' দেখায়। এদিকে রোববার আবহাওয়া অফিস জানায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার ওপর দিয়ে অতি তীব্র তাপপ্রবাহ এবং রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলাগুলোর ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। দিনাজপুর, রাঙামাটি, চাঁদপুর, ফেনী ও বান্দরবান জেলাসহ রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অবশিষ্টাংশ এবং ঢাকা ও বরিশাল বিভাগগুলোর ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং

২-এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে বিএনপির লজ্জা পাওয়া উচিত : কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : কালো চশমা পরা বিএনপি নেতারা দেশের উন্নয়ন দেখতে পান না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশকে নিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে বিএনপির লজ্জা পাওয়া উচিত। শেহবাজ শরীফ যা দেখে, তারা (বিএনপি) সেটাও দেখে না।' গতকাল রবিবার শেখ জামালের ৭১তম জন্মদিন উপলক্ষে বনানী কবরস্থানে আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশের উন্নতি দেখে এখন লজ্জিত হই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের মন্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে কাদের বলেন, আমার মনে হয় এরা (বিএনপি) পড়াশোনা করে না। কথাটা বলেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ। পাকিস্তানের সঙ্গে পিরিতি তাদের (বিএনপি), বন্ধুত্ব তাদের। পাকিস্তান আজ বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখতে পায়। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান একসময় আমাদের বোঝা ভাবতো, এখন লজ্জিত। এতে রিজভীদেরই লজ্জা পাওয়া উচিত। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে তাদেরই লজ্জা পাওয়া উচিত। তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখতে পায় না। কালো চশমা পরে আছে। শেহবাজ শরীফ যা দেখে, তারা (বিএনপি) সেটাও দেখে না। তারা কেন দেখে না, সেটা তাদের জিজ্ঞাসা করুন। জাতীয় পার্টিকে হুমকি দিয়ে নির্বাচনে নিয়ে আনা হয়েছে, এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, কে কাকে হুমকি দিয়েছে? তাদের জন্ম তো বন্দুকের নলে। তারা গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আসেনি। গত নির্বাচনে বাংলাদেশের ৪২ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে। ভোটের দিন কোনও খুন-খারাবি হয়নি। এখানে আমরা কোনও চাপ অনুভব করিনি। তিনি কোন কারণে, কার চাপে নির্বাচনে এসেছেন, সেটা তাকেই (জিএম কাদের) পরিষ্কার করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে নিশ্চিহ্ন

২-এর পাতায় দেখুন

কিশোর গ্যাং দমনে কঠোর হতে বলল সংসদীয় কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার : মাদক নির্মূল ও কিশোর গ্যাং দমনে কঠোর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। গতকাল রোবব জাতীয় সংসদ ভবনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে এ সুপারিশ করা হয়। বৈঠকে কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা বেনজীর আহমদ সভাপতিত্ব করেন। এ সময় কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খাঁন, সামছুল হক দুদু , ডা. সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল, ময়েজ উদ্দিন শরীফ, মো. ছানোয়ার হোসেন, চয়ন ইসলাম, মো. সাদ্দাম হোসেন (পাভেল) এবং হাছিনা বারী চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করা হয় ও মরহুমের স্মরণে ১ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। কমিটি মাদক নির্মূলে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায় ও কঠোর হস্তে কিশোর গ্যাং দমন করার সুপারিশ করে। এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বৈঠকে জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা

২-এর পাতায় দেখুন

ঈদুল ফিতর ও বর্ষবরণের দীর্ঘ ছুটির সঙ্গে চলমান তাপপ্রবাহ পরিস্থিতিতে আরও এক সপ্তাহ বন্ধ ছিল দেশের সব স্কুল। তাপপ্রবাহ শেষ না হলেও রোববার খুলে গেছে স্কুল। ছবিটি রোববার আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে তোলা।

রোগীর প্রতি চিকিৎসকের অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, 'মন্ত্রী হিসেবে আমার বয়স মাত্র সাড়ে তিন মাস। এই অল্প সময়ে আমি যেখানে গিয়েছি একটা কথা বলেছি, আমি যেমন চিকিৎসকের মন্ত্রী, ঠিক তেমনি রোগীদেরও। চিকিৎসকের ওপর কোনো আক্রমণ যেমন আমি সহ্য করব না। রোগীর প্রতি কোনো চিকিৎসকের অবহেলাও বরদাস্ত করব না। মন্ত্রী হিসেবে শুধু একটা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, তোমরা তোমাদের সর্বোচ্চ সেবাটুকু দিয়ে যাও, তোমাদের বিষয়গুলো আমি দেখব।' গতকাল রোববার সকালে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত ৪১তম বিসিএস (স্বাস্থ্য) ও বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) ক্যাডারের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। নবনি-যুক্ত চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে সামন্ত লাল সেন বলেন, 'এ দেশের মানুষ অতি সাধারণ। তাদের চাওয়া-পাওয়া সীমিত। চিকিৎসকের কাছে এলে তারা একটু ভালো ব্যবহার চায়। তাদের সঙ্গে একটু ভালোভাবে কথা বলা, একটু মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনা। এটুকু পেলেই তারা সন্তুষ্ট।' তিনি আরও বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখতেন, তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া। আমি মনে করি সেই স্বপ্ন পূরণের কারিগর তোমরা। আজ যারা চিকিৎসক হিসেবে যোগদান করতে যাচ্ছো। আমার বিশ্বাস, তোমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে।' উক্ত ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে ৪১তম বিসিএস স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ ক্যাডারে সহকারী সার্জন পদে ১০৩ জন, সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ১৭১ জন এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা পদে ১৫৩ জন যোগদান করেন।

রোগীদের চাওয়া-পাওয়া সীমিত। চিকিৎসকের কাছে এলে তারা একটু ভালো ব্যবহার চায়

২-এর পাতায় দেখুন

এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ ৯-১১ মের মধ্যে

স্টাফ রিপোর্টার : এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল আগামী ৯ থেকে ১১ মে এর মধ্যে প্রকাশ হতে পারে। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তপন কুমার সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে সাধারণত ফলাফল প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সে অনুযায়ী, আগামী ১১ মের মধ্যে এসএসসির ফল প্রকাশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। তপন কুমার সরকার বলেন, আগামী ৯, ১০ ও ১১ মে ফল প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণের জন্য ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি পেলে সেদিনই ফল প্রকাশ করা হবে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি এসএসসি ও সমমানের লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়। এবার ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০ লাখ ২৪ হাজার ১৯২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ৯টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থী ছিল ১৬ লাখ ৬ হাজার ৮৭৯ জন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষায় মোট ২ লাখ ৪২ হাজার ৩১৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষা দেয় ১ লাখ ২৬ হাজার ৩৭৩ জন। লিখিত পরীক্ষা শেষ হয় ১২ মার্চ।

হিট অ্যালার্টেও স্কুল খুলল গরমের ঝুঁকিতে শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশজুড়ে তাপপ্রবাহের মধ্যেই খুলেছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ; রোজা, ঈদ, পহেলা বৈশাখ এবং গরম মিলিয়ে লম্বা ছুটি শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মুখরিত হয়ে উঠেছে শিক্ষার্থীদের পদচারণায়। গতকাল রোববার সকালে রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের গেইটে দেখা যায়, অভিভাবকরা তাদের সন্তান পৌঁছে দিচ্ছেন; সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছেন পানি ও জুস। রোদের মধ্যে বাইরে যাতে খেলাধুলা না করে, নিয়ম করে যাতে পানি খায়, দিয়ে দিচ্ছেন সেই পরামর্শও। অনেক অভিভাবক এই তীব্র গরমের মধ্যে

২-এর পাতায় দেখুন

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

ডেঙ্গুতে এ বছর মারা যেতে পারে ৪০ হাজার মানুষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : একটি স্ত্রী এডিস মশা যদি ফ্ল্যাভিভাইরাস প্যাথোজেন বহন করে এবং এ অবস্থায় কাউকে কামড় দেয় তাহলে ভুক্তভোগী ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংক্রমণ লক্ষণ ছাড়াই চলে গেলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু ক্ষেত্রে ব্রেকবোন ফিভার দেখা যায়, যা গুরুতরভাবে জয়েন্টে ব্যথা, রক্তক্ষরণ এমনকি মাঝে মাঝে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়। ডেঙ্গুর আফটার-ইফেক্টও যন্ত্রণাদায়ক। ইউনাইটেড স্টেটস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন মনে করে সারা বিশ্বে প্রতি বছর ১০ কোটি মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়। ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুয়ায়ী, ২০০০ সালে প্রায় বিশ হাজার মানুষ ডেঙ্গুতে মারা যায়। আশঙ্কা করা হচ্ছে, চলতি বছর বিশ্বে ৪০ হাজার মানুষ এ রোগে মারা যেতে পারেন। অন্যদিকে ২০০০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে ৩০ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু আক্রান্ত অঞ্চল হলো লাতিন আমেরিকা। ২০০০ থেকে ২০০৫ সালে সেখানে বছরে গড়ে পাঁচ লাখ মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত হন। কিন্তু ২০২৩ সালে অঞ্চলটিতে ৪৬ লাখ মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত হন। এদিকে ২০২৪ সালে এরই মধ্যে সেখানে প্রায় ৬০ লাখ কেস শনাক্ত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্রাজিলের মানুষ। একদিকে যেমন

২-এর পাতায় দেখুন

আইনি সহায়তা পাওয়া করুণা নয় এটা তার অধিকার : আইনমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, আইনগত সহায়তা পাওয়া কারো প্রতি করুণা নয় বরং এটা তার অধিকার। কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সামাজিক সুবিচার ও বিচার প্রক্রিয়ায় ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার সমান অধিকারের কথা সন্নিবেশ করে গেছেন। গতকাল রোববার সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' উপলক্ষে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। মন্ত্রী বলেন, দুঃখজক হলেও সত্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দীর্ঘ ২১ বছর আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষগুলোর আইনগত সহায়তা পাবার অধিকারের প্রতি কেউ দৃষ্টি দেয়নি। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, শেখ হাসিনা প্রথমবার সরকার গঠন করে ২০০০ সালে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন প্রণয়ন করেন। ফলে বাংলাদেশে প্রথম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অসচ্ছল সহায়সম্বলহীন নাগরিকদের আইনগত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ২০০১ সালের মাঝামাঝি থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সাড়ে সাত বছর শেখ হাসিনা সরকারে না থাকায় নাগরিকদের এই অধিকার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, বলেন তিনি। এরপর ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার সরকার দ্বিতীয়বার দায়িত্বে এলে আবারও আইনি সহায়তা কার্যক্রম আলোর মুখ দেখে জানিয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, এই অভিযাত্রায় তার সরকার আইনগত সহায়তা কার্যক্রম রাজধানী থেকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে যুগান্তকারী বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে অন্যতম হলো ঢাকায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রধান কার্যালয় স্থাপনসহ ৬৪ জেলায় লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন করা হয়। তিনি আরও বলেন, এর ধারাবাহিকতায় আমরা প্রত্যেকটি উপজেলা ও ইউনিয়নে লিগ্যাল এইড কমিটি এবং চৌকি আদালত ও শ্রম আদালতে বিশেষ লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করি। শ্রম আদালতে শ্রমিক আইনি সহায়তা সেল আমরা চালু করি। আমরা দরিদ্র অসহায় মানুষ যেনো দেশের সর্বোচ্চ আদালতে এসে ন্যায় বিচার পান। সেজন্য ২০১৫ সালে সুপ্রিম কোর্টে আনুষ্ঠানিকভাবে লিগ্যাল এইড অফিসের কার্যক্রম শুরু করি। আনিসুল হক বলেন, সরকারি আইনি সহায়তা আরও সহজ করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে টোল ফ্রি জাতীয় হেল্প লাইন ১৬৪৩০ সার্ভিস চালু করেছি। মন্ত্রী বলেন, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জুলাই ২০১৫ সাল থেকে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ১ লাখ ১০ হাজার ৪৩৬টি বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রশংসা করে তিনি বলেন, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সবক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তাই এইবারের প্রতিপাদ্য 'স্মার্ট লিগ্যাল এইড, স্মার্ট দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'।

তিনি বলেন, সকলের প্রচেষ্টায় আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো বলে বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশে প্রথম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অসচ্ছল সহায়সম্বলহীন নাগরিকদের আইনগত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়

২-এর পাতায় দেখুন

নেমে গেছে পানির স্তর পানি ওঠে না টিউবওয়েলে

স্টাফ রিপোর্টার : বৃষ্টির অভাবে ও তীব্র দাবদাহে পদ্মা নদীর তীরের জেলা রাজবাড়ীতে নেমে গেছে পানির স্তর। এতে টিউবওয়েলে পানি না ওঠায় চরম সংকটে পড়েছেন মানুষ। কালুখালী

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ ২৯ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ১৬ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা

বাজেটের ৩ ভাগের ১ ভাগ যায় সুদ-ভর্তুকিতে

স্টাফ রিপোর্টার : মূলত রাজস্ব আয় ক্রমাগত কম হওয়ায় চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে দেশের জাতীয় বাজেটের এক-তৃতীয়াংশের বেশি খরচ হয়েছে সুদ ও ভর্তুকি পরিশোধে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পুরো অর্থবছরের মোট সাত লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার বাজেটের মধ্যে চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারিতে সরকার খরচ করেছে দুই লাখ ৪৬ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা। সুদ পরিশোধ ও ভর্তুকি বাবদ খরচ হয়েছে ৮৮ হাজার ২২৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৩৬ শতাংশ। খরচ মেটাতে সরকার আরও বেশি ঋণ নিচ্ছে। কারণ কর আদায় আশানুরূপ বাড়ছে না। জিডিপির অংশ হিসেবে দেশের রাজস্ব বর্তমানে জিডিপির আট দশমিক দুই শতাংশ। এটি বিশ্বের সর্বনিম্ন। রাজস্ব কম আদায় হওয়ায় দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করতে সামাজিক খাতে জরুরি সরকারি খরচের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যায় না। সরকার বাজেট ঘাটতি মেটাতে দেশীয় ব্যাংকিং খাত, জাতীয় সঞ্চয়পত্র (এনএসসি) বিক্রি ও বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভর করে। মূলত, ব্যাংকগুলো সরকারের টাকার প্রধান উৎস। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, গত জুলাই-জানুয়ারি সময়ে সুদ মেটাতে হয়েছে ৬০ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা। এটি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬ শতাংশ বেশি। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নেওয়া ঋণের সুদ পরিশোধ ১৫ শতাংশ বেড়ে ৫১ হাজার ২১৩ কোটি টাকা হয়েছে। বিদেশি ঋণের বিপরীতে তা তিন গুণ বেড়ে হয়েছে নয় হাজার ৩৪২ কোটি টাকা। ট্রেজারি বন্ড বিক্রি থেকে পাওয়া টাকার খরচও বেশি। তাই সুদের খরচ বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, ২০২৩ সালের জুনে ট্রেজারি বন্ডের মুনাফার হার আট শতাংশ থেকে বেড়ে ১২ শতাংশ ছাড়িয়েছে। যদিও এনএসসির মতো সঞ্চয়পত্রের বিক্রি বর্তমানে কম। এর বিপরীতে সুদের হার কমেছে। তবে অনেক সঞ্চয়পত্র ম্যাচিউর হয়েছে। অর্থাৎ এই খাতে সরকারের খরচ বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি, এলএনজি ও সারের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমদানি খরচ বেড়েছে। তাই গত অর্থবছর থেকে ভর্তুকিও বাড়ছে দ্রুত গতিতে। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ভর্তুকি ছিল ২৭ হাজার ৬৭১ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে তা ছিল ২৬ হাজার ২১২ কোটি টাকা। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'ক্রমবর্ধমান ঋণ ও সুদের খরচ বেড়ে যাওয়ায় সুদ পরিশোধের হার বেড়েছে।' বিদেশি ঋণের সুদের হার বেড়েছে। টাকার ক্রমাগত অবমূল্যায়নও খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'পরিস্থিতি সরকারের জন্য খুবই প্রতিকূল হয়ে উঠেছে।' ধারণা করা হচ্ছেপ্রকৃত ভর্তুকি খরচ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। জ্বালানি খরচ বেড়ে যাওয়ায় সব খরচ প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। কারণ বাড়তি বকেয়া পরিশোধ করতে হয়েছে। গত পাঁচ বছরে রাজস্ব আয়ের তুলনায় মজুরি ও বেতন, পেনশন, ভর্তুকির খরচ দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় তা সরকারের আর্থিক পরিসরকে সংকুচিত করেছে। চলতি অর্থবছরে ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক ঋণ খুব বেশি বাড়েনি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ঋণ নেওয়া হয়েছিল ৩৪ হাজার ৩০৬ কোটি টাকা। অথচ চলতি অর্থবছরের একই সময়ে ব্যাংক ঋণ ২৩ হাজার ৬২৭ কোটি টাকা। সঞ্চয়পত্রের বিক্রি কম হওয়ায় সরকারকে সঞ্চয়পত্র বাবদ বেশি খরচ করতে হচ্ছে। গত জুলাই থেকে জানুয়ারিতে ছয় হাজার ৭৬৩ কোটি টাকা এবং গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে তিন হাজার ৩৫ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হয়েছে। কয়েক বছর

৭-এর পাতায় দেখুন

সুদ পরিশোধ ও ভর্তুকি বাবদ খরচ হয়েছে ৮৮ হাজার ২২৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৩৬ শতাংশ

১৫০০ কোটির মাইলফলক ছুঁলো পদ্মা সেতুর টোল আদায়

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি : এক হাজার ৫০০ কোটি টাকা টোল আদায়ের মাইলফলক অতিক্রম করেছে পদ্মা সেতু। সেতু চালু হওয়ার পর থেকে গতকাল রোববার পর্যন্ত এক হাজার ৫০২ কোটি ৬২ লাখ ১৫ হাজার ৯০০ টাকা টোল আদায় হয়েছে বলে জানিয়েছে সেতু কর্তৃপক্ষ। দেশের বৃহত্তম এই সেতুর উভয় প্রান্ত দিয়ে এ পর্যন্ত যানবাহন পারাপার হয়েছে ১ কোটি ১২ লাখ ৯১ হাজার ৯৫টি। এরমধ্যে মাওয়া প্রান্ত দিয়ে পারাপার হয়েছে ৫৬ লাখ ১ হাজার ২৩২টি। আর জাজিরা প্রান্ত থেকে যানবাহন পারাপার হয়েছে ৫৬ লাখ ৮৯ হাজার ৮৬৩টি। রোববার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করে পদ্মা সেতু সাইট অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক আমিরুল হায়দার চৌধুরী জানান, পদ্মা সেতু দিয়ে আশানুরূপ টোল আদায় অব্যাহত রয়েছে। ২০২২ সালের ২৫ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বহু আকাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু উদ্বোধন করেন। পরদিন থেকে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয় সেতু। সেতু চালু হওয়ার পর প্রথম দিন ৫১ হাজার ৩১৬টি যানবাহন সেতু ব্যবহার করেছিল। সেদিন টোল আদায় হয় ২ কোটি ৯ লাখ ৩১ হাজার ৫৫০ টাকা।

এনইউবি বিজনেস ফেস্টিভ্যাল উদ্বোধন

শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার তাগিদ দিলেন শিল্পমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, আজকের শিক্ষার্থীরাই আমাদের ভবিষ্যৎ দেশ গড়ার কারিগর। তাই মেধা, সামর্থ্য, দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ব চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র গতানুগতিক কাগুজে ডিগ্রি অর্জন করলেই চলবে না, যোগ্যতা দিয়ে দেশে-বিদেশে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। গতকাল রবিবার রাজধানীর আশকোনায় নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এনইউবি) মিলনায়তনে সপ্তাহব্যাপী 'এনইউবি বিজনেজ ফেস্টিভ্যাল-২০২৪' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এসব কথা বলেন তিনি। নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর উপাচার্য প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন ঢাকা-১৮ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ খসরু চৌধুরী এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মো. সামসুল আরেফিন। সম্মানিত অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মো. আব্দুল্লাহ ডি. লিট.। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নর্দান ইউনিভার্সিটির বিজনেজ অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান খান। মন্ত্রী বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কেবল নিজেদের স্বার্থে ব্যবসা করলে চলবে না, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকাসহ উন্নত বিশ্বে দক্ষ মানবসম্পদের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। শুধু বহির্বিশ্ব নয়, ১৭ কোটি মানুষের

৭-এর পাতায় দেখুন

তীব্র গরমে রেললাইন বেঁকে যাওয়ায় ট্রেনের গতি কমিয়ে চলার নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : গত কয়েকদিন ধরে সারাদেশে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ। পাবনা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের কোনো কোনো স্থানে অতি তীব্র তাপপ্রবাহ রেকর্ড হচ্ছে। তাপমাত্রা কোথায়ও ৪২ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু রেললাইনের লোহার রেলপাতের তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রি ছড়িয়ে যাওয়ায় রেললাইন বেঁকে যাচ্ছে। মূলত, লোহার রেলপাতের তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত সহনীয়। এই পরিস্থিতিতে কোথাও কোথাও রেললাইন বেঁকে ট্রেন চলাচল বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। রেলের ভাষায় যাকে বলা হয় বাকলিং। এ অবস্থায় পশ্চিমাঞ্চল রেলের পাকশী বিভাগের ঝুঁকিপূর্ণ রেললাইনে বিশেষ করে দিনের বেলায় ট্রেনের গতি কমিয়ে চলার স্ট্যান্ডিং অর্ডার বা স্থায়ী আদেশ দেওয়া হচ্ছে। রেলওয়ে কর্মকর্তারা বলছেন, আবহাওয়া অফিসে যে তাপমাত্রা থাকে তার চেয়ে ১০-১৫ ডিগ্রি বেশি তাপমাত্রা থাকে লোহার রেলপাতে। রেললাইনে তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রির বেশি হলে রেললাইন পর্যবেক্ষণে রাখা হয় এবং ট্রেনের গতি কমানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়। কোথাও বাকলিং বা লাইন বেঁকে যাচ্ছে কি না সেটা দেখার জন্য পেট্রোলিং লোকবল নিয়োগ করা হয়। রেলের পিডাব্লিউআই রেললাইনের তাপ পরিমাপ করে। তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রির বেশি হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ট্রেনের গতি কমানোর নির্দেশনা দিতে পারে। পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের সহকারী পরিবহন কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ জানান, গত শনিবার দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত যশোর ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে দর্শনা পর্যন্ত রেলরুটে ট্রেনের গতি

৭-এর পাতায় দেখুন

এপ্রিলের ২৬ দিনে রেমিট্যান্স এলো ১৬৮ কোটি ডলার

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি মাসের প্রথম ২৬ দিনে দেশে এসেছে ১৬৮ কোটি ৯ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। এই হিসাবে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ৬ কোটি ৪৬ লাখ ডলার। গতকাল রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়, এপ্রিল মাসের প্রথম ২৬ দিনে দেশে এসেছে ১৬৮ কোটি ৯ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। আর গত মার্চ মাসের প্রথম ২৬ দিনে এসেছিল ১৬২ কোটি ৭৬ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। সে হিসাবে চলতি মাসে বেড়েছে রেমিট্যান্স প্রবাহ। এদিকে এপ্রিলের প্রথম ২৬ দিনে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১৬ কোটি ১ লাখ ৮০ হাজার ডলার। এ ছাড়া বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে ৮ কোটি ৯৮ লাখ ডলার, বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ১৪২ কোটি ৫৬ লাখ ৩০ হাজার ডলার ও বিদেশি খাতের

লুটপাট লুকাতে বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিকদের নিষেধাজ্ঞা : রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের এমপি-মন্ত্রী ঘনিষ্ঠজনদের দুর্নীতি, লুটপাট লুকিয়ে রাখার জন্যেই বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিকদের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিকদের ঢোকা নিষেধ। কেন? ব্যাংকের কত টাকা লুট হয়েছে, এই লুটকারীরা হচ্ছে আওয়ামী লীগের এমপি-মন্ত্রী, না হলে ঘনিষ্ঠজন। এই লুট ও দুর্নীতির তথ্য যাতে সাংবাদিকরা না পায়, এই কারণে ব্যাংকে সাংবাদিকদেরকে ঢোকা নিষেধ করেছে। কারণ যারা অপরাধী তারা পাপকে লুকিয়ে রাখতে চায়। তাদের দুর্নীতি-লুটপাট লুকিয়ে রাখার জন্যেই বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিকদেরকে নিষেধাজ্ঞা। গতকাল রোববার নয়াপল্টন বিএনপির কার্যালয়ের সামনে ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতৃবৃন্দের আয়োজনে বেগম খালেদা জিয়া, হাবিব-উন-নবী খান সোহেল ও আব্দুল কাদির ভূঁইয়া জুয়েলসহ কারাবন্দি নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে রিজভী এসব কথা

৭-এর পাতায় দেখুন

গরমে পানি সংকটে কাফরুল গ্রাহকদের ক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : তীব্র গরমে রাজধানীর কাফরুলে খাবার পানিসহ দৈনন্দিন ব্যবহারের পানির চরম সংকট দেখা দিয়েছে। জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনেকে প্রতিদিন অর্থ খরচ করে বাইরে থেকে পানি কিনে খাচ্ছেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত প্রায় ৫-৬ দিন ধরে পানির তীব্র সংকটে ভুগছেন কাফরুল এলাকার বাসিন্দারা। কোন কোন বাসায় সারাদিনে এক ঘণ্টার জন্যও ওয়াসার পানি পাচ্ছেন না। এতে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। উত্তর কাফরুল, ইব্রাহীমপুর কাঁচা বাজার, পানির পাম্প, ওয়েস্ট কাফরুলসহ আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা জানান, তীব্র তাপ প্রবাহের মধ্যেই পানি সংকট মানুষের কষ্টকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। পানির অভাবে রান্না, খাওয়া ও গোসলসহ

৭-এর পাতায় দেখুন

সব সময় চাই বিচার বহির্ভূত কোনো হত্যাকাণ্ড না ঘটুক : র‍্যাব মুখপাত্র

স্টাফ রিপোর্টার : গত দুই বছর ক্রসফায়ার নেই। বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি নাকি অন্য কোনো চাপে ক্রসফায়ার হচ্ছে না? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের নবনিযুক্ত পরিচালক কমান্ডার আরাফাত ইসলাম বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে এই পর্যায়ে কথা বলার কিছু নেই। শুধু র‍্যাব নয়, আত্মরক্ষার অধিকার সবার আছে। ক্রসফায়ার শব্দটি আমি ব্যবহার করতে চাই না। আমরা সব সময় চাই বিচার বহির্ভূত কোনো হত্যাকাণ্ড না ঘটুক। যদিও বিভিন্ন সময় এটা নিয়ে ভিন্নখাতে আলোচনা হয়। গতকাল রোববার বেলা ১১টায় কারওয়ান বাজারে র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত পরিচয়পর্ব ও মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন তিনি। কমান্ডার আরাফাত ইসলাম গত বুধবার (২৪ এপ্রিল) র‍্যাব লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সদ্য বিদায়ী পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। মতবিনিময় সভায় কিশোর গ্যাং, অস্ত্র ও মাদক সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে কমান্ডার আরাফাত ইসলাম বলেন, মাদক নিয়ে আমাদের অবস্থান জিরো টলারেন্স। কিশোর গ্যাং নির্মূলে উচ্চপর্যায়ে নির্দেশনা পেয়েছি। আমরা কাজ করছি। প্রচুর কিশোর গ্যাং সদস্যকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও মদদদাতাদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে। তদন্ত করে এটা খুঁজে বের করা

৭-এর পাতায় দেখুন

আ.লীগের অর্জনকে নস্যাৎ করার অপশক্তিরা এখনো সক্রিয়

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সমাজকল্যান মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, আমাদের যত অর্জন, বাংলাদেশের যত অর্জন সবকিছু এসেছে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে। আর সেই অর্জনকে নস্যাৎ করে দেবার জন্য যে অপশক্তি, তারা বঙ্গবন্ধুর সময় যেমন ছিল আজকেও তারা সক্রিয় আছে। গতকাল রবিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে '১/১১ এ কারাবন্দী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা -মুক্তির দাবিতে ২৫ লক্ষ গণস্বাক্ষর জমা' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। ডা. দীপু মনি বলেন, আমাদেরকে আমাদের ঐক্য, সংকল্পের দৃঢ়তা, দলীয় আনুগত্য যদি সুধরে রাখতে না পারি তাহলে কিন্তু সেই অপশক্তি আবারও ছোবল দিবে। তাই দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের দ্বায়িত্ব ওই অপশক্তি যেনো কখনো ছোবল মারতে না পারে সেটা লক্ষ রাখতে হবে। সেই দ্বায়িত্ব পালনে যেনো আমরা কখনো পিছ পা না হই। আমি মনি করি সেটিই আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত। দলের সকল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্ববান জানিয়ে আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, নেত্রীর জন্য জানও দিয়ে দিবেন বলবেন কিন্তু নেত্রী নেতৃত্বে দলের যে সিদ্ধান্ত সেটা মানবেন না; তখন নিজেরা নিজের মতো চলবেন এটাতো আসলে হওয়া উচিত না। আমরা কথায় কথায় বলি নেত্রীর জন্য জান দিয়ে দিবো। কিন্তু কেউ জান দিয়ে দিক এটা নেত্রী চান না। নেত্রী যে সিদ্ধান্ত দেয়, সে সিদ্ধান্ত মানি কিনা? সেটা কেন্দ্রে হোক, তৃণমূলে হোক, যেখানেই হোক। আমাদের সবার যদি এরকম হয় যে, বিচার মানি তালগাছ আমার তাহলে কিন্তু হবে না। তাহলে কিন্তু নেত্রীর প্রতি ভালোবাসা হলো না। তিনি বলেন, আওয়ামী একটি গণতান্ত্রিক দল, এর সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রক্রিয়াও গণতান্ত্রিক। নেত্রী কারও ওপর কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে না। প্রত্যেকের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মূল সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমাদের মত থাকতে পারে। কিন্তু যখন সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, তখন সেটা দলীয় সিদ্ধান্ত। হয় আমি সেই সিদ্ধান্ত মানি না হয় আমি দল করবো না। সেই স্বাধীনতা আপনার আছে। কিন্তু আপনি দলও করবেন, নেত্রীর জন্য জানও দিয়ে দিবেন বলবেন কিন্তু নেত্রী নেতৃত্বে দলের যে সিদ্ধান্ত সেটা মানবেন না; তখন নিজেরা নিজের মতো চলবেন এটাতো আসলে হওয়া উচিত না।

সমাজকল্যান মন্ত্রী আরও বলেন, ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ১১ জুন ২০০৮ সালে জনতার চাপে আওয়ামী লীগকে ভাঙতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে সেনা সমর্থিত তত্তাবধায়ক সরকার বাধ্য হয়েছিল শেখ হাসি-নাকে মুক্তি দিতে। মাত্র ১৫ দিনে ২৫ লক্ষ স্বাক্ষর সেই সময় সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল। আরেকটি ভূমিকা রেখেছিল আমাদের বর্ধিত সভা। যেখানে সারা দেশ থেকে নেতৃবৃন্দ এসে সারা দেশকে জানিয়ে দিলো 'নো শেখ হাসিনা, নো ইলেকশন'।

সাপ্তাহিক গণ বাংলার প্রধান উপদেষ্টা এম এ করিমের সভাপতিত্বে ও সাবেক ছাত্র নেতা চন্দন কুমার ঘোষের পরিচালনায় এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সদস্য এডভোকেট বলরাম পোদ্দারসহ অন্যান্য নেতারা।

৭-এর পাতায় দেখুন

নৌকা-জাল মেরামতে ব্যস্ত, নদীতে নামার অপেক্ষায় জেলেরা

চাঁদপুর প্রতিনিধি : নিষেধাজ্ঞা শেষে নদীতে মাছ ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন চাঁদপুরের উপকূলীয় এলাকার জেলেরা। দুইমাস পর নদীতে নামবেন তারা। পুরোনো নৌকা, ছেঁড়া জাল মেরামতে দিন কাটছে জেলেদের। আগামী ৩০ এপ্রিল রাত ১২টার পর মাছ ধরায় নির্ষেধাজ্ঞা উঠছে। ষাটোর্ধ জেলে দুদু মিয়া। সদর উপজেলার ইব্রাহীমপুর ইউনিয়নের সাখুয়া গ্রামের এ জেলে ছোটবেলা থেকে মাছ ধরার পেশায় রয়েছেন। মেঘনায় ইলিশ ধরা নিয়ে রয়েছে তার নানা অভিজ্ঞতা। নিষিদ্ধ সময় ছাড়া বাকি সময়ে মাছ ধরার কাজ করেন তিনি। গতকাল রোববার সকালে খালের পাশে কথা হয় দুদু মিয়ার সঙ্গে। তিনি বলেন, যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকে মাছ ধরার কাজে জড়িত। এখন পর্যন্ত এ পেশায় আছি। বছরের দুটি সময় মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে। তখন আমাদের অন্য কাজ করে সংসার চালাতে হয়। মাছ ধরা শুরুর আগে ঋণ করে বিভিন্নভাবে নৌকা মেরামত ও জাল কিনে নদীতে নামি। তবে ইলিশ পাওয়ার বিষয়টি আল্লাহর ওপর। নদীতে নামলে অনেক সময় ইলিশ পাওয়া যায়, আবার অনেক সময় খালি হাতে ফিরতে হয়। তিনি আরও বলেন, নিষেধাজ্ঞা দিলে আমরা মাছ ধরা থেকে বিরত থাকি। তবে সরকার থেকে যে সহায়তা দেওয়া হয় সেটি দিয়ে সংসার চলে না। যে কারণে

৭-এর পাতায় দেখুন

দফায় দফায় কমছে সোনার দাম এবার কমলো ৩১৫ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের বাজারে সোনার দাম আরও কিছুটা কমানো হয়েছে। সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) সোনার দাম ৩১৫ টাকা কমিয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ১২ হাজার ৬১৬ টাকা। স্থানীয় বাজারে তেজাবী সোনার (পাকা সোনা) দাম কমার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাম কমানো হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেল ৪টা থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। এর আগে গতকাল ২৭ এপ্রিল এবং তার আগে ২৫ এপ্রিল, ২৪ এপ্রিল ও ২৩ এপ্রিল চার দফা সোনার দাম কমানো হয়। ২৭ এপ্রিল ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম ৬৩০ টাকা, ২৫ এপ্রিল ৬৩০ টাকা, ২৪ এপ্রিল ২ হাজার ৯৯ টাকা এবং ২৩ এপ্রিল ৩ হাজার ১৩৮ টাকা কমানো হয়। এখন আবার দাম কমানোর মাধ্যমে পাঁচ দফায় ভালো মানের সোনার দাম ভরিতে ৬ হাজার ৮১২ টাকা কমলো। গতকাল রোববার বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং-এর বৈঠকে নতুন করে দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবী সোনার দাম কমেছে। তাই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশন সোনার নতুন দাম নির্ধারণ করেছে, যা রোববার (২৮ এপ্রিল) বিকেল ৪টা থেকে কার্যকর হবে। নতুন মূল্য অনুযায়ী, সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ৩১৫ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ১২ হাজার ৩১৬ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ৩০৪ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৭ হাজার ৪৯৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২৫৬ টাকা কমিয়ে ৯২ হাজার ১৪৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সনাতন পদ্ধতির এক ভরি সোনার দাম ২১০ টাকা কমিয়ে ৭৬ হাজার ৬৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশ্য সোনার গহনা কিনতে ক্রেতাদের এরচেয়ে বেশি অর্থ খরচ করতে হবে। কারণ বাজুস নির্ধারণ করা দামের ওপর ৫ শতাংশ ভ্যাট যোগ করে সোনার গহনা বিক্রি করা হয়। সেই সঙ্গে ভরি প্রতি মজুরি ধরা হয় নূন্যতম ৩ হাজার ৪৯৯ টাকা। ফলে আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার গহনা কিনতে ক্রেতাদের ১ লাখ ২১ হাজার ৭৪৬ টাকা গুনতে হবে। এর আগে গতকাল শনিবার সবচেয়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

বিএনপি গরিবের পাশে দাঁড়ায় আর আ.লীগ সরকারি ত্রাণ চুরি করে : ইশরাক

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য এবং ঢাকা মহানগর বিএনপির সিনিয়র সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন বলেছেন, জেল, জুলুম আর নির্যাতিত-নিপীড়িত থাকা অবস্থায়ও দেশের যেকোনো দুর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায় বিএনপি। আর আওয়ামী লীগ এসব অসহায় মানুষের নামে বরাদ্দ হওয়া সরকারি ত্রাণ সামগ্রী চুরি করে। গতকাল রোববার দুপুরে রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় তীব্র গরমে অতিষ্ঠ বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষের মাঝে বিশুদ্ধ পানি ও খাবার সেলাইন বিতরণের সময় তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপির তরুণ এই নেতা বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে একটা অবৈধ সরকার ক্ষমতায় আছে। তারা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ক্ষমতা দখল করে রেখেছে। তাই যেকোনো দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, উল্টো তাদের নেতাকর্মীরা রিলিফের চাল চুরি করে, ত্রাণ সামগ্রী চুরি করে। অথচ আমরা গত ১৭ বছর যাবৎ নিপীড়িত-নির্যাতিত হয়ে বিরোধী দলে থাকা অবস্থায়ও শত শত হামলা-মামালা মোকাবেলা করেও যেকোনো দুর্যোগে জনগণে পাশে থাকি। তিনি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাতে গড়া এবং বেগম খালেদা জিয়ার এই দল সারা ঢাকা শহরে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দুর্যোগে পড়া মানুষের পাশে সবসময় দাঁড়ায়।

৭-এর পাতায় দেখুন

আদালতে মামলা চলমান অবস্থায় ফিল্মি স্টাইলে জমি দখলের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক : চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বারোঘরিয়া ইউনিয়নের চুনারীপাড়া এলাকায় জমির মালিকানা নিয়ে পৃথক দাবী উঠেছে। জমির দ

থাইল্যান্ড সফর শেষে আজ দেশে

আমাদের দুই দেশের মধ্যে ফলপ্রসূ অংশীদারিত্বের নতুন যুগের সূচনা করেছে।' এছাড়া প্রধানমন্ত্রী ২৫ এপ্রিল দুসিত প্রাসাদের আম্ফর্ন সাথার্ন থ্রোন হলে থাইল্যান্ডের রাজা মহা ভাজিরালংকর্ন ফ্রা ভাজিরাকলাওচাওহুয়া ও রানি সুথিদা বজ্রসুধাবিমালাক্ষণের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বহুপক্ষীয় ব্যস্ততার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ এপ্রিল থাইল্যান্ডের ব্যাংককে জাতিসঙ্ঘ সম্মেলন কেন্দ্রের এসকাপ হলে (৩য় তলায়) জাতিসঙ্ঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ইউএনএসকাপ) ৮০তম অধিবেশনে ভাষণ দেন। বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে ৫টি দ্বিপক্ষীয় নথি সই হয়েছে। নথিগুলোর মধ্যে রয়েছে ১টি চুক্তি, ৩টি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) ও ১টি লেটার অব ইনটেন্ট (এলওআই)। নথিগুলো যেসব বিষয়ে- অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা ছাড় সংক্রান্ত চুক্তি; জ্বালানি সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক; শুল্ক সম্পর্কিত বিষয়ে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তা সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারক; পর্যটন ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক এবং ২০২৪ সালের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) নিয়ে আলোচনা শুরুর বিষয়ে এলওআই।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে

করতেই '৭৫-এর ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, খুনিদের মদত দিয়েছে জিয়া-মোশতাক চক্র। এর মধ্য দিয়ে দেশে হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু। শেখ হাসিনা দেশে ফিরে হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করে উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা সূচিত করেন। বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকতায় স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে দেশে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে বলে জানান তিনি।

কিশোর গ্যাং দমনে কঠোর

সেবা বিভাগের সচিবসহ দুই বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার প্রধান এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ডেঙ্গুতে এ বছর মারা যেতে পারে

ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তেমনি অঞ্চল ছাপিয়ে তা ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের সর্বত্র। এডিস মশা তাপমাত্রার ছোট পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীল এবং বিশ্ব উষ্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিসর প্রসারিত হচ্ছে। অ্যানেফিলিস মশা ম্যালেরিয়া ছড়ায়, যা এখন সারা বিশ্বেই পাওয়া যায়। কিন্তু এডিস এখনও সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু জলবায়ুর বর্তমান প্রবণতা অনুযায়ী, এডিস মশা দক্ষিণ ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এতে আরও দুইশ কোটি মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। নগরায়ন এই মশার বংশবিস্তার বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। একটি ডেঙ্গু মশা তার দুই সপ্তাহের জীবনে একাধিক ব্যক্তিকে কামড়াতে পারে। কিছু স্থানে এই রোগ আগে ছিল না কিন্তু এখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এই প্রবণতা এখন বাংলাদেশ ও ভারতে দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্যালিফোর্নিয়া, দক্ষিণ ইউরোপ, আফ্রিকায় ডেঙ্গু আক্রান্তে সংখ্যা বেড়েছে। ডেঙ্গু জ্বরের জন্য বিশ্বকে অবশ্যই প্রস্তুতি নিতে হবে। যদিও ধনী উত্তর গোলার্ধ ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তবে এতে বিশ্বের দরিদ্র অংশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সিঙ্গাপুর দীর্ঘদিন ধরেই ভালো কাজ করেছে। দেশটি স্বাস্থ্যকর্মীদের দিয়ে নিয়মিত মনিটরিং করছে। তাছাড়া কোথাও পানি জমেছে কি না তার খোঁজ করা, লার্ভা সংগ্রহ এবং দায়ীদের জরিমানার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। মশার কেন্দ্রস্থলগুলোতে নিয়মিত ওষুধ ছেটানো হয়। ২০১৬ সাল থেকে সিঙ্গাপুর আরেকটি উচ্চ প্রযুক্তির ডেঙ্গু প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। প্রতি সপ্তাহে এটি ওলবাচিয়া ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রামিত ৫০ লাখ মশা ছেড়ে দেয়, যা ডেঙ্গু সৃষ্টিকারী ভাইরাস ছড়াতে বাধা দেয়। এতে বছরে দেশটির প্রায় ৩৫ লাখ ডলার খরচ হয়। এখনো ডেঙ্গুর কোনো ভ্যাকসিন বাজারে আসেনি, তবে এক্ষেত্রে চেষ্টা চলছে।

ফের ৭২ ঘণ্টার হিট অ্যালার্ট

ঘণ্টার হিট অ্যালার্ট জারি করে। সেই হিট অ্যালার্টের মেয়াদ শেষ হতে না হতেই ২২ এপ্রিল জারি করা হয় তৃতীয় দফার সতর্কবার্তা। সেবারও ৭২ ঘণ্টা পার হতেই ২৫ এপ্রিল এক মাসে চতুর্থবারের মতো তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা জারি করা হয়। এবার এপ্রিলের শেষ দিন পর্যন্ত সময়ের জন্যও তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা জারি করা হলো, যা এ মাসে পঞ্চমবার। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, ভারী বা টানা বৃষ্টিপাত ছাড়া চলমান তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি কোমল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে তেমন বৃষ্টিপাতের আভাসও দেখছেন না তারা। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে গিয়ে হয়তো বৃষ্টিপাত শুরু হবে। তখন তাপপ্রবাহ থেকে মুক্তি মিলবে। জনজীবনে ফিরতে স্বস্তি।

তীব্র গরমে চরম অস্বস্তিতে

তা অব্যাহত থাকতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বিরাজমান থাকতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টিও হতে পারে। দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

মাদক নিয়ে আমাদের অবস্থান জিরো

কিশোর গ্যাং চক্রকে আমরা সমূরে উৎখাত করবো ইনশাআল্লাহ। এজন্য গণমাধ্যমের সহযোগিতাও কামনা করেন তিনি। ফরিদপুরের মধুখালীর ডুমাইন ইউনিয়নের পঞ্চপল্লীতে মন্দিরের পাশে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনার সঙ্গে জড়িত ইউপি চেয়ারম্যান শাহ আসাদুজ্জামান ও ইউপি সদস্য অজিত কুমার বিশ্বাসকে ধরিয়ে দিতে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক কামরুল আহসান তালুকদার। তাদের গ্রেপ্তারে এলিট ফোর্স র‍্যাব কী ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে, জানতে চাইলে আরাফাত ইসলাম বলেন, র‍্যাবের ইনটেলিজেন্স উইং বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। দেশের যেকোনও জায়গায় যেকোনও প্রান্তে যেকোনও ঘটনা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এসব ঘটনা নিয়ে কাজ করে। অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে আইনের হাতে সোপর্দ করে থাকে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অংশ হিসেবে র‍্যাব এ ঘটনায় কাজ করছে। অচিরেই এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করা হবে। সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের চার্জশিট বারবার পেছানো হচ্ছে। বিষয়টি বিচারিক প্রক্রিয়াতেই যায়নি। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, বিষয়টি চাঞ্চল্যকর ও তদন্ত প্রক্রিয়াধীন। উপজেলা নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচন ঘিরে অস্ত্রের ঝনঝনানি হয়। এ ক্ষেত্রে র‍্যাব কী তৎপরতা চালাচ্ছে, জানতে চাইলে তিনি বলেন, সমগ্র দেশে চার পর্বে উপজেলা নির্বাচন হতে যাচ্ছে। একটি অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির জন্য র‍্যাব আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করছে। পোশাকের পাশাপাশি সাদাপোশাকেও র‍্যাব সদস্যরা কাজ করছেন। কোন বিষয়টি কাজ করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রতিদিন যে ঘটনাগুলো ঘটে, সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি। আমার আগের যে কর্মকর্তারা কাজ করে গেছেন, ঊর্ধ্বতনরা যে লিগ্যাসি রেখে গেছেন, সেটাই আমি বহন করবো। র‍্যাবের কার্যক্রমকে আরও বেগবান করবো। দেশে গত দুই বছর ক্রসফায়ার নেই। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কি খুব ভালো হয়ে গেলো যে র‍্যাবের সঙ্গে কোনো ক্রসফায়ার নেই। নাকি অন্য কোনো চাপে ক্রসফায়ার হচ্ছে না? জানতে চাইলে নতুন কমান্ডার বলেন, বিষয়টি নিয়ে এইপর্যায়ে কথা বলার কিছু নেই। র‍্যাব কেন, আত্মরক্ষার অধিকার সবার আছে। ক্রসফায়ার শব্দটি আমি ব্যবহার করতে চাই না। আমরা সব সময় চাই বিচারবহির্ভূত কোনো হত্যাকাণ্ড না ঘটুক। যদিও বিভিন্ন সময় এটা নিয়ে ভিন্ন খাতে আলোচনা হয়। কুকি-চিনের তৎপরতা নির্মূলে র‍্যাব ও যৌথ বাহিনীর অভিযান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যৌথ বাহিনী কাজ করছে। র‍্যাব যৌথ বাহিনীর অংশ। এটা নিয়ে কিছু বিষয় গোপনীয়তা রয়েছে অভিযানের স্বার্থে। এতটুকু বলতে পারি, র‍্যাব এ ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে।

নেমে গেছে পানির স্তর পানি ওঠে না

পানি উঠলেও দিনে পানি উঠছে না। এদিকে তীব্র দাবদাহে অধিকাংশ পুকুর, খাল ও ছোট নদীতে পানি শুকিয়ে গেছে। ফলে সংকট আরও বেড়েছে। গবাদিপশু লালন-পালন ও পরিবারের রান্না গোসলসহ অন্যান্য প্রয়োজনে পরিমাণ মতো পানি পাওয়া যাচ্ছে না। এতে হুমকির মুখে পড়েছে জনস্বাস্থ্য। দামুকদিয়া গ্রামের আরেক বাসিন্দা অমল কুমার বিশ্বাস বলেন, "আমার টিউবওয়েল ২৭০ ফুট গভীর তবুও দুই মাস ধরে পানি ওঠে না। পাশের বাড়ি থেকে সকালে গিয়ে পানি নিয়ে আসি। "বার বার তো তাদের বাড়িতে পানি আনতে গিয়ে বিরক্ত করা যায় না। তাই খাবার পানি, গোসলসহ পরিবারের বিভিন্ন কাজে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।" ওই গ্রামের রোকেয়া বেগম বলেন, "খুবই সমস্যায় আছি। আমার বাড়ির আশপাশের দশ বাড়ির একটাতেও টিউবওয়েলে পানি ওঠে না। অনেক দূরের এক বাড়ি থেকে পানি আনতে হয়। কিন্তু ওই বাড়ির মানুষও পানি দিতে চায় না। বলে যে- তোমাদের পানি দিলে আমাদের টিউবওয়েলের পানি শেষ হয়ে যাবে।" পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন আছিয়া বেগম, নাজমা বেগম ও হাজেরা বেগম। তারা বলেন, টিউবওয়েলে পানি না ওঠায় সমস্যায় তো আছিই, তারওপর খাল ও পুকুরেও পানি নাই। তারা তো কষ্ট করছেন, সঙ্গে গরু-ছাগলসহ অন্য প্রাণীরও কষ্ট করছে। কিন্তু চেয়ারম্যান-মেম্বাররা কেউ খোঁজ নিচ্ছে না। পাংশা উপজেলার সরিষা গ্রামের পলাশ হোসেন বলেন, "টিউবওয়েল থেকে এক বালতি পানি ওঠাতে গেলে কমপক্ষে কত চাপ দিতে হয় সেটা জানি না। তবে হাত ব্যথা হয়ে গেলেও যে পানি ওঠে তা দিয়ে শান্তি মত গোসলও করতে পারি না। "এভাবে কত দিন চলবে জানি না। মাস খানেক আগে একটু উঠলেও এখন তাও উঠতে চায় না।" একই উপজেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের আনিছুর রহমান বলেন, "আমাদের বাড়ির টিউবওয়েল থেকে পানি ওঠা বন্ধ হয়েছে আরও এক মাস আগেই। বাড়ি থেকে কয়েক বাড়ি পরে একটি টিউবয়েল থেকে পানি নিয়ে এসে খাওয়াসহ রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। "আমরা ছেলেরা না হয় দূরে গিয়ে পুকুর অথবা নদী থেকে গোসল দিয়ে আসি কিন্তু বাড়ির মেয়েদের অবস্থাতো আরও খারাপ।" সদর উপজেলার চন্দনী ইউনিয়নের বাসিন্দা খাইরুল ইসলাম বলেন, "কলে পানি ওঠে না বলে মটর বসাইছি। এখন দেখি দিনে মটর ঘুরতে থাকে কিন্তু পানি উঠে না। তাই রাত দশটা এগারোটার দিকে মটর ছেড়ে পানি বালতি, ড্রামে ভরে রাখি সারাদিনের জন্য। এই হলো পানির অবস্থা।" মদাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বলেন, "আমার ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে পানির সংকট চলছে। অধিকাংশ টিউবওয়েলে পানি উঠছে না। সুপেয় পানির জন্য মানুষ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় গিয়ে পানি আনছে।" তিনি আরও বলেন, "মানুষের পানির কষ্টের খবর পেয়ে আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় দশটি গভীর নলকূপ বসিয়েছি। আরও কিছু এলাকায় পানির সংকট রয়েছে সেখানেও গভীর নলকূপ বসিয়ে দিব।" রাজবাড়ীর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আবু জাকারিয়া বলেন, "পানির স্তর নেমে যাওয়ায় ব্যক্তিগত অগভীর টিউবওয়েলে পানি ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে জেলায় কি পরিমাণ টিউবওয়েলে পানি উঠছে না সেটার কোনো তথ্য নেই। তিনি জানান, সরকারিভাবে জেলায় গভীর, অগভীর, তারা নলকূপ, সাব-রিংওয়েলসহ মোট ১৯ হাজার ২২৮টি টিউওবয়েল বসানো আছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৭৪১টি টিউবওয়েল অকেজো হয়ে আছে। অপর প্রশ্নের জবাবে আবু জাকারিয়া বলেন, সদর উপজেলার চন্দনি, মিজানপুর, খানগঞ্জ, দাদশী, আলিপুর, বানিবহ ইউনিয়ন এবং পাংশা ও কালুখালী উপজেলায় সব থেকে বেশি পানির সংকট চলছে। তিনি আরও বলেন, "বর্তমানে রাজবাড়ীতে পানির স্তর আগের তুলনায় প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ ফুট নিচে নেমে গেছে। যে কারণে হস্তচালিত টিউবওয়েলে পানি উঠছে না। আমরা জনগণকে উৎসাহ দিচ্ছি আমাদের যে সরকারি টিউবওয়েল আছে সেখান থেকে পানি সংগ্রহের জন্য। আর জেলায় যে পানির সংকট তৈরি হয়েছে সেটা বৃষ্টি হলেই স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসবে বলে আশা করেন এই কর্মকর্তা।

হিট অ্যালার্টেও স্কুল খুলল গরমের

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার পক্ষে ছিলেন না। তাদের শঙ্কা, বাচ্চারা স্কুলে গিয়ে গরমের মেধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। আর শিক্ষকরা বলছেন, গরমে শিশুদের অস্থিরতা ধরা পড়ছে ক্লাস রুমে। ঢাকার মিরপুরের শহীদবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হাসিনা খাতুন বলেন, শিশুরা অস্থির হয়ে যাচ্ছে, কখন তারা বাসায় যাবে। বারবার পানি খেতে চাচ্ছে। সময়সূচি এগিয়ে এনে গতকাল রোববার সকাল ৮টা থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয়েছে। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতেও আগের মত শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শহীদবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী শুভশ্রী দাস বললো, স্কুলে আসতে আসতে রোদে ঘেমে যেতে হয়েছে তাকে। তার ক্লাস শুরু হয়েছে পৌনে ১০ টায়। তার ভাষ্য, "অনেক রোদ ছিল। আমার বাসা ই ব্লকে। আসতে গিয়ে ঘেমে গেছি। কিন্তু স্কুল বন্ধ থাকলেও বাসায় ভালো লাগে না। সন্তানকে ক্লাসে পাঠিয়ে স্কুলের সামনেই অপেক্ষা করছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী আরিফ হোসেনের মা ফরিদা ইয়াসমীন। তিনি বললেন, গরম ক্লাস শুরু হওয়ায় তিনি উদ্বিগ্ন। "আগে ক্লাসে দিয়ে চলে যেতাম। আবার নিতে আসতাম। আজ অপেক্ষা করছি। গরম তো অনেক। কি জানি কি হয়। এমন সময় শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফিরতে হয়েছে, যখন দেশের অন্তত ৬৫ শতাংশ এলাকাজুড়ে তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। গত শনিবার দেশের ৪২ জেলার ওপর দিয়ে তাপপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার তথ্য দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। গতকাল রোববার তাপপ্রবাহ আরও বেশি জায়গায় বিস্তার লাভ করতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন আবহাওয়াবিদ শাহীনুল ইসলাম। ৩১ মার্চ থেকে দেশে তাপপ্রবাহ শুরু হয়। গত ২৮ দিন ধরে টানা তাপপ্রবাহ চলছে; যা অতীতে কখনো দেখা যায়নি। এ পরিস্থিতিতে ঈদের ছুটির পর আর স্কুল খোলেনি সরকার। অসহনীয় গরমের কারণে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত স্কুল-কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। এই গরমে শিশুদেরও অতি উচ্চ ঝুঁকির বিষয়টি স্মরণ করিয়ে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে বলেছে জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফও। তবে সাত দিন ক্লাস বন্ধ রাখার পর ছুটি আর না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। সে কারণে গতকাল রোববার থেকেই ক্লাসে ফিরতে হল শিশুদের। নতুন সূচিতে ক্লাসের সময় এগিয়ে আনার পাশাপাশি ব্যাপ্তিও কমানো হয়েছে। এক শিফটের স্কুলে ক্লাস চলবে সকাল ৮ থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত। দুই শিফটে পরিচালিত স্কুলের প্রথম শিফট সকাল ৮ টা থেকে সকাল সাড়ে ৯টা এবং দ্বিতীয় শিফট পৌঁণে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত চলবে। শহীদবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হাসিনা খাতুন ক্লাসে শিশুদের অস্থিরতার কথা বললেও ক্লাসের সময় কমানোকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তিনি বলেন, "আগে বাচ্চাদের তিন ঘন্টা ক্লাস হত। এখন দেড় ঘণ্টা হবে। এটা একটা ভালো দিক, তাদের স্কুলে কম সময় থাকতে হবে। তবে অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন কমছে না। পল্লবীর লিটল ফ্লাওয়ার প্রিপারেটরি স্কুলের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাতুল আহমেদের বাবা নাসিম আহমেদ মনে করেন, স্কুল খোলার বিষয়ে সরকার আরেকটু অপেক্ষা করলে পারত। "ওরা তো খুব ছোট। স্কুলে যেতে-আসতে হচ্ছে। ক্লাসরুমগুলো একদম ছোট, সেখানে অনেক বাচ্চা গাদাগাদি করে বসে। তিনি বলেন, "শুক্র-শনিবার বাদ দিলে ক্লাস বন্ধ হয়েছে মাত্র ৫ দিন। এই বাচ্চারা তো রোজায় ছুটি কম পেয়েছে। এসব সমন্বয় করে তো আর ৪-৫ দিন দেখা যেত। কারণ কয়েকদিন পরই তো বৃষ্টি হয়ে গরম কমবে। তাপপ্রবাহের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর বিষয়ে কিছু নির্দেশনা দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিফটের সময় কমিয়ে আনার পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষের বাইরে শ্রেণি কার্যক্রমের যে অংশ পরিচালিত হয়, সেসব কার্যক্রম সীমিত রাখার কথা বলা হয়েছে। তাপপ্রবাহ সহনীয় পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত প্রাত্যহিক সমাবেশ (অ্যাসেম্বলি) হবে না স্কুলে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকার ফলে শিখনঘাটতি পূরণ এবং নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিখন ফল অর্জনের জন্য মাউশির অধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত শনিবারও শ্রেণি কার্যক্রম চলবে। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শনিবারের ক্লাসের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে পল্লবীর লিটল ফ্লাওয়ার প্রিপারেটরি স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক হাবিবুর রহমান বললেন, কয়েকদিন ক্লাস বন্ধ থাকলে তো শিক্ষার্থীরা খুব বেশি পিছিয়ে পড়বে না। কিন্তু অসুস্থ হলে পিছিয়ে পড়বে। তবে লম্বা সময় তো ছুটি দিয়ে রাখাও গ্রহণযোগ্য হবে না। সে কারণে ছুটি নিয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে এখন শনিবারের ছুটি কোন যুক্তিতে বাতিল করলো? এ সিদ্ধান্ত কি গরম গেলে নেওয়া যেত না?

স্মার্ট সুদহার ও মুদ্রাস্ফীতির প্রতিযোগিতায় বিপাকে ব্যবসায়ীরা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং মহামারি পতন এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে গত বছর স্মার্ট রেট, ট্রেজারি বিলের ছয় মাসের মুভিং এভারেজ রেট দিয়ে ব্যাংকগুলির চূড়ান্ত ঋণের হার নির্ধারণ করা শুরু করে। স্মার্ট রেট বাস্তবায়ন চালু করার পর, ঋণের সুদের হার ক্রমাগতভাবে বেড়েছে, ব্যবসায়ীদের মতে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও বিনিময় হারের কারণে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই সমস্ত উন্নয়নের মধ্যে, দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ২০২৪ অর্থবছরে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ৩.৭৮%-এ নেমে এসেছে যা এই অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে ৬.০১% ছিল। বিভিন্ন দেশ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাংক সুদের হার বাড়ানোর ফর্মুলা বেছে নিয়েছে, যা তাদের জন্য ভালো ফল দিয়েছে। বাংলাদেশ গত বছরের জুলাইয়ে একটি মুদ্রানীতির মাধ্যমে এটি করার সিদ্ধান্ত নিলেও ওই বছরের অক্টোবরে তা কার্যকর হয়। ফলশ্রুতিতে, অনেক ব্যবসায়ী নতুন হারকে অত্যধিক বলে মনে করেন, ভবিষ্যতের সুদের হার সম্পর্কে অনিশ্চিত বোধ করেন এবং নতুন উদ্যোগ নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হন। অন্যদিকে ব্যাংকগুলোর অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে সুদের হার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রায় বাড়ানো হচ্ছে। এতে দেশের সামগ্রিক উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, যা জিডিপিতে প্রভাব ফেলছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি আশরাফ আহমেদ বলেন, আমানতের হার ৬% থেকে ৭% এবং ঋণের সুদের হার ১২% থেকে ১৩% হলে এখানে পার্থক্য ৬%। এটি ব্যাংকিং সেক্টরের অদক্ষতার কারণে হয়েছে। এ ধরনের ব্যয় কমাতে হবে। ডিসিসিআই-এর সাবেক সভাপতি রিজওয়ান রহমান বলেন, মূল্যস্ফীতির কারণে ইতোমধ্যে কাঁচামালের দাম বেড়েছে। ব্যবসা করার খরচ এবং শ্রম খরচও লাফিয়ে উঠেছে। ব্যাংক ঋণের ক্রমবর্ধমান সুদের হার এই পরিস্থিতিতে ব্যবসাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। আমরা ব্যবসা শুরু করার সময় ৮% থেকে ৯% সুদে ঋণ নিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমাকে সেই ঋণের ১৪% থেকে ১৫% সুদ দিতে হবে। বাড়তি টাকা কোথায় পাব? বলেন রিজওয়ান। এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংক একীভূতকরণের ঘোষণা ঋণ পেতে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। কোন ব্যাংকের সাথে একীভূতকরণ কখন হবে তা কেউ আগে থেকে জানতে পারে না। ফলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। সবাই নতুন ঋণ নেওয়ার চেয়ে পুরোনো ঋণ পরিশোধে ব্যস্ত, বলেন ডিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি। পোশাক খাতের উদ্যোক্তা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ব্যবসায়ীদের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা কমে যাচ্ছে। কিস্তি পরিশোধে বিলম্বের জন্য, ২% বা তার বেশি জরিমানা দিতে হবে। ৯% সুদে ঋণ নেওয়ার পর, আমরা ১৩% এর বেশি সুদ দিচ্ছি। কেন এটা দিতে হবে? এতে আমাদের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। নতুন জনবল নিয়োগ করা এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ডাঃ জাহিদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে স্মার্ট রেট বাস্তবায়ন করেছে। এই মুহূর্তে এর কোনো বিকল্প নেই। তবে স্মার্ট রেট বাস্তবায়নের পরও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না।

সুদের হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে : বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিলে ব্যাংকিং খাতে ঋণের হার ১৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। মার্চে এটি ছিল ১৩.১১%, ফেব্রুয়ারিতে ১২.৪৩%, জানুয়ারিতে ১১.৮৯%, ডিসেম্বরে ১১.৪৭% এবং নভেম্বরে ১০.৯৩%। ২০২০ সালের এপ্রিলে, বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক ঋণের সর্বোচ্চ সুদের হার ৯% নির্ধারণ করে। যখন মহামারি এবং বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের সূত্রপাতের কারণে দেশের অর্থনীতি সংকটের সম্মুখীন হয়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন স্মার্ট রেট প্রবর্তন করে। প্রতি মাসের শেষে বা মাসের প্রথম দিনে, বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে স্মার্ট সুদের হার জানিয়ে দেয়, যা পরবর্তী মাসে বিতরণ করা নতুন ঋণের জন্য প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ ডিসেম্বরে ঘোষিত স্মার্ট সুদ জানুয়ারি মাসের জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রতি মাসে গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার পরিবর্তন করা যাবে না। টাকা ধার করার সময় প্রচলিত সুদের হার একজন গ্রাহক যে মাস থেকে লোন নিয়েছেন তার ছয় মাসের জন্য কার্যকর হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে- ২০২৩ সালের জুলাই ও আগস্ট- ঋণের সুদের হার ছিল যথাক্রমে ৭.১০% এবং ৭.১৪%। তারপর, সেই বছরের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরে, হার যথাক্রমে ৭.২০% এবং ৭.৪৩% বৃদ্ধি করা হয়েছিল। নভেম্বর এবং ডিসেম্বর ২০২৩ এ, এটি যথাক্রমে ৭.৭২% এবং ৮.১৪%-এ উন্নীত হয়েছিল। জানুয়ারি ২০২৪ এর শেষে বেঞ্চমার্ক সুদের হার ছিল ৮.৬৮%। এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে তা ছিল ৯.৬১% এবং মার্চে তা লাফিয়ে ১০.৫৫% হয়েছে। ব্যাংকগুলিকে তাদের ঋণের সুদ নির্ধারণের জন্য স্মার্ট হারে ৩% যোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পূর্বে, ব্যাংকগুলিকে বেঞ্চমার্ক হারে ৩.৫০% যোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.১ শতাংশে নেমে আসতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। তবে আগামী অর্থবছরে তা বেড়ে ৬.৬% হতে পারে বলে গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এডিবির এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক (এডিও) এপ্রিল ২০২৪ রিপোর্টে বলা হয়েছে।

নওগাঁয় মাদক মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁয় মাদক মামলায় মো. মুকুল (

আদালতে মামলা চলমান অবস্থায়

বিরুদ্ধে। আদালতে মামলা চলমান থাকা অবস্থায় কায়েশ তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে বসত ভিটা ভাংচুর করে চলে যায়। তারা আরও বলেন, অনেক বছর আগেই এই জমি আঃ সালাম টগরী নেসার কাছ থেকে তার স্ত্রীর নামে ক্রয় করেন। এ বিষয়ে সদর মডেল থানার ওসি বলেন, সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। তারা কেউই থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়নি, অভিযোগ দিলে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে

আমাদের বাংলাদেশও একটি বিশাল বাজার। এখানেও কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ রয়েছে। শিল্পমন্ত্রী বলেন, নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, এসএমসিআইএফ, বিটাক, বিআইম, এনপিও প্রভৃতি দপ্তর-সংস্থা প্রশিক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। 'ভিশন-২০৪১: স্মার্ট বাংলাদেশ' থিমের ওপর ভিত্তি করে এনইউবি বিজনেস অনুষদ এ ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করে। উদ্বোধনী দিনে 'বিজনেজ কেইস এবং বিজনেজ আইডিয়া' শীর্ষক প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।

সব সময় চাই বিচার বহির্ভূত কোনো

হবে। কিশোর গ্যাং চক্রকে আমরা সমূলে উৎখাত করব ইনশাআল্লাহ। এজন্য গণমাধ্যমের সহযোগিতাও কামনা করেন তিনি। কুকি-চিনের তৎপরতা নির্মূলে র‍্যাব ও যৌথবাহিনীর অভিযান সম্পর্কে জানতে চাইলে এ র‍্যাব কমান্ডার বলেন, যৌথবাহিনী কাজ করছে। র‍্যাব যৌথবাহিনীর অংশ। এটা নিয়ে কিছু বিষয় গোপনীয়তা রয়েছে অভিযানের স্বার্থে। এতোটুকু বলতে পারি, র‍্যাব এক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে।

তীব্র গরমে রেললাইন বেঁকে যাওয়ায়

কমানোর স্থায়ী আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই লাইনে ট্রেনের গতি ৮০ কিলোমিটার থেকে কমিয়ে ৬০ কিলোমিটারে চলাচল করতে বলা হয়। তাপমাত্রার অবস্থা বুঝে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পাকশী ডিভিশনাল ট্রেন কন্ট্রোলার (ডিটিএনএন) আলমগীর হোসেন বলেন, ট্রেনে গতি কমানোর বিষয়টি প্রকৌশল বিভাগ দেখভাল করে। তারা কোনো নির্দেশনা দিলে সে অনুযায়ী ট্রেন চলে। পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ে প্রকৌশলী (ডিএন-২) বীরবল মন্ডল বলেন, অতিরিক্ত তাপে লোহা সম্প্রসারিত হয়। সেজন্য তাপমাত্রা বেশি হলে রেললাইন সম্প্রসারিত হয়ে বেঁকে যেতে পারে। অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে রেললাইন সম্প্রসারিত হচ্ছে কি-না দেখার জন্য পেট্রোলিং টিম রয়েছে। প্রতি এক কিলোমিটার এলাকার জন্য একজন করে লোক রয়েছে যারা রেললাইনের কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না সার্বক্ষণিক দেখভাল করছে। তিনি আরও বলেন, ঈশ্বরদীতে কয়েকদিন ধরে রেললাইনে লোহার তাপমাত্রা ৫০-৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উঠানামা করছে। প্রয়োজন না হলে ট্রেনের গতি কমানো হয় না। ১০ দিন আগে সম্ভবত রেললাইনের তাপমাত্রা ৫৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস হওয়ায় কয়েক ঘণ্টার জন্য ট্রেনের গতি কমানোর নিদের্শনা দেওয়া হয়েছিল। পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক শাহ সূফি নূর মোহাম্মদ বলেন, ঢালাওভাবে রেলের গতি কমানোর কোনো নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে না। তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করে দিনের বেলায় যেখানে যখন গতি কমানোর প্রয়োজন সেখানে কমানো হচ্ছে।

গরমে পানি সংকটে কাফরুল

নিত্য-প্রয়োজনীয় কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। দৈনন্দিন কাজগুলো করতে তাদের ভোগান্তি চরমে উঠেছে। কিন্তু সমাধানের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেই ওয়াসার। রাজধানীর কাফরুলে বসবাস করেন আদমজী ক্যান্টমেন্ট কলেজের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সুমাইয়া ইসলাম আমানী। তিনি বলেন, একদিকে তাপ প্রবাহ, অন্যদিকে অনেকটা 'ঘাড়ে ভূত সওয়ার' হবার মতো তীব্র পানি সংকট চেপে বসেছে। সব মিলিয়ে পড়াশোনায় কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। এমন অবস্থায় মাসখানেক পরে শুরু হতে যাওয়া বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ক্ষোভ প্রকাশ করে কলেজ শিক্ষার্থী আমানী বলেন, গরমের কারণে এমনিতে অসহ্য যন্ত্রণায় আছি, তার ওপর গত এক সপ্তাহ ধরে নেই পানি। সারাদিনে এক ঘণ্টাও পানি থাকে না। গোসল করতে পারি না, রান্না বান্নায়ও সমস্যা। জরুরি প্রয়োজনেও পানি ব্যবহার করতে হচ্ছে খুব হিসাব করে। বালতিতে জমিয়ে রাখা পানি দিয়ে আর কতক্ষণ চলে। পানির এমন সংকটে ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে নানান কথা শুনতে হচ্ছে জানিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক বার্তা২৪.কম-কে বলেন, সারাদিনে এক ঘণ্টাও ওয়াসার পানি থাকে না। এদিকে পানির জন্য ভাড়াটিয়ারা সারাদিনই একজনের পর একজন ফোন দিতে থাকে। আমি কোথায় পানি পাব, ওয়াসা যদি না দেয়। তারপরও প্রতিদিন নানাভাবে ম্যানেজ করে একবার পানি দেওয়ার চেষ্টা করি। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসা মডস জোন-১০ এর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শফিক আহমেদ খান বার্তা২৪.কম-কে বলেন, তীব্র তাপদাহে পানির অতিরিক্ত চাপের কারণে কয়েকটি পাম্প ডাউন (নষ্ট) হয়ে গেছে। যার কারণে পানির চরম সংকট দেখা দিয়েছে। কবে নাগাদ পাম্পগুলো সচল হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আল্লাহ ভালো জানে। তবে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি দ্রুতই পাম্পগুলো সচল করার।

দফায় দফায় কমছে সোনার দাম

ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ৬৩০ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ১২ হাজার ৯৩১ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ৬০৬ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৭ হাজার ৭৯৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ৫১৩ টাকা কমিয়ে ৯২ হাজার ৪০২ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আর সনাতন পদ্ধতির এক ভরি সোনার দাম ২ হাজার ৪১ টাকা বাড়িয়ে ৭৬ হাজার ৮৪২ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আজ রোববার বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই দামে সোনা বিক্রি হবে। সোনার দাম কমানো হলেও অপরিবর্তিত রয়েছে রূপার দাম। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ২ হাজার ১০০ টাকা, ২১ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ২ হাজার ৬ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি রূপার দাম ১ হাজার ৭১৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির এক ভরি রুপার দাম ১ হাজার ২৮৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

নৌকা-জাল মেরামতে ব্যস্ত, নদীতে

অন্য কাজ করে উপার্জন করি। সরকার জাটকা রক্ষায় যে অভিযান দেয় সেটি আরও কঠোর এবং কারেন্ট জালের ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা দরকার। তাহলে ইলিশ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। একই ইউনিয়নের জেলে সাইফুল ইসলাম, সফিক গাজী, মালেক শেখ। তারা নদীতে নামার জন্য জাল ও নৌকা মেরামতের কাজ করছেন। তারা জানান, দুই মাস মাছ আহরণ থেকে বিরত থাকায় আমাদের সংসার অনেক কষ্টে চলেছে। কারণ আমরা মাছ ধরা ছাড়া অন্য কোনো কাজ করতে পারি না। যে কারণে ইলিশ পাওয়ার আশা নিয়ে এখন আবার জাল মেরামত করে মাছ ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তারা আরও বলেন, আমাদের প্রতিটি নৌকায় ১০-১২ জন জেলে থাকে। ১২ জনের ১২ পরিবার। আমাদের মাছ পাওয়ার ওপর নির্ভর করে সংসার। মাছ পাওয়া গেলে সংসার ভাল চলে। না পাওয়া গেলে কষ্ট করেই চলতে হয়। অনেকে সন্তানদের নিয়ে কষ্টে দিনাতিপাত করেন। কান্ট্রি ফিসিং বোর্ড মালিক সমিতি চাঁদপুর জেলার সভাপতি শাহ আলম মল্লিক বলেন, এ বছর মার্চ-এপ্রিল দুই মাস জাটকা রক্ষায় যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেটি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে। মেঘনা নদীর হাইমচর হচ্ছে জাটকা বিচরণের অন্যতম স্থান। সেখানে প্রতিবছর শরীয়তপুর ও মতলব উত্তর উপজেলার ২০০-৩০০ জেলে নৌকা এসে জাটকা নিধনে নামত। কিন্তু এ বছর তাদের প্রতিরোধ করা হয়েছে। চাঁদপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. গোলাম মেহেদী হাসান দুই মাসের জাটকা রক্ষার অভিযান সম্পর্কে বলেন, এ বছর ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় অভয়াশ্রম এলাকায় ১০টি স্পিডবোট দিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কোস্টগার্ড, নৌ পুলিশ এ বছর রমজান মাসেও দিনরাতে নদীতে অবস্থান করেছে। রমজান মাসজুড়ে নদীতে ছিল আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। বহিরাগত কোনো জেলে এ বছর নদীতে নেমে জাটকা ধরতে পারেনি। তাদের আমরা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছি। তিনি আরও বলেন, এ বছর জেলা টাস্কফোর্সের কঠোর অবস্থান থাকায় জেলেরা নদীতে নেমেছে কম। তারপরেও যারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নেমেছে তার মধ্যে প্রায় তিন শতাধিক জেলেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সাজা দিয়েছি। দুই মাসে প্রায় ৫০ লাখ মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট অন্যান্য জাল, তিন মেট্রিক টন জাটকা ও ৬০টি মাছ ধরার নৌকা জব্দ করা হয়েছে। আটক জেলেদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে প্রায় ১০ লাখ টাকা। জব্দকৃত নৌকাগুলো পরবর্তীতে নিলামে বিক্রি করা হবে।

বিএনপি গরিবের পাশে দাঁড়ায় আর

আর আমরা সেই ধারারই রাজনীতি করি। বিএনপি নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন বলেন, আমরা যাতে মেহেনতি মানুষের পাশে দাঁড়াই আর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে একটা উদাহরণ সৃষ্টি করি। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে এই গরমে অতিষ্ঠ মেহনতি মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিএনপির দেশব্যাপী খাবার পানি ও স্যালাইন বিতরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মতিঝিল এলাকায় বিশুদ্ধ পানি ও খাবার স্যালাইন বিতরণ করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে বিএনপির সাবেক মেয়র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন। এভাবে ঢাকার প্রত্যেক এলাকার মেহনতি মানুষের পাশে থাকারও ঘোষণা দেন তিনি। ইশরাক বলেন, আমরা রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে মেহনতি এবং এই দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়াই এবং এর মাঝেই আমরা রাজনৈতিক চর্চা করব। আমরা যে তাদের জন্যই রাজনীতি করি সেই বার্তা পৌঁছে দিবো জনগণের মাঝে। খাবার স্যালাইন ও বিশুদ্ধ পানি বিতরণ অনুষ্ঠানে ইশরাক হোসেনের সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন সুত্রাপুর থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুল আজিজ, ঢাকা মহানগর ছাত্রদল দক্ষিণের যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুর রহীম, কবি নজরুল কলেজ ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক খন্দকার ইরফান আহমেদ ফাহিম, ওয়ারী থানা যুবদলের সদস্য সচিব নাহিদ হোসেন, কোতাওয়ালী থানা যুগদল নেতা আবদুস সোবহান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ চাত্রদলের সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন মামুন, ওয়ারী থানা ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌহিদ আহমেদ হৃদয়, যুগ্ম আহ্বায়ক মেহেদী হাসান সিয়াম, ওয়ারী থানা স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা জামিল আহমেদ তুহিন, ওয়ারী থানা যুবদল নেতা বিএম সাগরসহ স্থানীয় বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বাজেটের ৩ ভাগের ১ ভাগ

আগেও সঞ্চয়পত্র ছিল সরকারের আয়ের প্রাথমিক উৎস। তবে সুদের হার কম ও কঠোর নিয়ন্ত্রণের কারণে সঞ্চয়পত্র বিক্রি কমে গেছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরকারের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১৬ লাখ ৫৫ হাজার ১৫৬ কোটি টাকা। সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক সেলিম রায়হান মনে করেন, 'সরকার বেশি ঋণ নিচ্ছে বলে সুদ পরিশোধের হার আরও বাড়বে।' তার মতে, সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত রাজস্ব আদায় না বাড়াবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঋণ বাড়তেই থাকবে। তাই আগামী বছরগুলোয় সুদ পরিশোধ কষ্টকর হয়ে পড়বে। এই অর্থনীতিবিদ বলেন, 'শুধু আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে নয়, জ্বালানি খাতের অদক্ষতার কারণেও ভর্তুকি বেড়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'ভর্তুকি কমানোর জন্য দাম পণ্যের বাড়ানো একটি সহজ বিকল্প। তবে দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমরা কোনো উন্নতি দেখতে পাচ্ছি না।' গত জুলাই-জানুয়ারি রাজস্ব আদায় ১৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই লাখ ২৩ হাজার ৪৩৮ কোটি টাকায়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আয় ১২ দশমিক ছয় শতাংশ বেড়ে হয়েছে এক লাখ ৯৫ হাজার ৫০১ কোটি টাকা। তবে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব তিন দশমিক চার শতাংশ কমে চার হাজার ৪৭৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সাত মাসে কর বহির্ভূত রাজস্ব ২১ শতাংশ বেড়েছে ২৭ হাজার ৪৬১ কোটি টাকা। গত সাত মাসে রাজস্ব বাজেট থেকে সরকার খরচ করেছে এক লাখ ৯১ হাজার ৮৮ কোটি টাকা। এটি বরাদ্দের ৪০ দশমিক দুই শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা ছিল ৩৯ দশমিক সাত শতাংশ। উন্নয়ন খরচ ধরা হয়েছে ৫৫ হাজার ৮৩৩ কোটি টাকা। এটি বরাদ্দের ২০ শতাংশ।

এপ্রিলের ২৬ দিনে রেমিট্যান্স

ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৫৩ লাখ ৬০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স। বাংলাদেশ ব্যাংক আরও জানায়, এপ্রিলের ২০ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রবাসীরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছে ৩৯ কোটি ৯৪ লাখ ৬০ হাজার ডলার। ১৩ থেকে ১৯ এপ্রিল দেশে এসেছে ৪০ কোটি ৪৪ লাখ ১০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স। এছাড়া ৬ থেকে ১২ এপ্রিলের মধ্যে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৪২ কোটি ১৬ লাখ ৮০ হাজার ডলার। আর ১ থেকে ৫ এপ্রিল দেশে এসেছে ৪৫ কোটি ৫৪ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। গত মার্চ মাসে দেশে এসেছিল ১৯৯ কোটি ৬৮ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। এছাড়া ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে এসেছিল ২১৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার। যা চলতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ।

লুটপাট লুকাতে বাংলাদেশ ব্যাংকে

বলেন। রিজভী আরও বলেন, জাতীয়তাবাদী শক্তির লোকজন, যারা সত্যের পথে কথা বলে, তারা আজ কারাগারে। যারা ব্যাংক ডাকাতি করছে লুটপাট করছে, নদী-নালা খাল বিল দখল করছে, অন্যায়-অবিচার দুর্নীতি করছে, তারা আজ দুর্দান্ত প্রতাপে সারাদেশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা সবাই ক্ষমতাসীন দলের লোকজন এটা প্রমাণিত। এই সরকার ক্ষমতায় থাকলে এরা দেশের জনগণের ঘরবাড়িও বিক্রি করে দেবে মন্তব্য করে ছাত্রদলের সাবেক এই সভাপতি বলেন, এই লুটপাটের সরকার, দুর্নীতির সরকার ক্ষমতায় থাকলে দেশের জনগণের ঘরবাড়িও বিক্রি করে দেবে। এরকম দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার ক্ষমতায় থাকবে এটা কী আমাদেরকে দেখতে হবে। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যে যেখানে আছেন, সেখান থেকেই কণ্ঠকে আরও জোরালো করতে হবে। যাতে এই সরকারের হৃদকম্পন হয় সে আওয়াজ তুলতে হবে। বিএনপির এই সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, এই খরতাপের রোদে আগুনের মতো পরিবেশে আপনারা আপনাদের কণ্ঠকে উচ্চকিত করেছেন, এরকম যে কোন প্রতিকূল পরিবেশে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতা থেকে বিদায় করার আগ পর্যন্ত সংগ্রাম করে যেতে হবে। গতকাল আমি বক্তব্য দিয়েছিলাম যে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বন্ধ করে রেখেছে পার্শ্ববর্তী একটা দেশে। বাংলাদেশ নিয়ে পাকিস্তান একটি প্রশংসামূলক কথা বলেছে, এই জন্য ওবায়দুল কাদের খুবই আনন্দিত। ওবায়দুল কাদের বলেছেন পাকিস্তানও আমাদের প্রশংসা করে। আর তারা বলে পাকিস্তানের সাথে বিএনপির পিরিত। বিএনপি যা বলে সত্য বলে, স্পষ্ট বলে। আর ওরা (আওয়ামী লীগ) বলে তলে তলে। ওরা পিরিত করে তলে তলে। এটা ওবায়দুল কাদেরের ভাষা আমাদের ভাষা না। ওরা তলে তলে পিরিত করে কারণ ওরা অবৈধ। ওদের কোন নীতি নাই, ওদের নীতি আছে লুটপাট দুর্নীতি বিদেশে টাকা পাঠানো। বিএনপির মুখপাত্র বলেন, আওয়ামী লীগ এ দেশে চিরদিনের জন্য বাকশাল কায়েম করার জন্য দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বন্দি করে রেখেছে। আমরা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করে ছাড়ব। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ, সহ অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সুমন, যুবদলের সহ সভাপতি জাকির হোসেন সিদ্দিকী, ছাত্রদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাশেদ ইকবাল খান, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সহ সভাপতি রফিক হাওলাদার, আবুল কালাম আজাদ, যুগ্ম সম্পাদক সওগাত উল ইসলাম সগির, আশরাফ উদ্দিন রুবেল, ইলিম মো. নাজমুল হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সম্পাদক আজিজুর রহমান মুসাব্বির প্রমুখ।

মানিকগঞ্জে পদ্মায় মিলল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলায় পদ্মায় থেকে দশ বছর বয়সি এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার সকালে উপজেলার আন্ধারমানিক ট্রলার ঘাটে মরদেহটি পাওয়া যায় বলে হরিরামপুর থানা ওসি শাহ নুর এ আলম জানিয়েছেন। নিহত মো. নাঈম সিংগাইর উপজেলার খাসেরচর এলাকার মৃত এলাহির ছেলে। তার বাবা মারা যাওয়ায় পর মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার চর বালিরটেক এলাকায় নানির বাড়ি থাকত সে। পুলিশ জানায়, নাঈম আন্ধারমানিক ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার মক্তব বিভাগের প্রথম শ্রেণির ছাত্র ছিল। নাঈমের মামা আল আমিন জানান, তিনদিন আগে নাঈমকে মাদ্রাসায় রেখে গেছেন তিনি। দুই দিন পরে নিখোঁজ হলেও মাদ্রাসা শিক্ষকরা তাদের কিছুই জানায়নি। তার এক আত্মীয়ের ছেলে একই মাদ্রাসাছাত্র ছিল। সে সকালে তাদের জানিয়েছে, নাঈমের লাশ পদ্মায় ভাসছে। পরে তারা পদ্মার পারে আসেন। এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দেয়া হবে বলেও জানান তিনি। নাঈমের নানি রোকেয়া বেগম বলেন, "তিন বছর আগে নাঈমের বাবা মারা গেছেন। ৯-১০ মাস আগে নাঈমের মায়ের হরিরামপুরের সট্টিতে আরেকটি বিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর থেকে নাঈম আমার কাছে থাকত। পড়াশোনায় মনোযোগ কম থাকায় তিন দিন আগে নাঈমকে মাদ্রাসায় দিয়েছি। তিন দিনে লাশ হলো আমার নাতি। সে নিখোঁজ হয়েছে এটা কেন জানালো না মাদ্রাসার শিক্ষকরা?।" আন্ধারমানিক ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, "গতকাল রাতে কয়েকজন ছাত্র জানিয়েছে, একজন ছাত্রকে তার নানি এসে নিয়ে গেছে। তাই মনে করেছিলাম, নাঈমকে তার নানি নিয়ে গেছে। পরে জানতে পারি, অন্য এক ছাত্রকে তার নানি নিয়ে গেছে। তবে নাঈম পদ্মায় গোসলে গিয়ে নিখোঁজ হয়।" পরিবার বা থানায় কেন জানালেন না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আমাদের ভুল হয়েছে। তবে তার নানির মোবাইলে ফোন দিয়ে বন্ধ পেয়েছি।" ওসি শাহ নুর এ আলম বলেন, মাদ্রাসাছাত্র নিখোঁজের বিষয়ে মাদ্রাসা থেকে লিখিত বা মৌখিক ভাবে তাদের জানানো হয়নি। সকালে স্থানীয়রা নদীতে ভাসমান মরদেহ দেখে ফরিদপুর নৌ থানা পুলিশকে জানান। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান তিনি।

কোটালীপাড়ার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধভাবে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা উপার্জনের অভিযোগে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান হাওলাদার ও তার স্ত্রী তাছলিমা আক্তারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল রোববার দুর্নীতি দমন কমিশনের গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক বিজন কুমার রায় বাদী হয়ে এ মামলা করেন। মামলায় স্বামী-স্ত্রীর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মশিউর রহমান জানান, কোটালীপাড়া উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান হাওলাদার জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৩ কোটি ৪৬ লাখ ১৬ হাজার ২৩ টাকার সম্পদ অর্জন করে নিজ মালিকানা ও ভোগদখলে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। অন্যদিকে সাবেক এই উপজেলা চেয়ারম্যানের স্ত্রী তাছলিমা আক্তারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে অবৈধ সম্পদ গোপন করেন। নিজস্ব কোনো আয় না থাকার পরও স্বামী মুজিবর রহমান হাওলাদারের অবৈধ আয়ের মাধ্যমে আয়বহির্ভূত এক কোটি ৪৩ লাখ ২৯ হাজার ২৮৫ টাকার সম্পদ অর্জন করেন। এ সম্পদ নিজ মালিকানা ও ভোগদখলে রাখায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন তিনি।

জাল ভোট দিতে গিয়ে পেলেন ৬ মাসের কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : পটুয়াখালীতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে জাল ভোট দিতে গিয়ে এক নারী (২৫) আটক হয়েছেন। পরে তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। গতকাল রোববার দুপুর ১টার দিকে সদর উপজেলার ভুরিয়া ইউনিয়নের ১৬৪ নম্বর পশ্চিম ভায়লা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ওই কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার মো. এখলাসুর রহমান। রাঙ্গাবালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিজানুর রহমান জানান, বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ওই কেন্দ্রে ছদ্মবেশে দ্বিতীয়বার ভোট দিতে আসেন ওই নারী। এ সময় প্রার্থীর এজেন্টদের সন্দেহ হলে তাকে হিজাব খুলতে বলা হয়। পরে তাকে চ্যালেঞ্জ করা হলে তিনি দোষ স্বীকার করেন। পরে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আইনের ১৮৬০-এর ১৭১ (চ) ধারা অনুযায়ী আসামির উপস্থিতিতে তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। প্রিসাইডিং অফিসার মো. এখলাসুর রহমান জানান, দণ্ডপ্রাপ্ত ওই নারী অন্যের ভোট দিতে এসে আটক হয়েছেন। তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্ত ওই নারী জানান, তিনি একজন মেম্বার প্রার্থীর পক্ষে দ্বিতীয়বার ভোট দিতে এসেছিলেন। পটুয়াখালীতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে জাল ভোট দিতে গিয়ে এক নারী (২৫) আটক হয়েছেন। পরে তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। গতকাল রোববার দুপুর ১টার দিকে সদর উপজেলার ভুরিয়া ইউনিয়নের ১৬৪ নম্বর পশ্চিম ভায়লা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ওই কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার মো. এখলাসুর রহমান। রাঙ্গাবালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিজানুর রহমান জানান, বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ওই কেন্দ্রে ছদ্মবেশে দ্বিতীয়বার ভোট দিতে আসেন ওই নারী। এ সময় প্রার্থীর এজেন্টদের সন্দেহ হলে তাকে হিজাব খুলতে বলা হয়। পরে তাকে চ্যালেঞ্জ করা হলে তিনি দোষ স্বীকার করেন। পরে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আইনের ১৮৬০-এর ১৭১ (চ) ধারা অনুযায়ী আসামির উপস্থিতিতে তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। প্রিসাইডিং অফিসার মো. এখলাসুর রহমান জানান, দণ্ডপ্রাপ্ত ওই নারী অন্যের ভোট দিতে এসে আটক হয়েছেন। তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্ত ওই নারী জানান, তিনি একজন মেম্বার প্রার্থীর পক্ষে দ্বিতীয়বার ভোট দিতে এসেছিলেন।

আ.লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভা কাল

স্টাফ রিপোর্টার : আগামীকাল মঙ্গলবার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন সন্ধ্যা ৭টায় দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে এ সভা হবে। দলের উপদপ্তর সম্পাদক সায়েম খান স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্যদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

স্কুলে আসার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন শিক্ষক

স্টাফ রিপোর্টার : স্কুলে আসার আগেই আহসান হাবিব (৩৭) নামে একজন শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল ৯টার দিকে যশোর সদরের দেয়াড়া ইউনিয়নের ছিলুমপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত আহসান হ

সম্পাদকীয়

জলবায়ু পরিবর্তনে ব্যয়

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ন্যাপ (ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান) এক্সপো ও বিসিডিপির (বাংলাদেশ ক্লাইমেট ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ পরিচালনা করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে ব্যয় করা হয়, তা যদি জলবায়ু পরিবর্তনে করা হতো, তা হলে রক্ষা পেত বিশ্ব। তিনি আরও বলেছেন, বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে অবদান শূন্য দশমিক ৪৮ শতাংশের কম হলেও এর নেতিবাচক প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সম্ভাব্য উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। অব্যাহত বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল (মোট আয়তনের প্রায় ১২ থেকে ১৭ শতাংশ) এ শতাব্দীর শেষ দিকে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে প্রয়োজন অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি, সহিষ্ণুতা শক্তিশালী করা এবং ঝুঁকি হ্রাসে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ। কপ-২৬ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উন্নত দেশগুলোর ২০২৫ সালের মধ্যে অভিযোজন-অর্থায়ন ২০১৯ সালের তুলনায় দ্বিগুণ করার কথা। এটি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী ধনী দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছয়টি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে– প্রধান কার্বন-নির্গমনকারী দেশগুলোকে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি এক দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে নির্গমন হ্রাস করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। উন্নত দেশগুলোকে জলবায়ু তহবিলে বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। অভিযোজন এবং প্রশমনের মধ্যে তা সমানভাবে বণ্টন করতে হবে। উন্নত দেশগুলোকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রযুক্তি স্থানান্তরের পাশাপাশি সবচেয়ে কার্যকর জ্বালানি সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের সময় সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলো তাদের ক্ষতি অনুসারে বিবেচনা করা উচিত। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভাঙন, বন্যা এবং খরার কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষের পুনর্বাসনের দায়িত্ব সব দেশকে ভাগ করে নিতে হবে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী সব অংশীদারকে কাজ করতে হবে একসঙ্গে। বৈশাখের শুরু থেকেই দেশজুড়ে বিরাজ করছে অসহনীয় তাপমাত্রা। প্রকৃতির এ বৈরী রূপ থেকে মুক্তি পেতে প্রচুর গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে। রাজধানীতে প্রায় দুই কোটি লোকের বসবাস। অথচ পর্যাপ্ত গাছপালা, পার্ক ও জলাশয় খুঁজে পাওয়া ভার। যত্রতত্র আবাসন প্রকল্প এবং অপরিকল্পিত নগর উন্নয়নের ফলে ভরাট হয়ে যাচ্ছে জলাশয়-খাল-নদী-নালা। নগরায়ণের প্রভাবে পাল্টে যাচ্ছে গ্রামের চিত্রও। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রয়োজন টেকসই এবং কার্যকরী পরিকল্পনা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষার জন্য সচেতন হতে হবে সবাইকে। অব্যাহত বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং ঝুঁকি হ্রাসে বাড়াতে হবে অর্থের বিনিয়োগ।

উপজেলা নির্বাচন
নিরাপত্তা নিশ্চিতে পদক্ষেপ নিন

চার ধাপে অনুষ্ঠিতব্য ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রতিটি ধাপেই ভোটের দিন পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে-এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। তারা নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে, প্রথম ধাপে ৭৮টি, দ্বিতীয় ধাপে ৭০টি ও তৃতীয় ধাপে ৪০টি উপজেলায় নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে। এছাড়া আরেকটি সংস্থা শুধু প্রথম ধাপে ৪৯টি উপজেলায় নির্বাচনের দিন পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে ইসিকে আভাস দিয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা নিতে ইসিকে পরামর্শ দিয়েছে এ দুটি গোয়েন্দা সংস্থা। উপজেলা নির্বাচনকে ঘিরে যেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না হয়, সেজন্য প্রধানমন্ত্রী সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের 'হস্তক্ষেপ' রোধে কঠোর বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি দলীয় প্রার্থী না দেওয়া, দলীয় প্রতীক না রাখা এবং দলের মধ্যে কোনো ধরনের মতবিরোধ না রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন। এছাড়া এ নির্বাচনে কেউ অবৈধ হস্তক্ষেপ করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেছেন, নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে হয় সেজন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ নির্বাচন পরিচালনার কাজে নিয়োজিত প্রশাসন শতভাগ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। শান্তি বজায় রাখতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এবারই প্রথম পুরোপুরি অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এ কারণে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন রিটার্নিং কর্মকর্তার দপ্তরগুলোতে শোরগোল ছিল না, আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘনেরও তেমন খবর মেলেনি। এরপরও স্থানীয় এমপিদের প্রভাবমুক্ত রাখা যাচ্ছে না বলে কোনো কোনো প্রার্থী অভিযোগ করেছেন। অন্যদিকে নির্বাচন বর্জন করলেও প্রথম ধাপে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিএনপি ও জামায়াতের প্রায় অর্ধশত প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বলে জানা গেছে। সব মিলে ভোটের দিনগুলোয় পরিস্থিতি কী হবে, তা অনিশ্চিত। ইসি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে; কিন্তু এ প্রস্তুতিই শেষ কথা নয়। আমরা মনে করি, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর আশঙ্কাকে আমলে নিয়ে ইসি এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যাতে নির্বাচনের প্রতিটি ধাপই শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক হয়। মনে রাখা দরকার, ইসির জন্য এ নির্বাচনও চ্যালেঞ্জের। সব বাধা পেরিয়ে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে ইসিকে সার্বিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

> তিনি বলেছেন, নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে হয় সেজন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ নির্বাচন পরিচালনার কাজে নিয়োজিত প্রশাসন শতভাগ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। শান্তি বজায় রাখতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এবারই প্রথম পুরোপুরি অনলাইনে মনোনয়নপত্র

অবৈধ বালু তোলা বন্ধে ব্যবস্থা নিন

কুড়িগ্রামের রৌমারীর ব্রহ্মপুত্র, হলহলিয়া, জিঞ্জিরাম ও সোনাভরি নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তুলছে একটি প্রভাবশালী চক্র। নির্বিচারে বালু তোলার ফলে একদিকে যেমন নদী ভাঙনে নদীতীরের মানুষ বাড়িঘর ও ফসলিজমি হারাচ্ছে, অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে। বালু তোলা চক্রের হোতারা স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় প্রতিবাদ করার সাহসও পাচ্ছে না কেউ। বালু তোলার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ভেকুচালককে আটক করে ভেকুর চাবি জব্দ করা হয়। কিন্তু পালের গোদারা ঠিকই ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনিয়ন্ত্রিতভাবে নদী থেকে বালু তোলার কারণে নদীর তলদেশ ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে। এতে নদীর নাব্য কমে তীর ধসে যাচ্ছে। বন্যা, জলাবদ্ধতা ও ভূমিক্ষয় বেড়েই চলেছে। আর এ কারণে দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিও দিন দিন বাড়ছে। প্রশাসন ও রাজনীতিকে ব্যবহার করে নদী থেকে বালু তোলার ঘটনা প্রায়ই গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। দেশে অবৈধভাবে বালু তোলার বিরুদ্ধে আইন আছে। সেই আইন অমান্য করলে শাস্তির বিধানও রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে আইন প্রয়োগে কর্তৃপক্ষ কতটা কার্যকর পদক্ষেপ নেয়। প্রশাসন বালু তোলা বন্ধে যে একেবারেই কিছু করে না তা নয়। অবৈধ বালু তোলা বন্ধে কখনো কখনো অভিযান পরিচালনা করা হয়। জেল-জরিমানাও করা হয়। কিন্তু এসব করা হয় ভেকুচালকদের বিরুদ্ধে না হয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। মূলহোতারা কখনও ধরা পড়ে না। শুধু ভেকুচালক আর শ্রমিককে ধরলে কখনও বালু তোলা বন্ধ হবে না, যতদিন না পালের গোদারা আইনের আওতায় আসবে। আমরা চাই, রৌমারীসহ দেশের নদ-নদীগুলোতে যারা অবৈধভাবে বালু তুলছে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। অবৈধভাবে বালু তোলার সঙ্গে প্রশাসনের কেউ বা রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা জড়িত থাকলে তাদেরও আইনের আওতায় আনতে হবে । নিয়মিত মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকলে, আইনের কঠোর প্রয়োগ করা গেলে অবৈধভাবে বালু তোলা বন্ধ করা যাবে বলে আমরা আশা করি। আইন প্রয়োগের পাশপাশি মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ানোও জরুরি। নদী থেকে অপরিকল্পিতভাবে বালু তোলা হলে মানুষ ও প্রকৃতির কী কী ক্ষতি হতে পারে, সে ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

> এতে নদীর নাব্য কমে তীর ধসে যাচ্ছে। বন্যা, জলাবদ্ধতা ও ভূমিক্ষয় বেড়েই চলেছে। আর এ কারণে দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিও দিন দিন বাড়ছে। প্রশাসন ও রাজনীতিকে ব্যবহার করে নদী থেকে বালু তোলার ঘটনা প্রায়ই গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

পুড়ছে ধরিত্রী, জ্বলছে জীবন

অলোক আচার্য

ভালো নেই ধরিত্রী। এখন পর্যন্ত এই মহাবিশ্বের বসবাস উপযোগী একমাত্র গ্রহ পৃথিবী বা ধরিত্রী। তবে এই বসবাসযোগ্য সুন্দর ধরিত্রী ক্রমেই বসবাসের অনপুযুক্ত হয়ে উঠছে। মানুষের আচরণ এবং অসম ব্যবহারের ফলে ক্রমশই এই ধরণীর পরিণতি ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ঠিক কতদিন এই ধরিত্রী মানুষের বসবাসের উপযুক্ত থাকবে তা নিয়েও রয়েছে সংশয়। মানুষ এখন ভিনগ্রহে বসবাসের সম্ভ্যাব্যতা যাচাই করছে। ধরিত্রী যেসব কারণে আজ বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে উঠছে তার মধ্যে অন্যতম হলো জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ বা হানাহানি। এই তিনটিই ঘটছে মানুষের কারণে। প্রকৃতি কেবল দায় শোধ করছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে তীব্র তাব প্রবাহ চলছে। যা নিয়ে জনজীবন রীতিমতো বিপর্যস্থ। কাঠফাটা রোদে মানুষের প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রী পার হয়েছে। অথচ একসময় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পার হলেই আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হতো। এই তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে বলেই আভাস পাওয়া গেছে। এরইমধ্যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাপপ্রবাহের কারণে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের দেশের আবহাওয়া এই মুহূর্তে মরুভূমির মতো মনে হচ্ছে। এই সুন্দর পৃথিবীর এখন সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। যে গতিতে জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে তাতে অচিরেই পৃথিবীর কোনো কোনো দেশ ভয়াবহ সংকটে পরতে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবেও অধিকাংশ দেশের জন্য হুমকি। এই হুমকি মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিযোজন শব্দটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে। পৃথিবীর বাতাস ক্রমেই বিষাক্ত হয়ে উঠছে। অথচ এই পৃথিবীর বায়ুমন্ডল একসময় সুশীতল, বিষমুক্ত ছিল। সেই আগের মতো বায়ুমন্ডল পেতে হলে কমপক্ষে এক লাখ কোটি গাছ লাগালে বায়ুমন্ডল হয়ে উঠবে সেই ১০০ বছর আগের মতো। সুইজারল্যান্ডের জুরিখে সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (ইটিএইচ জুরিখ) একটি গবেষণা থেকে জানা গিয়েছিল, শুধুমাত্র গাছ লাগালেই আসন্ন সংকট থেকে সমাধান সম্ভব। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জেরে যে হারে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে তাতে অনেরক নিচু শহর মারাত্বক হুমকিতে রয়েছে। আর শিল্পায়নের জোয়ারে বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইড বেড়েই চলেছে। গবেষণায় বলা হয়েছে, এক লাখ কোটি গাছ লাগাতে জমির অভাব হবে না। হিসেব করে দেখিয়েছে, যদি আপনার সদিচ্ছা আর আন্তরিকতা থাকে দ্রুত এক লাখ কোটি গাছ বসিয়ে ফেলার তাহলে অন্তত জায়গার অভাবে সেসব গাছের বেড়ে উঠতে ও বেঁচে থাকতে কোনো অসুবিধা হবে না। গাছ কাটতে কাটতে পরিবেশ এতটাই রুক্ষ করে ফেলেছি যে এখন প্রতিদিন গাছ না লাগালে আর সেই অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই এসি কিনে সমস্যার সমাধান না করে বরং গাছ লাগিয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজি। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। জাপানের কিয়োটো ও হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন গবেষক ঢাকা শহরের সবুজ নিয়ে গবেষণা করেন, তাদের মতে ১৯৯৫ সালে ঢাকার সবুজ অঞ্চল ছিল ১২ %, ২০১৫ সালে ৮% এবং বর্তমানে ৬-৭% এর বেশি না। ঢাকাতে যত পরিমাণে গাছ কাঁটা হয় তার অল্প পরিমাণই রোপণ করা হয়। বৃক্ষ নিধনের ফলে ঢাকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ধারনাটি আরও কয়েক দশক আগে থেকেই জোরেশোরে আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু আলোচনার সাথে সাথে জলবায়ু জনিত পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে কার্যত জলবায়ু পরিবর্তিত হয়েছে এবং সারাবিশ্ব এখন এর ফল ভোগ করছে। উন্নত বা অনুন্নত দেশ কেউ এর প্রভাব থেকে বাদ যাচ্ছে না। তবে সক্ষমতা বিবেচনায় এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণে কারও ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার সামর্থ রয়েছে আর কারও সে সামর্থ্য কম। আজ জলবায়ু পরিবর্তনে দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়। এক. জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় করণীয় ঠিক করা। দুই. অভিযোজন করা অর্থাৎ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া। গত বছর বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে সব দেশ সম্মত হয়েছে। কার্যত গত পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের খারাপ দিক বেশ ভালোই বুঝতে পারছি। তীব্র শীত বা খরা, অতিবৃষ্টি, প্রলয়ঙ্করী ঝড়, তীব্র তাপদাহ, অসময়ে বন্যা,ভূমিধস, টর্ণেডো ও সুনামীর মত মারাত্বক সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশ্বকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। গত ২০ বছরে বিশ্বে চরম আবহাওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে। এতে মানুষের পাশপাশি অর্থনীতিরও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদন প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটনা বৃদ্ধিতে কোটি কোটি মানুষের জন্য বিশ্ব বসবাসের অযোগ্য নরকে পরিণত হয়ে উঠছে। জাতিসয়ঘের মতে, আগামী এক দশকে পৃথিবীর জন্য তাপপ্রবাহ এবং খরা সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে আছে। এর আগে জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত অফিস 'ইউএনডিআরআর' প্রকাশিত প্রতিবেদনে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনে ফলপ্রসু ব্যবস্থা নিতে বিশ্ব রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক নেতাদের ব্যর্থতায় এই গ্রহ ধীরে ধীরে কোটি কোটি মানুষের জন্য বসবাস অযোগ্য নরকে পরিণত হচ্ছে। মানুষ নিজেদের আপাত টিকে থাকার জন্য, সুখে রাখার জন্য যে ধ্বংসাত্বক কর্মকাণ্ড করছে তার ফলে সমস্ত প্রাণীকুলের অস্তিত্ত এমনকি পৃথিবীর অস্তিত্তই বিপন্ন করছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এমনকি বজ্রপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণহানি ঘটছে,মানুষের সম্পদের বিনষ্ট ঘটছে,স্থানচুত্যি ঘটছে এবং জীবিকার পরিবর্তনের মানুষের জীবনযাপনে বিরুপ প্রভাব পরছে। আবহাওয়ার চরিত্র দীর্ঘ অনেক বছর যাবৎ বদলাচ্ছে। ষড় ঋতুর এই দেশে এখন ছয়টি ঋতু আলাদা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। রীতিমত নাম গুণে বের করতে হয় কিন্তু দেখা মেলে না। কারণ যখন যে আবহাওয়া থাকার কথা তখন তা থাকছে না। শীতের সময়ে খুব অল্প সময় শীত অনুভূত হয়। যখন গরম আসার কথা তখন শীত থাকে। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি তো আমাদের লেগেই আছে।

প্রকৃতি তার চরিত্র পাল্টাচ্ছে। আমরাও প্রকৃতির খেয়ালের সাথে নিজেদের প্রস্তুত করে নিচ্ছি। তবে কতদিন থাকবে সেটাই প্রশ্ন। যার যেখানে ইচ্ছে জমি,বন উজাড় করে বাড়িঘর তৈরি করছে। বাতাসে নানা কারণে দূষিত ও ক্ষতিকর কণা মিশে যাচ্ছে। কলকারখানা,যানবাহন ও জীবাশ্ম জালানী পোড়ানোর কারণে এসব ক্ষতিকর ধোঁয়া বাতাসে মিশে বাতাস বিষাক্ত করে তুলছে। এসব ইমারত নির্মাণ করতে প্রতিদিন ক্ষতিকর কণা বাতাসে গিয়ে মিশছে। সেই বাতাস থেকে আমাদের ফুসফুসে স্থান পাচ্ছে। নদ-নদী মরে যাওয়ায় বিশুদ্ধ পানির প্রাকৃতিক উৎসগুলো ধ্বংস হচ্ছে। ফলে শুষ্ক মৌসুমে এখনই ঢাকা এবং উপকূল অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় পানির অভাববোধ তীব্র হচ্ছে। বিশ্বে তো সুপেয় পানির সংকট এক মারাত্বক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। শব্দ দূষণের তীব্রতা রাজধানী ঢাকাসহ সারাবিশ্বেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমস্যা। অসচেতনতার কারণে এই সমস্যাও তীব্রতর হচ্ছে। তাছাড়া মাটি দূষণ,আলো দূষণও সমানতালে চলছে। এত খারাপ পরিস্থিতি নিয়ে ধরিত্রী ভালো থাকে কিভাবে? (লেখক: কলামিস্ট)

এরপরও কি গাছ লাগাবেন না, বন রক্ষা করবেন না?

সাঈদ চৌধুরী

ছায়া আছে, স্বস্তি নেই। কেনা পানিতে খাওয়া চলে, ওদিকে ভূগর্ভে পানি নেই। গাছগুলোকে আটকে রাখা হয়েছে পার্ক নামক চিড়িয়াখানাগুলোতে। ক্যালকুলেশনবিহীন নগরে প্রতিদিন প্রকাশ হয় বায়ুদূষণের মাত্রা। হিট অফিসার হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচতে দিচ্ছেন বার্তা। বাগান সব উঠে গেছে ছাদে। শখের বাগানে এখন শোভা পায় জাদুঘরের মতো ফসল। মাটিহীন রাস্তায় স্যান্ডেল পড়েও টেকা সম্ভব নয় তীব্র তাপে। দুই দিনের গরমে গলে যাচ্ছে সড়কের পিচ। রেল চলাচল আস্তে করতে বলা হয়েছে। কাক মাটির কলসি খুঁজে পানি না পেয়ে বুড়িগঙ্গার আলকাতরাসম তরল খেয়ে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে মরে। কুকুরের জিহ্বায় বৃক্ষ নিধনের অভিশাপ হয়ে ঝুলে থাকে! শহরের বাউন্ডারিতে এখন সেপটিক ট্যাংক ও শিল্পকারখানার উচ্চ তাপামাত্রার পানির ড্রেইন। প্রতিটি বাড়ির ঘর থেকে এসি আর ফ্রিজ নিঃসরণ করছে প্রচুর গরম বাতাস। এখন সবাই গরম কমানোর জন্য, ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছেন; কিন্তু কেউ গাছ লাগানোর জন্য এগিয়ে আসছে না। আনুষ্ঠানিক বৃক্ষরোপণ হয় অনেক। কর্মকর্তা বলে ওঠেন এই গাছ লাগাবো গর্ত কর। পিয়ন, কর্মচারীরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। পিয়ন দৌড়ে এসে বলেন– 'স্যার প্রতিবার যেখানে গাছ লাগান সেখানেই কী গর্তটি করবো!' এভাবেই তামাশার বৃক্ষরোপণ চলে; কিন্তু টেকে না তেমন কোনো বৃক্ষই। মানদ-ের ২৫ শতাংশের জায়গায় বর্তমানে আট থেকে নয় শতাংশ বৃক্ষের কথা বলা হচ্ছে। এই সামান্য বৃক্ষ তাও আবার থোকায় থোকায়। শহরজুড়ে কিন্তু বৃক্ষ নেই। সবচেয়ে উদ্বিগ্নের বিষয় ঢাকায় এখন এমন এলাকা অনেক যে এক দুই কিলোমিটারের মধ্যে বৃক্ষ নেই। বাতাস পুড়ে বহমান বাতাস দাবদাহে রূপান্তরিত হচ্ছে! আশ্চর্য হারে ছড়িয়ে পড়ছে গরম। যেখানে আগে মানুষ ক্লান্ত হলেই গাছের নিচে বসে শ্রান্ত হতেন সেখানে এখন ভালো ও বড় বৃক্ষ দেখতে রমনা পার্ক অথবা বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতে হয়। বিল্ডিংগুলোর নিচের ছায়ায় দাঁড়ালে মনে হয় গরম সিসা এসে লেগে চামড়া পুরে ভেদ করে যাচ্ছে ভেতরেও! যে সমস্ত জায়গা বেশি তাপের উৎপাদক সেই সমস্ত জায়গার কারণে অন্যান্য সব জায়গায় গরম অনুভূত হচ্ছে। নদীগুলো থেকে কেমিক্যাল ও আনট্রিটেড ওয়াটারের কন্টামিনেট বাতাসের বেশি তাপের ভ্যাপার উপরের দিকে উঠছে। এক ইটভাটার দিকে বায়ুদূষণের দিক নির্ণয় করে সব যেন বৈধ করে নিচ্ছে অপরাধীরা। জেনারেটরের এক্সস্ট লাইন নির্দিষ্ট উচ্চতায় দেয়া নেই অনেক কোম্পানি বা ফ্ল্যাটগুলোর। এসিগুলোতে সিএফসি ফ্রি গ্যাস ব্যবহার বাড়ানো যায়নি, প্রতিনিয়ত বাড়ছে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র, কেমিক্যালের ব্যবহার, বাড়ছে গাড়ি থেকে নির্গত কার্বনের হার। বায়ুতে ভারি বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায়, কেমিক্যাল কন্টামিনেটেড হওয়ায় বাতাসে গরম স্থায়ী হচ্ছে। আকাশের দিকে তাকালে পরিষ্কার আকাশ দেখা এখন ভাগ্যের ব্যপার। ধুসর ও ঘোলাটে আকাশ বলে দেয় আমাদের পরিবেশ দূষণের মাত্রা। আমরা তবুও তা না দেখার ভান করে থাকি। দুটো গাছ চারজন সদস্যের পরিবারকে এক বছর অক্সিজেন দিতে পারে বলে হিসেব করা হয়। একটি পরিপক্ব গাছ ৪৮ পাউন্ড কার্বডাই অক্সাইড শোষণ করতে পারে। যদিও এ হিসাবগুলো পারিপার্শিক অবস্থা, গাছের ধরণ ও বয়সের ওপর নির্ভর করে কিন্তু এ হিসাবগুলোর পেছনের উপাদানগুলোই আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে প্রতিনিয়ত। এখন প্রশ্ন হলো গাছ কি লাগাবেন না? ৩০ শতাংশের টার্গেট নিয়ে গাছ লাগানো শুরু করার দাবি জানাচ্ছি। তিন কোটি গাছ লাগানোর লক্ষমাত্রা ঠিক করুন। গাছ কাটা বন্ধের একটি নীতিমালাও খুব বেশি প্রয়োজন। পল্লী বিদ্যুৎকে সরাসরি গাছ কাটা বন্ধ করতে বলুন। বিদ্যুতের তার কভারিং করে ব্যবহার না করতে পারলে ছোট গাছ লাগিয়ে উঁচু করে বিদ্যুতের লাইন করার ব্যবস্থা করুন। এখন ঢাকায় গাছ লাগানো শুরু করা প্রয়োজন। প্রতিটি বাড়ির সামনে অন্তত দুটো বড় গাছ রাখার জন্য আদেশ জারি করুন। নদীগুলো নিয়ে তো অনেক কথা হলো। একটিও কি দূষণ মুক্ত হয়েছে ? হয়নি। কিন্তু এ বিষয়ে আরও জোরালো কাজ আশা করছি। গাজীপুরের অক্সিজেন ফ্যাক্টরি ভাওয়াল ও মধুপুরের গড়। প্রতিদিন এখানে আগুন দেয় মানুষ! বনের সাথে সাথে আমাদেরও মন পোড়ে। আমরা কষ্টে লেপ্টে যাই আবার ঘুরে দাঁড়ানোরও চেষ্টা করি; কিন্তু বন পোড়া বন্ধ করতে পারি না! এমনভাবে এ বন পোড়া বন্ধ করতে হবে যাতে কেউ আর এখানে আগুনে দেয়ার সাহস না পায়। শাস্তির ব্যবস্থা করুন। সহজ পথে দেশের তাপমাত্রা কমানো যাবে না।

কারণ আমরা আমাদের রিসোর্স যা ছিলো সব নষ্ট করে ফেলার পথে! আবার আগের অবস্থায় ফিরতে হয়ত দেরি হবে কিন্তু আমাদের চেষ্টা শুরু করতে হবে এখন থেকেই। ঢাকাকে বৃক্ষ আচ্ছাদিত শহুরে রূপদান করার জন্য প্রতিটি নাগরিককে অন্তত একটি গাছ বড় করে তোলার দায়িত্ব দিন। কর আদায় যেমন বাধ্যতামূলক তেমনি বৃক্ষরোপণ বাধ্যতামূলক করে তা বড় করায় উৎসাহিত করুন। যারা একটি বৃক্ষ বড় করে তুলতে পারবে তাদের কর কমানোর ইনটেনসিভ ঘোষণা দিন। এ ধরনের নাগরিককে গ্রিনজোন নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিন।সরকারের একার পক্ষে এত বড় শহরে গাছ লাগিয়ে সুফল পেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই এখানে জনসাধারণকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করুন। সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর থেকে যে ক্লাবগুলো রেজিস্ট্রেশন করা তাদের অনেকেই কোনো কাজ না করেই সরকারি টাকা দিচ্ছে। এদের ভলেন্টিয়ার কাজে ব্যবহার করে বৃক্ষরোপণ বাড়ান। নিধনের ক্ষেত্রে সরাসরি শাস্তির ব্যবস্থা করুন। শহর নিয়ে এখন না ভাবলে এ শহর শেষ হতে আর বেশি দেরি হবে না। কারণ বাতাস দূষিত হলে, পানি না পেলে সেই শহরে আপনি থেকে কি বলতে পারবেন, 'যদিও পরে কহর, তাও ছাড়িওনা শহর!' [লেখক : পরিবেশকর্মী, রসায়নবিদ]

বাংলাদেশে খাবার অপচয় করার মতো পরিবার আসলে কারা?

শাহানা হুদা রঞ্জনা

মায়েরা বা পরিবারের নারী সদস্যরা সাধারণত রান্না হওয়া খাদ্যসামগ্রী নষ্ট হতে দেন না। আমাদের মায়েরা বিশ্বাস করতেন কোনোকিছুর অপচয় মানে অপরাধ। আর খাবার নষ্ট করলে তা পরিবারের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে। যে কারণে বাচ্চাকে খাওয়ানোর পর অবশিষ্ট খাবারটুকু মা নিজের খাবার মনে করে নিজে খেয়ে নিতেন বা রেখে দিতেন পরে খাওয়াবেন বলে। সেই বিশ্বাস আমাদের মধ্যেও এসেছে। আর বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবারে এমন সীমিতভাবে রান্না করা হয়, যেন বাড়তি খাবার পড়ে না থাকে। অবশ্য মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতে প্রতিদিন চাহিদ

রাফার দিকে 'অগ্রসর হচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের ছিটমহল গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফা থেকে বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে হামাসের অবস্থানগুলোতে হামলা চালাতে অগ্রসর হচ্ছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। গত বুধবার ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা একথা জানিয়েছেন। মিশরের সীমান্ত সংলগ্ন রাফায় গাজার বাকি অংশ থেকে পালিয়ে আসা ১০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনি আশ্রয় নিয়ে আছে। এখানে ইসরায়েলি বাহিনী হামলা চালালে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে বলে সতর্ক করেছে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সরকারের এক মুখপাত্র জানান, ইসরায়েল 'স্থল অভিযান' চালানোর জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো সময়সূচী উল্লেখ করেননি তিনি। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওই কর্মকর্তা জানান, হামলা চালানোর আগে বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে নিয়ে রাখার জন্য ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৪০ হাজার তাঁবু কিনেছে, এর প্রতিটিতে ১০ থেকে ১২ জন থাকতে পারবে। অনলাইনে ছড়ানো ভিডিওগুলোতে দেখা গেছে, রাফা থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে খান ইউনিস শহরে বর্গাকার সাদা তাঁবুর সারি। রয়টার্স এই ভিডিওগুলোর সত্যাসত্য যাচাই করতে পারেনি বলে জানিয়েছে; কিন্তু স্যাটেলাইট কোম্পানি ম্যাক্সার টেকনোলজিস থেকে পাওয়া ছবিগুলো পর্যালোচনা করে তারা দেখেছে, খান ইউনিসের তাঁবুর ওই শিবিরটির এলাকাটি কয়েক সপ্তাহ আগেও খালি ছিল। ইসরায়েল সরকারের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রাফার বেসামরিকদের স্থানান্তর অনুমোদনের জন্য নেতানিয়াহুর যুদ্ধ মন্ত্রিসভা আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে বৈঠকে বসার পরিকল্পনা করেছে আর এক মাসের মধ্যেই স্থানান্তর শুরু হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নাম না প্রকাশ করার অনুরোধ জানানো ওই প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানান, সামরিক বাহিনী এখনই অভিযান শুরু করে দিতে পারতো কিন্তু তারা নেতানিয়াহুর সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় আছে। গাজায় ছয় মাস ধরে চলা ইসরায়েলি হামলার মুখে বহু ফিলিস্তিনি অন্য স্থান থেকে পালিয়ে রাফার এসে আশ্রয় নিয়ে আছেন।

ভারতের একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহত ৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় বিহার রাজ্যে একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২০ জন। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার রাজ্যটির রাজধানী পাটনায় এই ঘটনা ঘটেছে। সত্য প্রকাশ নামের এক দমকল কর্মকর্তার বরাতে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজ এই খবর জানিয়েছে। রেস্তোরাঁয় রান্না করার গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং তা শিগগিরই ছড়িয়ে পড়ে বলে জানিয়েছেন সত্য প্রকাশ। দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। সত্য প্রকাশ বলেন, আগুনের ছড়িয়ে পড়লে হোটেলের কয়েকজন অতিথি রুমের বের হওয়ার জন্য জানালা দিয়ে লাফ দেন। এতে করে তারা আহত হন। হোটেলটি পাটনার রেলস্টেশনের পাশে একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত। এ ঘটনায় হোটেলে পার্ক করা বেশ কয়েকটি গাড়ি পুড়ে গেছে। ভারতে অগ্নিকাণ্ড একটি সাধারণ ঘটনা। ২০১৯ সালে ভারতের রাজধানীতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একটি ভবন পুড়ে ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ২০২২ সালে দিল্লির একটি চারতলা বাণিজ্যিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহত হয়েছিল অন্তত ২৭ জন।

গোপনে ইউক্রেনে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র গোপনে ইউক্রেইনে দীর্ঘ পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পাঠিয়েছে আর কিইভ সেগুলো রাশিয়ার আক্রমণকারী বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করেছে বলে নিশ্চিত করেছেন এক মার্কিন কর্মকর্তা। মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ৩০ কোটি ডলারের একটি সামরিক সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন করেছিলেন, এসব অস্ত্র তারই অংশ বলে জানিয়েছেন তিনি। চলতি মাসে অস্ত্রগুলো ইউক্রেইনে পৌঁছেছে। মার্কিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে অন্তত একটি ইতোমধ্যেই ব্যবহার করা হয়েছে, ক্রাইমিয়ায় রুশ লক্ষ্যস্থলগুলোর উদ্দেশ্যে সেটি ছোঁড়া হয়। এবার বাইডেন ইউক্রেইনের জন্য ৬১ বিলিয়ন ডলারের নতুন একটি সামরিক সহায়তা প্যাকেজে স্বাক্ষর করেছেন। বিলটি স্বাক্ষর করে আইনে পরিণত করার পর বাইডেন বলেছেন, "এটি আমেরিকাকে আরও নিরাপদ করবে, এটি বিশ্বকেও আরও নিরাপদ করবে।" বিবিসি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র এর আগে আর্মি ট্যাকটিক্যাল মিসাইল সিস্টেম (এটিএসিএমএস) এর মধ্য-পাল্লার সংস্করণ ইউক্রেইনে পাঠিয়েছিল কিন্তু অংশত নিজেদের সামরিক বাহিনী সংশ্লিষ্ট কিছু কারণে আরও শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র পাঠানোর বিষয়ে অনিচ্ছুক ছিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে বাইডেন গোপনে দীর্ঘ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পদ্ধতি পাঠানোর সবুজ সংকেত দেন বলে জানা গেছে।

এসব পদ্ধতি সর্বোচ্চ ৩০০ কিলোমিটার দূরে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে পারে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেন, "আমি নিশ্চিত করতে পারি, প্রেসিডেন্টের সরাসরি দিকনির্দেশনায় যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেইনকে দীর্ঘ পাল্লার এটিএসিএমএস দিয়েছে। ইউক্রেইনের অনুরোধে তাদের অভিযানের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য (যুক্তরাষ্ট্র) এটি ঘোষণা করেনি।" এসব অস্ত্রের কতোগুলো ইতোমধ্যে পাঠানো হয়েছে তা পরিষ্কার হয়নি, তবে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেইক সালিভান জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন আরও পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে।

বিক্ষোভে সমর্থন দেওয়ায় র্যাপারকে মৃত্যুদণ্ড দিল ইরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ২০২২-২৩ সালে ইরানে মাহসা আমিনীর মৃত্যু ও নারীর পোশাকের স্বাধীনতার দাবিতে চলা বিক্ষোভে সমর্থন দেওয়ার অভিযোগে এক র্যাপ শিল্পীকে মৃত্যদন্ড দিয়েছে দেশটির আদালত। গানে গানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে সমর্থন এবং দুর্নীতি ও দমনপীড়নের প্রতিবাদকারী ওই র্যাপ শিল্পীর নাম তুমাজ সালেহি। তুমাজের আইনজীবীর বরাতে এ খবর জানিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি ও রয়টার্স। তুমাজ সালেহির আইনজীবী আমির রেসিয়ান বলেছেন, এই মৃত্যুদণ্ড জারির বিরুদ্ধে আপিল করবেন তুমাজ। তবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি ইরানি কর্তৃপক্ষ। তেহরানে হিজাবকাণ্ডে আটক কুর্দি তরুণী মাহসা আমিনি পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় ২০২২ সালে ইরানজুড়ে যে সরকারবিরোধী তুমুল বিক্ষোভ-আন্দোলন হয়েছে, তার সমর্থক ছিলেন খ্যাতনামা র্যাপ শিল্পী তুমাজ সালেহি। তুমাজ সালেহির আইনজীবী আমির রেসিয়ান জানান, সালেহি তার গানে গানে সরকারবিরোধী আন্দোলনে সমর্থন এবং তা নিয়ে জনসম্মুখে বিবৃতি দেওয়ায় ওই বছরের অক্টোবরে গ্রেপ্তার হন। গত বছর নভেম্বরে তিনি জামিনে মুক্তি পেলেও কয়েকদিনের মাথায় ফের তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদারে ইরান-রাশিয়া সমঝোতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নিরাপত্তা খাতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে একটি সমঝোতা স্মারকে (এমওইউ) সই করেছে রাশিয়া ও ইরান। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে গত বুধবার নিরাপত্তা বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আন্তর্জাতিক বৈঠকের ফাঁকে এমওইউটি সই করে দুই দেশ। ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম প্রেস টিভি অনলাইনের প্রতিবেদনে জানানো হয়, ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের (এসএনএসসি) সচিব আলি আকবর আহমেদিয়ান ও তার রাশিয়ার সমকক্ষ নিকোলাই পাক্রশেভ এমওইউতে সই করেন। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, কৌশলগত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে কাজ করবে তেহরান ও মস্কো। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক গভীরতর করেছে ঘনিষ্ঠ ও কৌশলগত দুই মিত্র ইরান ও রাশিয়া। সেন্ট পিটার্সবার্গে গত ২৩ এপ্রিল থেকে নিরাপত্তা বিষয়ে ১২তম আন্তর্জাতিক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের বৈঠক শুরু হয়।

'গাজার গণকবরে অন্তত ২০ জনকে জীবন্ত দাফন'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজার গণকবরে অন্তত ২০ জনকে জীবন্ত দাফন করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত মরদেহের নমুনা দেখে গতকাল বৃহস্পতিবার এমনটাই ধারণা করছেন ফিলিস্তিনের বেসামরিক প্রতিরক্ষা সদস্য মোহাম্মদ মুগির। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে। ফিলিস্তিনের বেসামরিক প্রতিরক্ষা সদস্য মোহাম্মদ মুগির বলেছেন, গণকবর থেকে অন্তত ১০টি মরদেহ হাত বাধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিদেরকে বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জামসহ মোড়ানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। মোহাম্মদ মুগির মনে করছেন, সম্ভবত তাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় গণকবর দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, অন্তত ২০টি মরদেহের ময়না তদন্ত করা দরকার। কারণ আমাদের মনে হচ্ছে তাদেরকে জীবন্ত দাফন করা হয়েছে। এদিকে, খান ইউনিসের বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রধান ইয়েমেন আবু সোলায়মান জানিয়েছেন, গাজার গণকবর থেকে ৩৯২টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই মরদেহে মধ্যে মাত্র ৬৫টির পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। বাকি ৮৫ শতাংশ মরদেহই অজ্ঞাত।

চরম শাস্তির মুখে নাভালনির শেষকৃত্য সম্পন্নকারী রাশিয়ান পুরোহিত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের প্রধান রাশিয়ান ধর্মযাজক দিমিত্রি সাফ্রোনোভকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি ক্রেমলিনের সমালোচক আলেক্সি নাভালনির শেষকৃত্য পরিচালনা করেছিলেন। খবর এনডিটিভির। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র প্যাট্রিয়ার্ক কিরিল জানিয়েছেন, রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুরোহিতের কোনো কাজ করতে পারবেন না দিমিত্রি। এমনকি পুরোহিতদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক পরার অধিকারও থাকবে না তার। ১৬ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার জেলে মৃত্যু হয় রাশিয়ার বিরোধী নেতা তথা প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সমালোচক নাভালনির। ১৯ বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল নাভালনিকে। তার সমর্থকদের অভিযোগ, জেলে লাগাতার নির্যাতনের ফলেই নাভালনির মৃত্যু হয়েছে। দীর্ঘ টালবাহানার পরে গত ২ মার্চ মস্কোতে সমাধিস্থ করা হয়।

দুই ছেলের 'দুর্নীতি' নিয়ে তদন্তের মুখে মাহাথির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের দুই ছেলে মিরজান এবং মোখজানির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে দেশটির দুর্নীতি প্রতিরোধ সংস্থা এমএসিসি। সংস্থাটির প্রধান আজম বাকি জানিয়েছেন, তদন্তের অংশ হিসেবে মাহাথির মোহাম্মদকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। গতকাল বৃহস্পতিবার কুয়ালালামপুরে এক ব্রিফিংয়ে আজম বাকি জানান, মিরজান এবং মোখজানির বিরুদ্ধে অফশোর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে তাদের সম্পদের বিবরণী জমা দিতে নোটিশও দিয়েছে এমএসিসি। খবর রয়টার্সের। ছেলেদের অর্থপাচারের সঙ্গে মাহাথির মোহাম্মদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কি না জানতে চাইলে এমএসিসির শীর্ষ কমিশনার বলেন, অভিযোগটি এখনও তদন্তাধীন। তদন্ত শেষ হলে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে পারব। মাহাথির মোহাম্মদের কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এর আগে তার ছেলেদের বিরুদ্ধে তদন্তকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বর্ণনা করেন। মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। তিনি মাহাথির মোহাম্মদের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। এমনকি মাহাথির মোহাম্মদ ক্ষমতায় থাকার সময় তিনি দীর্ঘদিন কারাগারেও থেকেছেন। অনেকের ধারণা, মাহাথিরের পরিবারের সদস্যদের বিপদে ফেলতে এমএসিসিকে ব্যবহার করছে আনোয়ার ইব্রাহিম প্রশাসন। তবে প্রধানমন্ত্রী এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন।

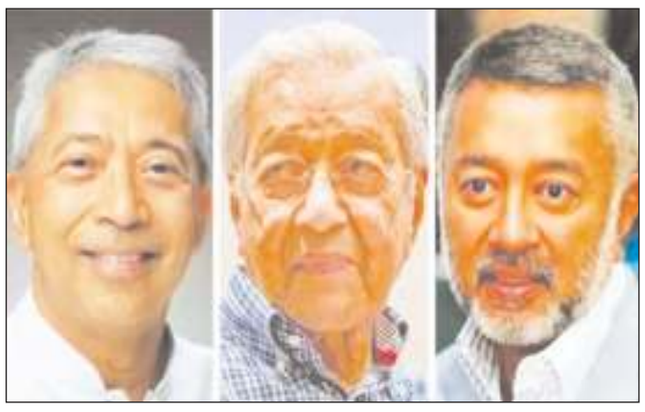

বিনোদন

প্রদর্শনের উপযোগী নয় 'অমীমাংসিত'

বিনোদন ডেস্ক : সেন্সরবোর্ডে আটকে গেল রায়হান রাফির 'অমীমাংসিত' সিনেমা। সিনেমাটির চুলচেরা বিশ্লেষণে বোর্ড বলছে, এতে নৃশংস খুনের দৃশ্য রয়েছে। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাস্তবতার মিল রয়েছে। যে কারণে তা জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী নয়। বুধবার সিনেমাটির প্রযোজক শহিদুল আলম সাচ্চুকে দেওয়া সেন্সর বোর্ডের উপপরিচালক মো. মঈনুদ্দীন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ কথা জানানো হয়েছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি সিনেমাটির টিজার সামনে এলে দর্শকদের কেউ কেউ বলছিলেন, সিনেমাটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে বানিয়েছেন রাফী। কেউ আবার আলোচিত সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এর মিল খুঁজে পান। যদিও সিনেমা সংশ্লিষ্ট কেউ কিংবা সেন্সর বোর্ডও সরাসরি সাগর-রুনির নাম বলেননি। সেন্সর বোর্ড বলছে এ ধরনের কাহিনি বাস্তবে ঘটেছে এবং ঘটনা সংশ্লিষ্ট মামলা উচ্চ আদালতে বিচারাধীন। চলচ্চিত্রটির কাহিনী/বিষয়বস্তু বিচারাধীন মামলার সঙ্গে মিল থাকায় ভুল বার্তা দিতে পারে এবং তদন্তের বিঘ্ন ঘটাতে পারে। সেন্সর বোর্ডের চিঠিতে বলা হয়।

আবারও সিয়ামের সঙ্গী বুবলী

বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘ বিরতির পর এম রাহিম পরিচালিত 'জংলি' সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন চিত্রনায়ক সিয়াম আহমেদ। এর আগে গত মাসে সিয়ামের জন্মদিনে ফার্স্ট লুক পোস্টার অন্তর্জালে উন্মোচন করে সিনেমাটির ঘোষণা দেন নায়ক। যেখানে পরনে লুঙ্গি, ঠোঁটে তামাক পাতা, বাঁ হাতে দিয়াশলাই কাঠি, পেছনে আগুনের লেলিহান শিখা। পুড়ছে দোকান, পায়ের নিচে তুমুল আক্রোশের শিকার হওয়া কারো দেহ, চোখেমুখে প্রতিশোধের স্পৃহা। ডান হাতে রক্তাক্ত মঙ্গুজ ব্যাট। হাতের ওপর বসে থাকা একটি কাক, কাকের লাল চোখ জন্ম দিচ্ছে কৌতুহলের। আর কীসের এত আক্রোশ? কার প্রতি এই জিঘাংসা? জীবনের কোন বঞ্চনা তাকে এমন বিভীষিকায় পরিণত করেছে? তবে 'জংলি'সিনেমায় সিয়ামের বিপরীতে কে হবেন নায়িকা, তখন তা জানানো হয়নি। এবার জানা গেল সে তথ্যও। 'জংলি'-তে সিয়ামের বিপরীতে দেখা যাবে জনপ্রিয় নায়িকা শবনম বুবলীকে। বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সিনেমাটির বুবলীর ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ করে বিষয়টি নিশ্চিত করেছন পরিচালক এম রাহিম। পরিচালক বলেন, 'জংলি যে ধরণের গল্প। সেই গল্পের সঙ্গে সিয়ামের বিপরীতে বুবলীই বেশি মানানসই। তাই তাকেই চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছে। এরইমধ্যে বুবলী শুটিংও শুরু করেছেন। আশা করি সবাই মিলে দারুণ কিছু উপহার দিতে পারব আমরা।' সিয়াম আহমেদ ও শবনম বুবলী প্রথমবার জুটি বেঁধে অভিনয় করেছিলেন রায়হান রাফীর 'টান' ওয়েব ফিল্মে। ২০২২ সালে মুক্তি পেয়েছিল সিনেমাটি। রায়হ-ান রাফী পরিচালিত এই ওয়েব ফিল্মে প্রশংসিত হয়েছিল দুজনের অভিনয়। সিনেমাটি নির্মিত হবে ফিলম্যান ও এমআইবি স্টুডিওজ প্রোডাকশনের ব্যানারে।

বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে যা বললেন শিমুল

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় অভিনেতা ও মডেল মনির খান শিমুল ক্যারিয়ারে অসংখ্য টেলিফিল্ম, নাটক ও সিনেমায় অভিনয় করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে অভিনেত্রী নাদিয়া আহমেদের সঙ্গে ভালোবেসে ঘর বেঁধেছিলেন এই অভিনেতা। তবে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তাদের সেই সংসার। দাম্পত্য জীবনের পাঁচ বছরের মধ্যেই সংসার জীবনের ইতি টানেন নাদিয়া-শিমুল। পরবর্তীতে অভিনেতা নাঈম আহমেদকে বিয়ে করে পুনরায় ঘর বাঁধেন নাদিয়া। বর্তমানে বেশ সুখেই আছেন তারা। তবে নাদিয়া নতুন নতুন জীবনের সন্ধান পেলেও শিমুল এখনও একাই রয়ে গেছেন। আগের মতো অভিনয়েও খুব একটা দেখা যায় না তাকে। এবার বিয়ে এবং বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুলেছেন শিমুল। সম্প্রতি দেশের এক জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলকে ব্যক্তিগত জীবন, বিয়ে-বিচ্ছেদ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসহ নানান বিষয় নিয়ে কথা বলেন এই অভিনেতা। শিমুল বলেন, 'কখনোই বিয়ে করতে চাইনি। তবে সময়ের প্রয়োজনে বিয়ে করলাম। ভাবলাম জীবনটা সাজাবো। কেউ তো ডিভোর্স চায় না। কিন্তু ডিভোর্স হয়ে গেল। বিয়ে যখন করব না বলেছিলাম, তখন আমার অনেক বড় বড় প্রজেক্ট ছিল, তখন আমি এগুলোর মধ্যে আবার ফিরে এলাম।' ডিভোর্স প্রসঙ্গে শিমুল বলেন, 'একটা বড় হুমকি ছিল, ডিভোর্সটা হয়ে গেলে মানুষ কী বলবে? কিছুই হয় না আসলে, এর চেয়েও খারাপ খারাপ জিনিস হয়। আমি জীবনে কোনো দিন ফাঁকি দিইনি। আমার সামনে থেকে কোনো প্রাণী-মানুষ অভুক্ত যায়নি।' আবারও বিয়ে করবেন কিনা সেই প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, 'বিয়ে হয়তো করব। কাউকে পছন্দ হয়ে গেলে, তার সঙ্গে বাকি জীবনটা হয়তো কাটাতে পারি। না হলে আমি এতগুলো প্রজেক্ট করেছি যে এদের সঙ্গে আমার জীবন কেটে যাবে। আমার বন্ধুদের একটি এতিমখানা আছে, চিন্তা করলাম, একজন বাচ্চাকে বড় না করে বেশ কিছু বাচ্চাকে বড় করি। আমি সব সময়ই অনেক আনন্দে থাকি, সৎ থাকি।' অভিনয়ে অনিয়মিত হলেও ভবিষ্যতে সিনেমা বানাতে চান শিমুল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সিনেমা বানানোর পরিকল্পনা তো রয়েছেই। সেই স্বপ্ন ২০ থেকে ২৫ বছরের। প্রাথমিক কাজ শুরু করেছি। মরে যাওয়ার আগে অন্তত একটা-দুটো-তিনটে সিনেমা বানাব।'

বেআইনির কারণে তামান্নাকে পুলিশের তলব

বিনোদন ডেস্ক : অনলাইনে আইপিএলের বেআইনি সম্প্রচারকাণ্ডে নাম জড়িয়েছে দক্ষিণী অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়ার। মহারাষ্ট্র পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখায় অভিনেত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী ২৯ এপ্রিল তামান্না ভাটিয়া হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। গত বছর 'ফেয়ার প্লে' নামের একটি অ্যাপে বেআইনিভাবে আইপিএলের সম্প্রচারের অভিযোগ ওঠে। এর আগে 'মহাদেব বেটিং' অ্যাপ কাণ্ড প্রকাশ্যে আসে। তদন্তে পুলিশ দাবি করেছে, দু'টি অ্যাপের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। এর আগে ওই অ্যাপের প্রচারের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে অভিনেতা রণবীর কাপুর, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ, সঙ্গীতশিল্পী বাদশাসহ একাধিক বলিউড তারকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মুম্বাই পুলিশ। এবার 'ফেয়ার প্লে' অ্যাপ সূত্রেই পুলিশ 'লাস্ট স্টোরিজ ২' খ্যাত অভিনেত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে। এদিকে একই ঘটনায় ২৩ এপ্রিল অভিনেতা সঞ্জয় দত্তকেও ডেকে পাঠায় পুলিশ। কিন্তু সূত্রের খবর, দেশের বাইরে থাকায় তিনি হাজিরা দিতে পারেননি। আইপিএলের সম্প্রচারের স্বত্ব রয়েছে যে কোম্পানির অধীনে,২০২৩ সালে তারা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করছিল। অভিযোগে বলা হয়েছিল, অনলাইন বেটিং অ্যাপ 'ফেয়ার প্লে' বেআইনিভাবে আইপিএল ম্যাচের সম্প্রচার করছে। বেআইনি সম্প্রচারের জন্য সংস্থার ১০০ কোটি রুপিরও বেশি লোকসান হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

'সালমান শাহর মতোই জয়কে টার্গেট করা হয়েছে'

বিনোদন ডেস্ক : সম্প্রতি বিএফডিসিতে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় নায়ক জয় চৌধুরীকে বয়কট করেছেন বিনোদন সাংবাদিক মহল। তবে এই নায়কের স্ত্রী রোমানা ইসলাম নীড়ের দাবি তার স্বামী ষড়যন্ত্রের শিকার। এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন। নীড় বলেন, এই ১১ বছরের ফিল্ম জীবনে কেউ বলতে পারবেনা জয় করো সাথে কোনো দিন কোনো বিষয় নিয়ে বেয়াদবি করেছে। শুধু সাংবাদিক ভাইয়েরা না চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত কোনো একটা মানুষ বলতে পারবেনা। এমনকি আমাদের বিএফডিসি তে যে ঝাড়ুর কাজ করে তার সাথেও হেসে কথা বলে তাদের সমস্যায় তাদের পাশে থেকেছে। এতোটাই ভালোবাসা পেয়েছে সে যে শিল্পীরা তাঁকে ভালোবেসে ভোট দিয়ে শিল্পীদের নেতা বানিয়েছে। ২৩ তারিখ কি এমন হলো যে এই পরিবেশ হলো? উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উল্লেখ করে চিত্রনায়িকা নীড়ের ভাষ্য, আপনার শিল্পীকে কেউ বাউন্ডারি ক্রস করে মারতে আসবে আর আপনি কি সেটা চেয়ে চেয়ে দেখবেন? এটাই কি কাম্য আপনাদের? ভিডিওতে সবাই দেখেছে শিল্পী সমিতির বাউন্ডারি ক্রস করে একজন ভিতরে ঢুকছিলো শিল্পীকে আঘাত করার জন্য সেটা দেখে আর একজন শিল্পী প্রতিবাদ করেছে ! এটাইতোহ শিল্পীদের ধর্ম হওয়া উচিৎ। খুব অবাক হলাম একা জয় চৌধুরীকে দোষ দিয়ে তাঁকে কোণঠাসা করা হচ্ছে? এটা কি কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে করা হচ্ছে না তো? সালমান শাহ, শাকিব খানদের মতোই টার্গেট জয়, এমনটাই মনে করে নীড় বলেন, যদি বিচার করতেই হয় আসেন সমান বিচার করতে শিখি? ওখানে কি এমনি এমনিই শিল্পীরা ক্ষিপ্ত হয়েছিলো? আসেন আরো সহজ ভাবে বলি ওখানে কি এক হাতে তালি বেজেছিলো? যে ছেলেটা ১১ বছর করো সাথে কোনো দিন এক মিনিটের জন্য বেয়াদবি করেনি সে হঠাৎ করেই রেগে গেল? যুগে যুগে আমাদের চলচ্চিত্রে হয়ে এসেছে যে একটু মাথা চারা চিয়ে উঠেছে তাকেই টার্গেট করা হয়েছে! সালমান শাহ, মান্না ভাই, শাকিব ভাই, জায়েদ খান, শেষে এল এই জয় চৌধুরী! শিল্পী সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই জয়কে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে মনে করেন নীড়। তিনি বলেন, দুঃখ জনক হলেও এটাই সত্য সালমান শাহ আজ মরে গিয়েও প্রতিটা মানুষের অন্তরে আছে! মান্না ভাইও একই! শাকিব খান আজ আমাদের সব থেকে বড় সুপারস্টার! জায়েদ খানকে সবাই চেনে! জয়ের কি হবে জনিনা! তবে একটা কথা বলতে পারি জয় জীবন দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রকে এবং এখানকার মানুষদেরকে ভালোবাসে।

এবার আরেফীনের সিনেমায় পাওলি

বিনোদন ডেস্ক : নির্মাতা ফাখরুল আরেফীন খানের প্রথম ছবি 'ভুবন মাঝি'-তে দেখা গিয়েছিলো পশ্চিমবাংলার অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে। এরপর তিনি নির্মাণ পশ্চিমবঙ্গের আরেক বরেণ্য অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীকে নিয়ে নির্মাণ করেন 'গণ্ডি' এবং 'জেকে ১৯৭১' নামের দুটো সিনেমা। এবার নিজের চতুর্থ সিনেমার কাজ শুরু করেছেন গুণী এই নির্মাতা। নাম 'নীল জোছনা'। সরকারী অনুদানের এই সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে মোশতাক আহমেদের প্যারাসাইকোলজি বিষয়ক উপন্যাস 'নীল জোছনার জীবন' অবলম্বনে। এবার আরেফিনের সিনেমায় অভিনয় করছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পাওলি দাম। তাকে দেখা যাবেন সিনেমার প্রধান নারী চরিত্র লায়লার ভূমিকায়। গত বুধবার কলকাতার ডিকালগ ম্যানেজমেন্ট সেন্টারে পাওলির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করেন নির্মাতা ফাখরুল আরেফীন খান। সিনেমায় পাওলির বিপরীতে কে থাকছেন তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে নির্মাতা জানিয়েছেন, পাওলির বিপরীতে দেশের একজন অভিনয়শিল্পীকে তিনি নির্বাচিত করবেন। খুব শিগগির তা চূড়ান্ত করে জানাবেন তিনি। আবারও বাংলাদেশের সিনেমায় অভিনয় প্রসঙ্গে কলকাতা থেকে মুঠোফোনে পাওলি বলেন, 'গত বছর নির্মাতা ফাখরুল আরেফিন খান আমার সঙ্গে এই সিনেমা নিয়ে যোগাযোগ করেন। প্রথমে তার কাছে থেকে গল্পটি শুনেছি, যেহেতু তখনও মোশতাক আহমেদের সেই বইটি আমার পড়া ছিল না, এরপর যখন বইটি পড়লাম, তখন দারুণ লাগলো। বলা যায় এই সিনেমার সঙ্গে সেদিন থেকেই জড়িয়

আড়াইহাজারে ম্যাজিস্ট্রেট দেখে দোকান বন্ধ করে পালালেন

আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি: আড়াইহাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট দেখে দোকান বন্ধ করে পালিয়ে গেলেন দোকানীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার গোপালদী বাজারে এই ঘটনা ঘটে। সহকারী কমিশনার ভুমি শামসুজ্জাহান কনক জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি পুলিশ ও আনসার সদস্য নিয়ে গোপালদী বাজারে অপরিষ্কার ও অপরিছন্ন পরিবেশ দেখতে অভিযান পরিচালনা করার জন্য যাই। এই সময় গোপালদী বাজারে কবিরের মালিকানাধীন মুসলিম সুইট মিটে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এই খবর পেয়ে বাজারের ওষুধ, মুদিসহ সকল প্রকার দোকান বন্ধ করে দোকানীরা পালিয়ে যায়। পরে বাজার ফাঁকা হয়ে যায়। তিনি আরও জানান, পরে রামচন্দ্রদী ও মানিকপুর এলাকায় বিভিন্ন দোকানীদের সতর্ক করা হয়।

আশুগঞ্জে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ে অবহিতকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার নাগরিকদের পেনশন স্ক্রিমে স্পট রেজিস্ট্রেশন করানো হয়। আশুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার শ্যামল চন্দ্র বসাকের সভাপতিত্বে এ সময় পেনশন স্কিমের উপরে বক্তৃতা করেন সহকারি কমিশনার (ভূমি) কাজী তাহমিনা সারমিন, আশুগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজার শরীফুজ্জামান। সভাপতির বক্তৃতায় ইউএনও শ্যামল চন্দ্র বসাক বলেন, সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাংলাদেশের সব নাগরিকের টেকসই ভবিষ্যৎ আর্থ-সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় ইচ্ছে ও তার দূরদর্শী নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ। সর্বজনীন পেনশন স্কীম চালু হলে কাউকে আর বৃদ্ধাশ্রমে যেতে হবে না। তিনি সকল স্তরের জনগণকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের অন্তর্ভূক্ত হবার আহবান জানান।

বাঘায় সাতটি ঘর পুড়ে ভস্মিভূত, ক্ষতি ১২ লক্ষ টাকা

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় আগুনে ৪টি পুড়ে গেছে। এতে ঘরের আসবাবপত্র, নগদ টাকাসহ ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। বুধবার (২৪ এপ্রিল) বিকাল সাড়ে ৫টায় রান্না ঘরের চুলা থেকে উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের তুলশিপুর গ্রামের হারুনুর রশিদের বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে বাঘা সিভিল ডিফেন্স ও ফায়ার সার্ভিসের দল আগুন নিয়ন্ত্রন করে। এ বিষয়ে মনিগ্রাম ইউনিয়নের সাবেক মেম্বর ও তুলশিপুর গ্রামের গ্রামের নজরুল ইসলাম বলেন, ফায়ার সার্ভিসের দল আগুন নিয়ন্ত্রন করলেও তার আগেই ১টি রান্না ঘর, ৪টি শোয়ার ঘরের আসবাবপত্র, ফ্রিজ, টিভি, ও নগদ ১ টাকাসহ ১০ লক্ষ টাকা মালামাল পুড়ে গেছে। বাঘা সিভিল ডিফেন্স ও ফায়ার সার্ভিস কার্যালয়ের স্টেশন অফিসার মিজানুর রহমান বলেন, রান্না ঘরের চুলার আগুন থেকে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। অপর দিকে উপজেলার আড়ানী ঝিনা সরকার পাড়া গ্রামে আবদুর রাজ্জাকের বাড়ির তিনটি ঘর আগুনে পুড়ে গেছে। এতি ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ টাকা। বিয়টি নিশ্চিত করেন আড়ানী ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ও ঝিনা সরকারপাড়া গ্রামের আবুল কালাম। উপজেলা নির্বাহী অফিসার তরিকুল ইসলাম বলেন, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সহযোগিতার জন্য ঘটনা দুটি জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে।

বরিশালে নতুন তিন প্রার্থী নিয়ে তোলপাড়

বরিশাল প্রতিবেদক : নতুন দুইজন চেয়ারম্যান ও একজন নারী ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীকে নিয়ে জেলার বাবুগঞ্জ ও মুলাদী উপজেলাবাসীর মধ্যে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে। নতুন প্রার্থীদের জয়জয়কারে চরম বেকায়দায় পরেছেন প্রতিদ্বন্ধিতা করা হেভিওয়েটের প্রার্থীরা। নির্বাচনের দিন যতোই ঘনিয়ে আসছে পরিবর্তনের পক্ষে সাধারণ ভোটাররা ওই তিন প্রার্থীর পক্ষে কোমর বেঁধে মাঠে নামতে শুরু করেছেন। প্রার্থীরাও দীর্ঘদিন থেকে নির্বাচনী মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। গণসংযোগে নেমে তারা উন্নয়নবঞ্চিত উপজেলাবাসীর তীব্র ক্ষোভের কথাশুনলেও ভোটারদের দিচ্ছেন না কোন প্রতিশ্রুতি। তিন প্রার্থীই প্রায় একই কথা বলেছেন, অতীতের জনপ্রতিনিধিদের ন্যায় মুখে কথার ফুলঝুড়ি ছড়াতে চাইনা। নির্বাচিত হতে পারলে ভাগ্যবঞ্চিতদের ভাগোন্নয়নে সবকিছু কাজে প্রমান করে দিবো। আর দুইবছরের মধ্যে ভাগোন্নয়নে ব্যর্থ হলে পদত্যাগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবো।

পাকুড়গাছের ডালে কোকিল। বেড়াইদেরচালা, শ্রীপুর, গাজীপুর।

শেরপুরে লোডশেডিং : সেচ সংকটে বোরো আবাদ

শেরপুর প্রতিনিধি : চলমান তাপপ্রবাহে শেরপুরে বিদ্যুতের চাহিদাও বেড়েছে। তবে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হওয়ায় লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জনজীবন। শুধু তাই নয়, লোডশেডিংয়ের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে জেলার বোরো ধানের আবাদেও। কৃষি বিভাগের তথ্যনুসারে, চলতি মৌসুমে শেরপুর জেলাজুড়ে ৯১ হাজার ৯৪২ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ধানখেতে ধান পুষ্ট হতে শুরু করেছে। তবে এরইমধ্যে লোডশেডিং শুরু হওয়ায় চাহিদামাফিক সেচ দিতে না পারছেন না জেলার কৃষকরা। ফলে ধানের আশানুরূপ ফলন পাওয়া নিয়ে শঙ্কা তাদের মনে। বিদ্যুতের ঘন ঘন যাওয়া-আসা এবং ভোল্টেজ কম থাকায় সেচ পাম্পের মোটরও পুড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। সেচ পাম্পের মালিকরাও আছেন বিপাকে। শেরপুর কৃষি সম্প্রাসরণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. সুকল্প দাস জানান, চলতি মৌসুমে জেলায় ৯১ হাজার ৯৪২ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ করা হয়েছে। ৭০ শতাংশ জমিতে বোরো ধানের ফ্লাওয়ারিং হয়েছে (ফুল ফুটেছে)। অন্যদিকে, পাহাড়ি এলাকায় আগাম জাতের লাগানো ধানগুলো ইতোমধ্যে কাটা শুরু করেছে। জেলার পিডিবি অফিস বলছে, জেলায় দৈনিক বিদ্যুৎতের চাহিদা প্রায় ৬০ মেগাওয়াট। এর বিপরীতে বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ২৫ থেকে ২৮ মেগাওয়াট। তাই চাহিদার তুলনায় অর্ধেক বিদ্যুৎ নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা। পল্লীবিদ্যুৎ অফিসের মতও একইরকম। তাদের ভাষ্য, জেলায় পল্লীবিদ্যুতের বিদ্যুৎ চাহিদা ৮০ মেগাওয়াট। এর বিপরীতে সরবরাহ হচ্ছে ৫০ মেগাওয়াটেরও কম। তাই চাহিদার তুলনায় অর্ধেক বিদ্যুৎ দিয়ে যতটা পারা যায়, ঠিকঠাক ব্যবস্থাপনার চেষ্টা করছেন তারা। সরেজমিনে জেলার বিভিন্ন মাঠ ঘুরে ও কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সেখানে দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিদ্যুৎ থাকে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টার মতো। এতে করে সেচ পাম্পগুলো ঠিক মতো চালাতে পারছেন না কৃষকরা। বিদ্যুতের ঘন ঘন যাওয়া-আসা এবং ভোল্টেজ কম থাকায় মোটর পুড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, পানির অভাবে জমি ফেটে যাচ্ছে। ধানের থোড় (গাছে যে অংশ থেকে ফুল হয়ে পরে ধান হয়) বের হওয়ার পর কিছুকিছু জমির থোড় শুকিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ অবস্থার পরিবর্তন না হলে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা কৃষকদের। সদর উপজেলার যোগিনীমুড়া গ্রামের কৃষক আলমগীর হারুন বলেন, বোরোর আবাদ কইরা আমরা বর্তমানে খুবই আশঙ্কার মধ্যে আছি। মাঠে ে থোড় ধানগুলা বের হইতেছে, ঠিকমত সেচ দিবার পাইতাছি না। এই ধানগুলা চিটা হইয়া যাইবো।

চিরিরবন্দরে বৃষ্টির জন্য ইস্তিসকার নামাজ আদায়

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর প্রতিনিধি :চলমান তীব্র তাপদাহ আর কড়া রোদে দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনাবৃষ্টির কারণে মাঠে রোদে পুড়ে কৃষকের বিভিন্ন ফসল নষ্ট হচ্ছে। আম-লিচুর গুটি ঝরে পড়ছে। এছাড়াও এ তীব্র গরমে ধান-পাটসহ কৃষির ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। তীব্র দাবদাহ থেকে পরিত্রাণের জন্য এবং বৃষ্টির প্রত্যাশা করে মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট পানাহ চেয়ে গতকাল ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকাল ৫ টায় উপজেলার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে ও সকাল সাড়ে ৭টায় উপজেলার গ্রামীণ শহর রানীরবন্দরের ঐতিহ্যবাহী রানীরবন্দর ইয়াতিম খানা ঈদগাহ মাঠে খোলা আকাশের নিচে ইস্তিসকার নামাজ আদায় করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লীরা।

প্রচণ্ড রোদে খেতে মরিচ তুলছেন বয়স্ক কিষানি। নয়াপুকুর এলাকা, রংপুর।

কালীগঞ্জে প্রচন্ড দাবদাহ থেকে বাচঁতে বৃষ্টি চেয়ে অঝোরে কাঁদলেন মুসল্লিরা

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : প্রচন্ড দাবদাহ থেকে বাচঁতে এবং বৃষ্টির প্রত্যাশা করে লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে বৃষ্টির জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট দুই রাকাত ্সালাতুল ইস্তিখারচ নামাজ আদায় করেছে বিভিন্ন বয়সের ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণ। এ সময় মুসল্লিরা বৃষ্টির জন্য ঘন্টাব্যাপী অঝোরে কাঁদলেন। সালাতুল ইস্তিখারচ নামাজে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা কয়েকশত মুসল্লি নামাজে অংশগ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় উপজেলার কাকিনা মহিমারঞ্জন স্মৃতি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে খোলা আকাশের নিচে এই সালাতুল ইস্তিখারচ নামাজের আয়োজন করা হয়। দীর্ঘ দিন ধরে বৃষ্টি না হওয়ায় পুড়তে শুরু করেছে কৃষকের বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত, জমিতে রস না থাকায় গাছপালাসহ প্রাণীকুল কষ্টে আছে। তীব্র দাবদাহ থেকে বাঁচতে এই বিশেষ নামাজে বিভিন্ন এলাকার মুসল্লিগন অংশগ্রহণ করে। এ সময় প্রচন্ড গরম, তীব্রতাপ প্রবাহ ও খড়া থেকে রক্ষা পেতে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে, সৃষ্ট কর্তার কাছে পাপের জন্য ক্ষমা ও বৃষ্টির চেয়ে ঘন্টাব্যাপী দোয়া করছেন তারা। এ সময় ক্ষমা প্রার্থনা করেমোনাজাতে অংশ নেয়া অসংখ্য মুসল্লিগণবৃষ্টির জন্য কেঁদে বুক ভাসান মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য দোয়া করেন। নামাজ আদায় করতে আসা মুসল্লি আবদুস সামাদ বলেন, বৃষ্টি না হওয়ায় ইতোমধ্যে মরতে শুরু করেছে কৃষকের বিভিন্ন ফসলের ক্ষেতআল্লাহ যেন বৃষ্টি দেন তাই এই নামাজ পড়েছি। তুষভান্ডার বাজার জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মো: নুর ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির কারণে কষ্টে আছে গাছপালাসহ প্রাণীকুল। সে কারণে মহান আল্লাহর রহমতের বৃষ্টির জন্য নামাজ পড়েছি। বিশেষ নামাজে মোনাজাত পরিচালনাকারী কালীগঞ্জ ওলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা তাজুল ইসলাম বলেন, আমাদের বর্তমান যে সমাজের অবস্থা। তীব্র খড়ার কারণে সমাজে দাবদাহ সৃষ্টি হয়ছে। ফলে পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব পড়ছে। শুধু তাই না তীব্র তাপদহের কারণে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য আমরা বিশেষ নামাজ আদায় করলাম।

শৈলকুপায় পারিবারিক কলহে আহত ২

শৈলকুপা, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলার লাঙ্গলবাঁধ বাজার সংলগ্ন নতুন ভুক্ত মালিথিয়া গ্রামে পারিবারিক কলহের জের ধরে দুই মহিলা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে, উপজেলার নতুন ভুক্ত মালিথিয়া গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর বড় ছেলে লাঙ্গল বাঁধ বাজারের ব্যবসায়ী মোস্তফার সাথে তার মেঝো ছেলে নুর মাহমুদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক ভাবে দীর্ঘ দিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। তার জের ধরে বুধবার দিবাগত রাতে মোস্তফা তার ভাড়াটিয়া গুন্ডা বাহিনী দিয়ে তার ছোটভাইয়ের স্ত্রী রিনা খাতুন (৩৫) ও তার মেয়ে কে বাড়িতে একা পেয়ে মারধর করে ও ঘরের মালামাল ভাংচুর ও লুটপাট করে। আহত ব্যক্তিদের কে মাগুরা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আহত রিনা খাতুন জানান, আমার ভাশুর মোস্তফা সম্পত্তির লোভে তার ভাড়াটিয়া গুন্ডা বাহিনী দিয়ে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেয়। বাড়ি থেকে না বের হলে তাদের সবাইকে মেরে ফেলা হবে বলে অভিযোগ করেন। এদিকে নুর মাহমুদ জানান আমার বড় ভাই মোস্তফা সম্পত্তির লোভে তার ভাড়াটিয়া গুন্ডা বাহিনী দিয়ে আমার মেয়ে ও স্ত্রী কে হত্যার জন্য মারধর করে। পুলিশ সংবাদ পেয়ে তাদের আহত অবস্থায় উদ্ধার করে। বর্তমানে তারা মাগুরা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধিন রয়েছে। তাদের অবস্থা আশংকাজনক। মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত মোস্তফা জানান, আমার বাড়িতে এরকম কোন ঘটনা ঘটেনি। এ ব্যাপারে লাঙ্গল বাঁধ পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্ব রত পুলিশ অফিসার এ এস আই কৌশিক জানান, মোস্তফার বাড়িতে মারামারির সংবাদ শুনে যেয়ে আহত অবস্থায় তার ছোট ভাইয়ের স্ত্রীসহ মেয়েকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠাই।শুনেছি মোস্তফা ও তার ছোট ভাই নূর মাহমুদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন বিরোধ চলে আসছে তার যে ধরেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পোরশার নোচনাহারে ৩টি দোকান পুড়েগেছে

পোরশা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর পোরশা নোচনাহার বাজারে কাপড় ও স্টেশনারি সহ তিনটি দোকান আগুনে পুড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার নোচনাহার বাজারে রমজান মার্কেটের নাজমুল ইসলামের নাজমুল স্টোর, মেহেদী হাসানের মদিনা আতর হাউজ ও স্টেশনারী এবং আমিনুল ইসলামের আমিনুল ক্লোথ স্টোর নামের তিনটি দোকানে আগুন লেগে পুড়ে গেছে। স্থানীয়রা জানান, হঠাৎ করে আগুন লেগে দোকান তিনটির মালামাল পুড়ে যায়। এ সময় মদিনা আতর হাউজের মালিক মেহেদী হাসান আহত হয়। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গা পুড়ে যায়।

রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত স্থায়ী কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি : পার্বত্য অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোন প্রকার অবনতি ঘটলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি। তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিটি সেক্টরে যাতে উন্নয়ন তরান্বিত করা যায় তার জন্য সংসদীয় কমিটির পক্ষ থেকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং অতীতের মতো আগামী দিনগুলোতে প্রতিটি সেক্টরে উন্নয়ন কাজ চলবে বলে তিনি জানান। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় রাঙ্গামাটিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত স্থায়ী কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ এনেক্স ভবনের সম্মেলন কক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বীর বাহাদুর এমপি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি, রাঙ্গামাটি সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার এমপি, পাবনা-৫ সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক খন্দকার প্রিন্স এমপি, চট্টগ্রাম-১৫ সংসদ সদস্য আবদুল মোতালেব, ব্রাহ্মনবাড়িয়া-২ সংসদ সদস্য মোঃ মঈন উদ্দিন এমপি, ময়মনসিংহ-১ সংসদ সদস্য মাহমুদুল হক সায়েম এমপি ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য স্বরতী তঞ্চঙ্গ্যা এমপি উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেন, কাপ্তাই হ্রদের ড্রেজিং এর বিষয়টি একনেকে দেয়া আছে পাশ হলেই আগামী অর্থ বছরে কাজ শুরু হবে। তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি শৃঙ্খলা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে। পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা কারোর একার পক্ষে সম্ভব নয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সকল জনগন ও জনপ্রতিনিধিদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। তবেই এলাকায় উন্নয়ন তরান্বিত হবে। এছাড়া বৈঠকে উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সুদত্ত চাকমা (সি-নয়র সচিব), তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষার মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত (অতিরিক্ত সচিব), পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব আমিনুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব), পার্বত্য মন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটির সচিব অমলেন্দু সিংহ (যুগ্ন সচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হারুন-অর রশিদ (যুগ্ন সচিব), তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সিইও বৃন্দ, আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্বরত উপসচিববৃন্দ এবং সংসদের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে পার্বত্য রাঙ্গামাটি জেলার চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সরেজমিনের পরিদর্শন করবেন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যরা।

শেরপুর প্রেস ক্লাবের নয়া সভাপতি দেবশীষ, সম্পাদক মেরাজ

শেরপুর প্রতিনিধি : বিটিভি ও দৈনিক সমকালের শেরপুর জেলা প্রতিনিধি দেবাশীষ ভট্টাচার্যকে সভাপতি ও ইনডিপেনডেন্ট টিভির স্টাফ রিপোর্টার মো: মেরাজ উদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদক করে শেরপুর প্রেস ক্লাবের ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি নির্বাচন করা হয়েছে। এরআগে ক্লাবের বিপুল সংখ্যাক সদস্যসহ জেলার প্রায় পৌনে দুইশ সাংবাদিকের উপস্থিতিতে পূর্বের অনিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত শেরপুর প্রেস ক্লাবের কমিটি ক্লাবের স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম ও ব্যর্থতার অভিযোগে ক্লাবের সদস্যদের দাবীর মুখে শেরপুর প্রেস ক্লাবের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে ক্লাবের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য সমর্থন দেন। বুধবার (২৪ এপ্রিল) বিকেলে শেরপুরের প্রবীন সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় ভার্চুয়ালী বক্তব্য রাখেন সংসদ উপনেতা ও শেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, শেরপুর-১ সদর আসনের এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছানুয়ার হোসেন, শেরপুর-৩ আসনের এমপি এডিএম শহিদুল ইসলাম, শেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর রুমান, শেরপুর পৌরসভার মেয়র গোলাম মোহাম্মদ কিবরিয়া লিটন, শেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো: রফিকুল ইসলাম, মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুন্নাহার কামাল, জেলা জাসদ সভাপতি ও শেরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুল ইসলাম লিটন, শেরপুর সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাবিহা জামান শাপলা, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান বায়োযীদ হাসানসহ আরো অনেকে। এসময় বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকার সাংবাদিকদের কল্যাণে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্বাধীনভাবে খবর প্রচার করে আসছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকে তালা ঝুলিয়েছে এলাকাবাসী

বরিশাল প্রতিবেদক : জেলার গৌরনদী উপজেলার বাসুদেবপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি রিয়াজ হোসেনের বদলীর আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ ও গণস্বাক্ষর আদায়ের পর ক্লিনিকে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে বিক্ষুব্দ এলাকাবাসী। বৃহস্পতিবার সকালে কমিউনিটি ক্লিনিকের সামনে জমিদাতা সিরাজ হাওলাদারের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় বাসিন্দা নাছিমা বেগম, শাহে আলম সরদার, খোরশেদ আলম প্রমুখ। এ সময় বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী সিএইচসিপি রিয়াজের বদলীর আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিকে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। ফলে নবাগত সিএইচসিপি সাথী বেপারী যোগদান করতে না পেরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

হিলিতে তীব্র গরমে পথচারীদের মাঝে পানি ও স্যালাইন বিতরণ

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : চলছে বৈশাখ মাস সারাদেশে প্রচন্ড তাপদহ ও তীব্র গরম। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে রোদ ও গরমের তীব্রতা। প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বাহির হচ্ছে না সাধারণ মানুষ। ঠিক সেই সময়ে দিনাজপুরের হাকিমপুর হিলিতে রিকসা,ভ্যান, ইজিবাইক চালক ও পথচারীদের মাঝে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিশুদ্ধ পানি ও খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টায় হাকিমপুর উপজেলার চারমাথা মোড়ে প্রায় ২০০ জন শ্রমিক ও পথচারীদের মাঝে বিশুদ্ধ পানি ও খাবার স্যালাইন বিতরণ করেন হাকিমপুর উপজেলা শাখার শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দরা। এসময় সেখানে দিনাজপুর জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সেক্রেটারি মোঃ মোসলেম উদ্দিন,হাকিমপুর উপজেলা শাখার উপদেষ্টা ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম,সভাপতি সবিরুল ইসলাম,সদস্য ডাঃ সাইদুর রহমান, মেহেদী হাসানসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। রিকসা চালক মফিদুল ইসলাম বলেন, প্রচন্ড তাপ ও তীব্র গরম এর কারণে ঘর থেকে মানুষ বিনা প্রয়োজনে বাহির হচ্ছে না। পেট তো আর এসব বুঝে না। তাই রিকশা নিয়ে রাস্তায় বের হয়েছি। সকাল থেকে যাত্রী ও তেমন পাচ্ছি না। চারমাথা মোড়ে বসে আছি এমন সময় হঠাৎ আমার হাতে পানির বোতল ও খাবর স্যালাইন তুলে দেন। আমি খুব খুশি। আমি তাদের জন্য মন থেকে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের ভালো করেন। ইজিবাইক চালক নাজমুল হোসেন বলেন,প্রচন্ড রোদ ও তীব্র গরমে তারা পানি ও খাবার স্যালাইন বিতরণ করছেন। আমি তাদের উদ্যোগকে সাদুবাদ জানাই। হাকিমপুর উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উপদেষ্টা ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম বলেন, তীব্র গরম ও প্রচন্ড তাপদহে পুড়ছে সারাদেশ। এ সময় সবচেয়ে কষ্টে থাকে রিকসা, ভ্যান, ইজিবাইক চালক ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। তাই আমরা কেন্দ্রীয় কর্মসূচি অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার হিলি চারমাথা মোড়ে ২০০ জন শ্রমিক ও পথচারীদের মাঝে বিশুদ্ধ পানি ও খাবার স্যালাইন বিতরণ করেছি। আমি সমাজের বিত্তবান ও সকল রাজনৈতিক এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতি আহবান জানাই তারাও যেন শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ায় !। সভাপতি সবিরুল ইসলাম বলেন,কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমরা হিলি চারমাথা মোড়ে বিশুদ্ধ পানি ও খাবার স্যালাইন বিতরণ করলাম।

হিলিতে বিনামূল্যে আউশ ধানের বীজ,পাট বীজ ও সার

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের খরিপ-১ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় দিনাজপুরের হিলিতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে আউশ ধানের বীজ,পাট বীজ, গ্রীষ্মকালিন পেঁয়াজ বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টায় হাকিমপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে কৃষি প্রশিক্ষণ হলরুমে ৪ শত ৫০ জন কৃষকদের মাঝে এসব বীজ ও সার বিতরণ করা হয়। এসব বিতরণ অনুষ্ঠানে হাকিমপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অমিত রায়,উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পারুল নাহার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোছা: আরজেনা বেগম,কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মেজবাহুর রহমান,পল্লী উন্নয়ন অফিসার গোলাম রব্বানী, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুরাদ ইমাম কবিরসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আরজেনা বেগম জানান,২০২৩-২৪ অর্থ বছরে খরিপ-১ মৌসুমে কৃষি প্

শিরোপা দৌড়ে পিছিয়ে পড়ল লিভারপুল

স্পোর্টস ডেস্ক : চেনা আঙিনায় গ্যালারি ভর্তি সমর্থকদের সামনে অসাধারণ পারফরম্যান্স উপহার দিল এভারটন। দুই অর্ধে দুই গোল করে নিয়ন্ত্রণ নিল ম্যাচের। আক্রমণাত্মক ফুটবলে মরিয়া চেষ্টা চালাল লিভারপুল। তাতে লড়াই হলো জমজমাট; কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে পারল না দলটি। ম্যাচ হেরে লিগ শিরোপার লড়াইয়ে বড় এক ধাক্কাই খেল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। গুডিসন পার্কে বুধবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে এভারটন। জ্যারেড ব্র্যান্থওয়েইট দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ডমিনিক ক্যালভার্ট-লুইন। ২০১০ সালের পর ঘরের মাঠে লিভারপুলের বিপক্ষে এই প্রথম জয়ের স্বাদ পেল এভারটন। এই নিয়ে সবশেষ চার ম্যাচে তৃতীয়বার হোঁচট খেল লিভারপুল, এর মধ্যে দুটিতেই হার। সুযোগ হারাল পয়েন্টের হিসাবে আর্সেনালের পাশে বসার। ৩৪ ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে লিভারপুল। তাদের চেয়ে ৩ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। দুই ম্যাচ কম খেলে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে ম্যানচেস্টার সিটি। ম্যাচের শুরু থেকেই জমজমাট লড়াইয়ের আভাস মেলে। তৃতীয় মিনিটে দারুণ একটি সুযোগও পেয়ে যায় এভারটন। তবে বক্সে ফাঁকায় বল পেয়েও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি আবদুলাই দুকুরে। ষষ্ঠ মিনিটে প্রতিপক্ষের পাল্টা আক্রমণ রুখতে ডি-বক্সে ইংলিশ ফরোয়ার্ড ক্যালভার্ট-লুইনকে ফাউল করে বসেন আলিসন। সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি, ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষককে হলুদ কার্ডও দেখান। তবে ভিএআরে দেখা যায়, আক্রমণের শুরুতে অফসাইডে ছিলেন ক্যালভার্ট-লুইন। বাতিল হয়ে যায় পেনাল্টি ও কার্ডের সিদ্ধান্ত। খানিক বাদে এভারটনের বক্সে ভীতি ছড়ান মোহামেদ সালাহ। পাস বাড়ান গোলমুখে দারউইন নুনেসের উদ্দেশ্যে, দারুণভাবে স্লাইড করে ঠেকিয়ে দেন ডিফেন্ডার বেন গডফ্রে। শিরোপাপ্রত্যাশীদের ওপর চাপ ধরে রেখে ২৭তম মিনিটে এগিয়ে যায় এভারটন। একটি ফ্রি কিকের ফলশ্রুতিতে মুহূর্তের ব্যবধানে বক্সের মধ্যে থেকে দুটি শট নেয় তারা, দুটিই রক্ষণে প্রতিহত হয়। তৃতীয় প্রচেষ্টায় ব্র্যান্থওয়েইটের নিচু শটও ঝাঁপিয়ে প্রায় ঠেকিয়েই দিয়েছিলেন আলিসন, তবে বল তার শরীরের নিচ দিয়ে গড়াতে গড়াতে পোস্টের ভিতরে দিকে লেগে কোনোমতে গোললাইন পেরিয়ে যায়। ৪৪তম মিনিটে সমতা টানার পরিষ্কার সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করেন লুইস দিয়াস। নুনেসের হেড পাস ফাঁকায় পেয়ে লক্ষ্যেই শট নিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রুখে দেন জর্ডান পিকফোর্ড। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম কয়েক মিনিটে দেখা যায় লিভারপুলের মরিয়া ভাব। তবে উজ্জীবিত এভারটন পাল্টা চাপ দিতে দেরি করেনি। অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় গোলও পেয়ে যায় তারা। ৫৭তম মিনিটে ইংলিশ ফরোয়ার্ড ম্যাকনিলের দূর থেকে নেওয়া বুলেট গতির শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠান আলিসন।

ক্ষমা চাইলেন ক্লপ

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জয়ের আশায় বিশাল এক ধাক্কা খেয়েছে লিভারপুল। এভারটনের কাছে ২-০ গোলে হেরে শিরোপা দৌড় থেকে কার্যত ছিটকে পড়েছে তারা। প্রত্যাশা মতো নৈপুণ্য দেখাতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন ক্লাবটির বিদায়ী কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। শিরোপা দৌড়ে তার দলের সম্ভাবনা কতটুকু এমন প্রশ্নে লিভারপুল কোচ বলেছেন, 'এখন শীর্ষে থাকা আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটির বাজে মুহূর্তের প্রয়োজন। আমি আসলে বলতে পারছি না। কিন্তু আজ ভক্তদের কাছে ক্ষমা চাইতে পারি। এখানে যারা আছে তারা সবাই জানে ব্যাপারটা আমাদের জন্য কতটা কঠিন। আমাদের আরও ভালো খেলা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পারিনি।' এভারটনের জয়ে একটি করে গোল করেছেন জ্যারাড ব্র্যান্থওয়েট ও কালভার্ট লুইন। এই পরাজয়ে তাদের ভাগ্যও যে লিগে নির্ধারিত হয়েছে সেটা সমস্বরে এভারটনের ভক্তদের স্লোগানেও ফুটে উঠে। শেষ বাঁশি বাজার পর তারা বলেছে, 'তোমরা গুডিসন পার্কে লিগটা হেরেছো।' ১৩ বছরে এই বছর মার্সিসাইড ডার্বিতে ঘরের মাঠে জিতেছে এভারটন। এই পরাজয়ে আর্সেনালের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধানে সমতা আনার সুযোগ লিভারপুল হাতছাড়া করেছে। ৩৪ ম্যাচে আর্সেনালের সংগ্রহ ৭৭। সমান ম্যাচে লিভারপুল ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি তাদের চেয়ে সুবিধাজনক স্থানে।

বার্সাতেই থেকে যাচ্ছেন শাভি

স্পোর্টস ডেস্ক : একবার-দুবার নয়, শাভি এর্নান্দেস বেশ কয়েক বার বলেছিলেন, "কোনোভাবেই সিদ্ধান্ত বদলাব না।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত আগের অবস্থান থেকে সরে এলেন তিনি। এই মৌসুম শেষে তার দায়িত্বের শেষ হচ্ছে না, বার্সেলোনার কোচ হিসেবে চুক্তির আরেকটি মৌসুমও তিনি থেকে যাচ্ছেন। বুধবার গোটা দিনই বার্সেলোনার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সভা ও আলোচনা করে কাটে শাভির। গুঞ্জন ছড়াতে থাকে তখনই। তিনি মনোভাব বদলে ফেলেছেন বলেও খবর প্রকাশিত হতে থাকে। একপর্যায়ে বার্সেলোনার এক মুখপাত্র বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে নিশ্চিত করেন, ২০২৪-২৫ মৌসুমেও বার্সেলোনার দায়িত্বে থাকছেন শাভি। পরে বার্সেলোনার সভাপতি হুয়ান লাপোর্তার বাড়ির বাইরে ক্লাব সহ-সভাপতি রাফা ইউস্তে অপেক্ষমাণ সংবাদকর্মীদের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জানান, "শাভি (দায়িত্ব) চালিয়ে যাবে এবং খুবই রোমাঞ্চিত ক্লাবের বোর্ড এখানে সর্বসম্মত যে, তারই দায়িত্বে থাকা উচিত।" লা লিগায় ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগে রোববার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নিজের পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাবেন শাভি। ক্লাব সভাপতি লাপোর্তা অবশ্য বৃহস্পতিবারই এটা নিয়ে কথা বলবেন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে। সূত্রের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, ক্লাবের পক্ষ থেকে শাভিকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার কোচিং স্টাফে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হবে না এবং ক্লাবের আর্থিক সঙ্কটের পরও আগামী মৌসুমের আগে শীর্ষ মানের ফুটবলার দলে নেওয়া হবে। ফুটবলার হিসেবে শাভি বার্সেলোনার ইতিহাসের সর্বকালের সেরাদের একজন। ১৭ বছরের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে আটটি লা লিগা ও চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ ২৫টি শিরোপা জিতেছেন তিনি এই ক্লাবের হয়ে। পরে কোচের দায়িত্বেও গত মৌসুমে দলকে এনে দেন লিগ শিরোপা। কিন্তু এই মৌসুমে দলের পারফরম্যান্স ভালো না হওয়ায় তার ওপর চাপ বাড়ছিল। পরে গত জানুয়ারিতে তিনি আচমকাই জানিয়ে দেন, মৌসুম শেষে দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন। তখন তিনি বলেছিলেন যে, ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও মুক্তির আনন্দ পাচ্ছেন। পরে আরও বিস্তারিত বলেন যে, এখানে তার কাজ কতটা কঠিন করে তোলা হয়েছিল, কতটা চাপে তাকে রাখা হয়েছিল। শাভির বিদায়ের ঘোষণা দেওয়ার পর নাটকীয়ভাবে বার্সেলোনার পারফরম্যান্সে উন্নতি হতে থাকে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে পরের ১৩ ম্যাচে অপরাজিত থাকে দল।

ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন বিসমাহ মারুফ

স্পোর্টস ডেস্ক : ১৮ বছরের লম্বা আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টেনে দিয়েছেন পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক বিসমাহ মারুফ। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অনতিবিলম্বে ক্রিকেট ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন এই তারকা অলরাউন্ডার। উল্লেখ্য, এপ্রিলের শুরুর দিকে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হন পাকিস্তানের দুই নারী ক্রিকেটার। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিসমাহ মারুফ। ২০০৬ সালে অভিষেক করা বিসমাহ পাকিস্তানের হয়ে ২৭৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। তুলেছেন ৬ হাজার ২৬২ রান। তাতে রয়েছে ৩৩টি হাফসেঞ্চুরি ও ৮০টি উইকেট। অধিনায়ক হিসেবে পাকিস্তানকে ৯৬ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। ২০২০ সালে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০২২ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপে অধিনায়ক ছিলেন তিনি। অবসরের ঘোষণা দিয়ে বিসমাহ বলেছেন, 'যে খেলাটিকে ভীষণ ভালোবাসি সেখান থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই পথচলাটা ছিল অবিশ্বাস্য; যা ছিল চ্যালেঞ্জ, বিজয় ও অবিস্মরণীয় স্মৃতিতে পরিপূর্ণ।' এ সময় পরিবার ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

আবারও প্রিমিয়ারে ফেরার লড়াইয়ে স্বাধীনতা

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২২ সালে প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের অভিষেক ম্যাচেই শক্তিশালী বসুন্ধরা কিংসকে হারিয়ে দিয়েছিল স্বাধীনতা ক্রীড়া সংঘ। কিন্তু শুরুটা যেমন সাড়া জাগানো শেষটা তেমনি হতাশায় মোড়া দলটির। ক্রমে পথ হারিয়ে প্রিমিয়ারে ঐ এক মৌসুম খেলেই অবনমিত হয়ে যেতে হয় তাদের। পরের মৌসুমে টিকে থাকতে পারেনি পেশাদার লিগের দ্বিতীয় স্তর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগেও। এবার নতুন ম্যানেজম্যান্টের অধীনে ক্লাবটি সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল দিয়েই শুরু করতে চায় প্রিমিয়ারে ফেরার লড়াই। নতুন ম্যানেজম্যান্টের পাশাপাশি নতুন কোচ হিসেবে পেয়েছে তারা ঘরোয়া ফুটবলের অভিজ্ঞ কামাল বাবু। তাঁর অধীনে এর মধ্যেই সিনিয়র ডিভিশনের জন্য দল গুছিয়েছে ক্লাবটি।

দুই ফরাসির নৈপুণ্যে শিরোপার আরও কাছে পিএসজি

স্পোর্টস ডেস্ক : চলতি মৌসুমে দারুণ ফর্মে আছে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)। লিগ শিরোপার দিকে অনায়াসেই এগিয়ে যাচ্ছে তারা। আরেকটি জয়ে শিরোপার আরও কাছে পৌছে গেল লুইস এনরিকের দল। লরিয়েন্টের বিপক্ষে তাদের জয় ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে। ম্যাচে অধিপত্য বিস্তার করেন দুই ফরাসি কিলিয়ান এমবাপে ও উসমান দেম্বেলে। দুটি করে গোল করেন এমবাপে ও দেম্বেলে। দুই অর্ধে একবার করে জালের দেখা পান তারা। আবার একে অপরের গলেও সহায়তা করেছেন তারা। ম্যাচের শুরুতেই দাপট দেখিয়ে খেলতে থাকে পিএসজি। তাতে ১৯তম মিনিটের মাথায় প্রথম গোলের দেখা পায় দলটি। সতীর্থের পাস ধরে সামনে থাকা প্রতিপক্ষের দুজনের বাধা এড়িয়ে আড়াআড়ি দৌড়ে বক্সে ঢুকে প্রথম গোলটি করেন দেম্বেলে। পরের তিন মিনিটের মধ্যে আরও একটি গোলের দেখা পায় পিএসজি। গোলদাতা এমবাপে। প্রথমার্ধে আর কোনো গোল হয়নি। আক্রমণে আধিপত্য ধরে রেখে দ্বিতীয়ার্ধের ৬০তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করে পিএসজি। বাঁ দিকের বাইলাইনের কাছে একজনকে দারুণভাবে কাটিয়ে এমবাপে পাস দেন বক্সে আর অনায়াসে ফাঁকা জালে বল পাঠান দেম্বেলে। ৭৩তম মিনিটে একটি গোল শোধ করে স্বাগতিকরা। গোলটি করেন মোহামেদ বাম্বা। এরপর নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে আরও একটি গোল করে দলের বড় জয় নিশ্চিত করেন এমবাপে। চলতি মৌসুমে এ নিয়ে ২৭ ম্যাচে ২৬টি গোল হলো

এমবাপ্পের। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ক্লাবের হয়ে ৪৩ ম্যাচে তার গোল এখন ৪৩টি। এই জয়ে ৩০ ম্যাচে ২০ জয় ও ৯ ড্রয়ে পিএসজির পয়েন্ট হলো ৬৯। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মোনাকোর চেয়ে তারা এগিয়ে ১৪ পয়েন্টে।

পিএসজির অপেক্ষা বাড়ালো মোনাকো

স্পোর্টস ডেস্ক : ফরাসি লিগে গতকালকেই রেকর্ড ১২তম শিরোপা জিততে পারতো পিএসজি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মোনাকো পয়েন্ট হারালে সেটা সম্ভব হতো। কিন্তু মোনাকো লিলকে ১-০ গোলে পরাজিত করায় আরেকটু অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে লুইস এনরিকের শিষ্যদের। পিএসজি অ্যাওয়ে ম্যাচে লরিয়াঁকে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করে সব আয়োজন সম্পন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু মোনাকো ফোফানার গোলে তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ায় উৎসব করতে পারেনি। পয়েন্ট টেবিলে পিএসজির সংগ্রহ ৬৯ পয়েন্ট। তাদের চেয়ে ১১ পয়েন্টে পিছিয়ে মোনাকো। এখনও ম্যাচ বাকি চারটি।

কাতারে হবে বাংলাদেশ লেবানন ম্যাচ

স্পোর্টস ডেস্ক : ফিফা বিশ্বকাপ এবং এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ এবং লেবাননের ফিরতি ম্যাচটি কাতারে অনুষ্ঠিত হবে বলে বাফুফে জানিয়েছে। আগামী ১১ জুন বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় এই ম্যাচ হবে। গত বুধবার বাফুফের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার জানিয়েছেন মাত্রই আমরা খবর পেয়েছি। আগামী ১১ জুন কাতারের দোহায় আল সাদ স্টেডিয়ামে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। এই স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের খেলা হয়েছিল। বাংলাদেশ সেই স্টেডিয়ামে খেলার সুযোগ পেয়েছে। তবে এটি লেবাননের হোম ম্যাচ। ফিলিস্তিনে যুদ্ধ চলছে। যে কারণে ফিলিস্তিন তাদের ভেন্যু করেছিল কুয়েতে। ফিলিস্তিনে যুদ্ধের কারণে লেবাননও তাদের দেশে ম্যাচ আয়োজন করতে চাইছে না। তারা বিশ্বকাপের দেশ কাতারে ভেন্যু করেছে। গত ২১ নভেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত লেবাননের বিপক্ষে ম্যাচে বাংলাদেশ ১-১ গোলে ড্র করেছিল।

লাইফস্টাইল

কোন ফল কখন খাবেন?

লাইফস্টাইলণ ডেস্ক : ১. ফল কখন খাওয়া উচিত- খালিপেটে না ভরাপেটে? ২. রাতে ঘুমানোর আগে ফল খেলে কী হজমে সমস্যা হয়? ৩. দিনে কয়টি ফল খেতে হয়? ফল খেতে গেলে এমন অনেক প্রশ্নই মনে আসতে পারে। ফল কখন খাবেন এ নিয়ে নানা জনের নানা মত। কেউ বলছেন, খালি পেটে পানি আর ভরা পেটে ফল খেতে হয়। আবার কেউ বলেন, সন্ধ্যার আগে ফল খেয়ে নেওয়া উচিত। ফল খাওয়ার উপযুক্ত সময় নিয়ে একেকজনের ধারণা একেকরকম। আবার কোন ধরনের ফল ভরাপেটে খেতে হবে, আর কোনগুলো যেকোন সময়ই খাওয়া যাবে- এ নিয়ে থাকে বিভ্রান্তি। গবেষণা বলছে, মানে যতই ভাল হোক না কেন, ফলের পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে গেলে এবং ফল খেতে হবে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। তবেই ফলে থাকা ভিটামিন, প্রোটিন এবং খনিজ শরীরের উপকারে আসবে। আসুন জেনে নেই, ফল খাওয়ার উপযুক্ত সময় সম্পর্কেঁড় ফল খাওয়ার উপযুক্ত সময় সকাল বেলা খালি পেটে স্বাস্থ্যের জন্য সব চাইতে উপকারী যে কাজটি করতে পারেন তা হল একটি ফল খাওয়া। যেহেতু পেট খালি, তাই এই অভ্যাস ফলটির পুষ্টি শরীরে গ্রহণে সহায়তা করবে। এছাড়া ফলটি হজম করতে পাকস্থলিও তেমন বেগ পেতে হয় না। তবে যাদের পাকস্থলিতে আলসার কিংবা বুক জ্বালাপোড়ার সমস্যা আছে তাদের সকালে খালি পেটে ফল খাওয়া উচিত নয়। আবার শিশু, বৃদ্ধ বা যাদের পাকস্থলি দুর্বল তাদের এই অভ্যাস এড়াতে হবে। কারণ কমলাজাতীয় ফল, আনারস, আঙুর ইত্যাদিতে থাকে অ্যাসিডিক অ্যাসিড, যা গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডের উৎপাদন বাড়ায় এবং আলসার ও বুক জ্বালাপোড়ার সমস্যা বাড়তে পারে। দুই বেলা খাওয়ার মাঝে ফল খাওয়া স্ন্যাকস বা নাস্তা হিসেবে ফল খাওয়া বিপাকক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। তাই যে কোনও দুই বেলার খাওয়ার মাঝে ফল খাওয়া খুবই ভালো। তাছাড়া ফল নিয়ন্ত্রণ করে রক্তে শর্করার পরিমাণ। আর স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস খেলে শরীরে যেমন চর্বি জমবে না তেমনি ক্ষুধাবোধও কম হবে। ফল খাওয়ার ভুল সময় খাওয়ার পর ফল খাওয়া কখনও উচিত নয়। ধারণা রয়েছে- খাওয়ার পর ফল খাওয়া হজমে এবং ক্যালরি ভাঙতে সাহায্য করে, যা ঠিক নয়। কারণ ফলে রয়েছে নিজস্ব মিষ্টিজাতীয় উপাদান ও ক্যালরি। যা শুধুই ক্যালরির পরিমাণ বাড়ায়। যে ফল খেতে হবে অল্প মিষ্টিজাতীয় উপাদান আছে এমন ফল যেমন- বেদানা, আম, আঙুর, লিচু, তরমুজ ইত্যাদি পরিমাণ মতো খেতে হবে। বিশেষ করে যাদের রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি হওয়ার সমস্যা রয়েছে তাদের। এ সমস্যায় আক্রান্তদের জন্য আদর্শ ফলগুলো হলো পেঁপে, আনারস, পাম, রাসবেরি, নাসপাতি, স্ট্রবেরি, পিচ ও আপেল। ঘুমানোর আগে যে ফল খেতে হবে ঘুমানোর আগে আপেল, কলা, কিউই, চেরি খেতে পারেন। কারণ এতে থাকে প্রাকৃতিক 'সেরোটনিন', 'মেলাটনিন' ও 'ট্রিপ্টোফান' নামক উপাদান যা শরীর ও মনকে শান্ত করে এবং রাতের ঘুম ভালো হতে সহায়তা করে। আম, আঙুর ইত্যাদি ফল ঘুমানোর আগে এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ এগুলো মস্তিষ্ককে সচল রাখে এবং ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

মন খারাপ থাকলে যা করবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সুখের পাশাপাশি দুঃখও জীবনের অংশ। কিন্তু যদি মন খারাপ থাকে, সেক্ষেত্রে কি কিছু করার নেই? মন খারাপ থাকলে যা করতে পারেন ১। সহানুভূতিশীল বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে বেশি সময় কাটান। সহানুভূতিশীল মানুষ অন্যের কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনে। নিজের খারাপ লাগার কথাটি খুলে বলতে পারলে, অনেক সময় মন হালকা হয়। ২। সাধ্যের অতিরিক্ত চাপ নিতে যাবেন না। অতিরিক্ত কাজের চাপ মন ও শরীরের ওপর প্রভাব ফেলে। সে কারণেও মন খারাপ হতে পারে। কাজের ফাঁকে বিশ্রাম নিতে ভুলবেন না। ৩। যেসব কাজ আপনাকে আনন্দ দেয়, মন খারাপের সময় সেসব কাজ বেশি করে করুন। আনন্দের কাজটিও করতে 'ভালো লাগছে না' মনে হলেও, এক পর্যায়ে দেখবেন ভালো লাগতে শুরু করেছে। ছোটবেলার প্রিয় বইটি পড়ুন, পছন্দের মুভি দেখুন, রান্না করুন, পুরোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে ফোনে গল্প করুন বা দেখা করুন, প্রকৃতির কাছাকাছি কোথাও ঘুরতে যানড় খারাপ লাগা দূর করার জন্য যা করা দরকার তাই করুন। ৪। ঘর থেকে বের হোন। দূরে কোথাও যেতে হবে তা নয়। বাজার করা, শপিংয়ে যাওয়া বা একটু হাঁটার জন্য হলেও বের হোন। দিনের আলো, নরম রোদ, তাজা বাতাস গায়ে লাগলে, ব্যস্ত দিনের ক্লান্তি দূর হয়।

বেশিক্ষণ রোদে থাকলে যে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : তীব্র গরমে কাবু ছোট থেকে বড় সবাই। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বয়স্কদের ক্ষেত্রে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি আরও বেশি। বিশেষ করে জরুরি কাজ ছাড়া অনেকেই সে অর্থে বাইরে বের হচ্ছেন না। তবে কাজের প্রয়োজনে বের হতেই হয় বড় অংশের মানুষকে। এদিকে সূর্যের প্রখর রোদে সবারই জ্বালাপোড়া করছে গা-হাত-পা। এর থেকে মিলছে না নিস্তার। এই তীব্র গরমে অনেকে হিট স্ট্রোকের শিকারও হচ্ছেন। বেশিরভাগ মানুষই পানিশূন্যতার শিকার হচ্ছেন। ফলে সবাই কমবেশি চিন্তিত। এসবের পাশাপাশি সূর্যের এই প্রখর রোদ শরীরের আরও অন্যান্য ক্ষতিও করতে পারে। জানলে অবাক হবেন, সূর্যের আলোর কারণে ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ছে। এই ক্যানসারকে মেলানোমা ক্যানসার বলা হয়। শরীরের যেসব অংশ প্রচণ্ড সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসে সেখানে এই ক্যানসার বেশি হয়। ক্যানসার বিশেষজ্ঞদের মতে, কড়া রোদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত। নিজেকে যতটা সম্ভব হাইড্রেট রাখুন। বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে রোদে বের না হওয়ার চেষ্টা করার কথাও বলা হয়েছে। শরীরে প্রখর রোদ পড়া এড়াতে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মত, সকাল ৭টা থেকে ৯টার মধ্যেই বের হতে। এই সময়ে ভিটামিন ডি পাওয়া যায় ও এর পরে সূর্যের আলো শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। কড়া রোদে বাইরে যাবেন না, বাইরে গেলেও নিজেকে ঢেকে রাখুন। সূর্য থেকে নির্গত অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়াও, যাদের পারিবারিক ইতিহাস ও দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে তাদের ত্বকে ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে ত্বক ক্যানসারের ঝুঁকি কম। শ্বেতাঙ্গদের ত্বকে ক্যানসারের ঝুঁকি বেশি। বিশেষ করে ঘাড় ও হাতে ক্যানসারের ঝুঁকি বেশি। ত্বক ক্যানসারের লক্ষণ কী কী? যদি শরীরে আঁচিল দেখা যায় তবে তা ত্বকে ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে। ত্বকে সাদা দাগ ত্বকে চুলকানি ও ক্ষত ঘাড়ে লাল দাগ এছাড়া ত্বকে যদি বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, তাহলে তা ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে।

এই গরমে দিনে কয় কাপ চা পান করবেন?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : চায়ের কাপে চুমুক দিতে পছন্দ করেন না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অনেকেই সকালে ঘুম ভেঙে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে নিদ্রা যাওয়ার আগে পর্যন্ত একাধিকবার চা পান করেন। তবে তীব্র দাবদাহে চা পান করাও মুশকিল হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞরাও ঘন ঘন চা পান না করার পরামর্শ দিচ্ছেন। তবে চাপ্রেমীদের কাছে তা মানা বেশ কষ্টকর। এজন্য অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠেছে গরমে ঠিক কত কাপ চা পান করা উচিত? এ বিষয়ে ভারতের কলকাতার বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ শর্মিষ্ঠা রায় দত্ত জানান, চা হলো অত্যন্ত রিফ্রেশিং একটি ড্রিংক। তাই হাজার চাপের মধ্যে এক কাপ চা খেলেই মাথা হালকা হয়, কমে দুশ্চিন্তা। শুধু মানসিক প্রশান্তি আনার কাজেই নয়, এছাড়াও নিয়মিত চা খেলে হার্ট ভালো থাকে। তবে এই তাপপ্রবাহে গরম চা এড়িয়ে চলাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। না হলে পেটের সমস্যা বাড়তে পারে। তবে এতসব কথা জানার পরও যারা গরম চা পান করতে চাইবেন, তারা একদম সকাল-সকাল এক কাপ ধূমায়িত চা পান করতে পারেন। এই গরমে শরীরের খেয়াল রাখতে চাইলে গরম চা পান করার পরিবর্তে ঠান্ডা চা কা কফি পান করতে পারেন।

কাঁচা আমের আচার

লাইফস্টাইল ডেস্ক : গাছে গাছে ঝুলছে টসটসে কাচা আম। দেখেই কেমন জিভে জল এসে যায়। এখন তো মজা করে কাঁচা আম খেতেই পরবেন। কিন্তু যখন কাঁচা আমের মৌসুম শেষ হয়ে যাবে তখনও যেন এই মজার স্বাদ নেওয়া যায়, এজন্যই আপনাদের জন্য আজ রইল কাঁচা আমের ঝাল আচারের রেসিপি। উপকরণ ১. কাঁচা আম ১৬ টি ২. সরিষা বাটা ২ টেবিল চামচ ৩. টালা শুকনো মরিচ গুঁড়া ৪ টেবিল চামচ ৪. পাঁচফোড়ন টেলে নিয়ে গুঁড়া ২ টেবিল চামচ ৫. আখের গুড় বড় ২ কাপ ৬. সরিষার তেল প্রয়োজনমতো ৭. লবণ স্বাদমতো যেভাবে তৈরি করবেন আম চামড়াসহ কেটে ধুয়ে পানিসহ চুলায় বসিয়ে দিন। ২-৩টি বলক এলে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। গুড়, লবণ ও সরিষার তেল দিয়ে চুলায় বসাতে হবে। গুড় গলে গেলে আম, পাঁচফোড়ন, মরিচ গুঁড়া দিয়ে নাড়তে হবে। পানি শুকিয়ে এলে নামিয়ে টানা ৪-৫ দিন রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। আরও কিছু তেল দিয়ে বয়ামে ভরে ২-৩ দিন রোদে রাখতে হবে। আচার মাঝেমধ্যে রোদে দিলে ভালো থাকে। আচার রাখার বয়ামটি ধুয়ে রোদে অথবা চুলার আগুনের তাপে শুকিয়ে নিতে হবে। খেয়াল রাখবেন যেন বয়ামে পানি না থাকে।

ফল খাবেন নাকি ফলের রস?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : অনেকে ফলের চেয়ে ফলের রস খেতে ভালোবাসেন। ফল বেশি পুষ্টিকর নাকি ফলের রস? এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। অনেকেই গোটা ফলের চেয়ে জুস বানিয়ে খেতে বেশি পছন্দ করেন। এক বাটি ফল কিংবা এক গ্লাস ফলের রস শুধু পেটই ভর্তি রাখে না, বরং আমাদের সারাদিন চাঙ্গাও রাখে। ফলে প্রচুর পুষ্টি আছে যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। অনেকেই মনে করেন ফলের রসেই রয়েছে একটা গোটা ফলের গুণ! কিন্তু উপকারের দিক থেকে কোনটা কম, কোনটা বেশি আসুন জেনে নেওয়া যাক- গোটা ফল খাওয়ার উপকারিতা গোটা ফলে প্রচুর ফাইবার থাকে, যা হজম, ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তা ছাড়া ফলে রয়েছে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, মিনারেল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইটোকেমিক্যাল। এগুলো রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল কমায়। ক্যানসার, হার্টের সমস্যা কমায়। রোজ পরিমিত পরিমাণে ফল খেলে স্থূলতা এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমে। ওজন কমায় শরীরের ওজন কমাতে হলে ডায়েটে অবশ্যই রাখতে হবে ফলমূল ও শাকসবজি। ফলে ক্যালোরি কম এবং ফাইবার উপাদান খুব বেশি। যে কারণে অল্পতেই আমাদের পেট ভরে যায়। বেরি, আপেল, নাশপাতি, আঙুর এবং সাইট্রাস ফলগুলো ওজন কমাতে সবচেয়ে বেশি কার্যকর। ফলের রসের উপকারিতা ও ক্ষতিকর দিক ফল খাওয়ার অত্যন্ত সুবিধাজনক উপায় ফলের রস। তবে ফলের রসে গোটা ফলের তুলনায় ফাইবার অনেকটাই কম থাকে।